ধরার মেয়ে

(সীতার পাতাল প্রবেশ)

(পৌরাণিক নাটক)

ভাণ্ডারী, অধিকারীর দলে অভিনীত

মতিলাল ঘোষ

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়
দ্বারা সংশোধিত

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

২য় মুদ্রণ—সন ১৩৫৮ সাল।

প্রকাশক—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর
১০৪এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

প্রিণ্টার :—শ্রীবামাচরণ মণ্ডল
রাণীশ্রী প্রেস
১১বি, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

মহাদেব, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বাল্মীকি, কুশ, লব,

ভৈরব	···	মহাদেবের ছদ্মবেশ
আনন্দ	···	নন্দীর ছদ্মবেশ
নাবিক বালক (আনন্দ)	····	নারায়ণের ছদ্মবেশ
বশিষ্ঠ	···	সূর্য্যকুল পুরোহিত
সুমন্ত্র	····	ঐ সারথী
জয়ন্ত	····	ঐ সেনাপতি

অনিবার গুপ্ত (দুর্ম্মুখ)	····	গুপ্তচর
গুহক	····	চণ্ডালরাজ
রতন	····	গুহক রাজ
হর্ষ, আমোদ, প্রমোদ, বিনোদ		ঋষিবালকগণ
ক্রোধন	····	অযোধ্যাবাসী রজক
রঙ্গনরাজ (লোচন)	····	ঐ পুত্র

চণ্ডালবালকগণ, ব্রাহ্মণ, (অযোধ্যাবাসী)

মৃত ব্রাহ্মণপুত্র ইত্যাদি।

স্ত্রী

ভগবতী, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা,

ভৈরবী	····	ভগবতীর ছদ্মবেশ

ঊর্ম্মিলা	····	লক্ষ্মণের স্ত্রী
তুরা	····	রজক-পত্নী
চন্দ্রা	····	গুহক-পত্নী

চণ্ডাল-বালিকাগণ নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

ধরার মেয়ে

—:*:—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শৃঙ্গবের রাজ্য—রাজধানীর প্রান্ত-সীমাবর্ত্তী রাজপথ।

ভৈরবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের বেশে হনুমানের প্রবেশ।

ভৈরব। হে তারকব্রহ্ম রাম। তোমার প্রেমের লীলা ত্রিভুবনে প্রকাশ কর্‌বার জন্য আমি দেবের দেব মহাদেব মুর্ত্তিতে অব্যর্থ বরপ্রভাবে রাক্ষসরাজ রাবণকে দেবেন্দ্রবিজয়ী ক'রেছিলাম—আবার সেই রাবণকে ধ্বংস কর্‌তে বানর মুর্ত্তিতে, প্রভু! তোমার দাস হ'য়ে তোমার সেবায় আত্মসমর্পণ ক'রেছি। অনন্ত লীলাময় প্রভু! যদি বর্ত্তমান অবতারে তুমি সম্পূর্ণ রূপে আত্মবিস্মৃত না হ'তে, তাহ'লে হে অন্তর্যামী! স্পষ্টরূপে জান্‌তে যে, আমিই তোমার বর্ত্তমান অশেষবিধ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাভোগের মূলীভূত কারণ! কিন্তু হে ক্ষমাময়, দয়াময় প্রেমময়!—হে ক্ষমা-দয়া প্রেম-লীলাময় ইষ্টদেব রামচন্দ্র! আমার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা কর!

অদূরে ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারীর বেশে গুহকের প্রবেশ।

গুহক। কে তুমি হে মহাপুরুষ! সুধাময় রামনাম গানে আত্মহারা—রামনামে বিভোর—কে তুমি হে পুণ্যময় দেবতা! আজ চৌদ্দ বৎসর-ব্যাপী অনাবৃষ্টি হেতু নীরস, অতি শুষ্ক বালুকাভরা মরুভূমির মত তপ্ত বুকখানা আমার শীতল—অতি শীতল সুধাধারা—রামনামের সুধাধারায় ভাসিয়ে দিলে কে তুমি বন্ধু আমার!

ভৈরব। আমার নাম ভৈরবশর্ম্মা! আমি ব্রাহ্মণ। তুমি?

গুহক। আমি নিষাদরাজ!—চণ্ডাল।

ভৈরব তুমি চণ্ডাল হলেও আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গুহক। আমি নীচজাতি চণ্ডাল ব'লে কেন আমায় ব্যঙ্গ কর্‌ছ ব্রাহ্মণ?

ভৈরব। ব্যঙ্গ নয় হে ভাগ্যবন্‌। আমি যাঁর শ্রীচরণে একপ্রান্তে একটু স্থান পাবার জন্য চিরদিন লালায়িত—তিনি আদরে তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন! বাহুপাশে বদ্ধ করে বক্ষে স্থান দিয়েছেন! তুমি আমি—চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হ'লেও প্রেমের রাজ্যে—ভক্তির সমাজে তুমিই শ্রেষ্ঠ বন্ধু! তোমার দুঃখের নিশা প্রভাত হ'য়ে সুখের দিন সমাগত। তোমার মিত্র শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দবৎসর বনবাসের পর পিতৃসত্য পালন ক'রে অযোধ্যায় ফিরে আস্‌ছেন।

গুহক। মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথা। রাগামিতে আমার ফিরে আসছে! সে কি এতদিন বেঁচে আছে? সেই রাজভোগে পুষ্ট ননীর দেহ—এতদিন বন-ফল খেয়ে, তৃণশয্যায় শুয়ে রাম আমার বেঁচে আছে? মিথ্যা কথা।

ভৈরব। বন্ধু। গুহক! আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি সত্য কথা বল্‌ছি—আমি রামনাম উচ্চারণ ক'রে শপথ ক'রে বল্‌ছি—শ্রীরামচন্দ্র, অনুজ লক্ষ্মণ আর ভার্য্যা সীতাদেবীর সঙ্গে নির্দ্দিষ্টকাল বনবাস ক'রে দেশে ফিরে আসছেন। নন্দিগ্রামে ভরতকে আর শৃঙ্গবের রাজ্যে তোমাকে সংবাদ দেবার জন্য অগ্রে আমাকে পাঠিয়েছেন। আগামীকল্য প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাবে রামচন্দ্র অযোধ্যায় মাত ভ্রাতা আত্মীয়স্বজনকে দেখবার পূর্ব্বে তোমাকে দেখতে তোমার পুরীতে নিশ্চয় আসবেন—আমি রামনামে সত্য ক'রে সত্য কথা বল্‌ছি;

তুমি সন্দেহ ত্যাগ কর। রামভক্ত! রামভক্ত কখনও মিথ্যাবাদী হ'তে পারে!

গুহক। (ভৈরবের পদধারণপূর্ব্বক) ক্ষমাময় ব্রাহ্মণ! সহৃদয় বন্ধু! অজ্ঞান, অল্পবুদ্ধি চণ্ডালের অপরাধ ক্ষমা কর। আমার এত সৌভাগ্য—এমন শুভদিন সহসা বিশ্বাস করতে পারিনি। আজ চৌদ্দবৎসরব্যাপী ঘোর অন্ধকারের পরে সহসা আজ আমার সুখের সূর্য্য উদয় হবে—আনন্দের আলোক দেখতে পাব? এত সুখ—এত আনন্দ এক কথায় বিশ্বাস করতে পারিনি! বন্ধু! সত্য কি? সত্য কি রাম আবার ফিরে আসবে?

ভৈরব। ভাগ্যবান ভক্ত! তোমার সুপ্রসন্ন ভাগ্যের আনন্দময় ফলভোগের সময় উপস্থিত হ'য়েছে। আগামী কল্য সত্যই তুমি তোমার রামচন্দ্রকে দেখতে পাবে।

গুহক। দেখতে পাব! সেই মুখখানি আবার দেখতে পাব! সেই, নব-যৌবনের তরুণ সৌন্দর্য্য-গৌরবে উন্নত, নব-দূর্ব্বাদল-শ্যামল-সুন্দর মূর্ত্তি—অথচ সরল শিশুর মত ঢল ঢল সদা হাসি-মাখা মুখখানি রামের আমার আবার দেখতে পাব? ভাই লক্ষ্মণের সেই অসীম বলগৌরবে উজ্জ্বল গৌরকান্তি ঈষৎ বিষাদ মাখা মুখখানি আবার দেখতে পাব? অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী জনকনন্দিনী সীতার সেই বৈকুণ্ঠবাসিনী মা-লক্ষ্মীর মত আঁধারঘর আলো-করা মূর্ত্তিখানি আবার দেখতে পাব? আজ চৌদ্দ বৎসর গত হ'ল সেই শেষ দিন দেখেছি—তবুও যেন বোধ হ'চ্ছে সেই সেদিনকার কথা! সেই তিনটি দেবতার মূর্ত্তি আবার দেখতে পাব?

ভৈরব। বন্ধু! তোমার এই রামপ্রেমের ইতিহাস শুনতে আমার বড় কৌতূহল হয়।

গুহক। সে আজ প্রায় বিশ-বাইশ বৎসরের কথা! একদিন

মহারাজ দশরথ সপুত্র গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলেন। তাঁর সৈন্যগণ আমার রাজ্যসীমা অতিক্রম করবার সময়ে আমার প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করে। সেই উপলক্ষে আমার সঙ্গে মহারাজ দশরথের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মহারাজ আমাকে পরাজয় করতে না পেরে শেষে ব্রহ্মশাপ অস্ত্রে আমাকে বন্দী করেন।

ভৈরব। তারপর ?

গুহক। দয়াময় রামচন্দ্রের তখন কিশোর বয়স! তিনি সেদিন আমার সেই দশা দেখে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হস্তে আমাকে বন্ধন মুক্ত করে' আমার হাত ধ'রে তুলে আমার অঙ্গের ধুলা-মাটি ঝেড়ে দিলেন। আমার চণ্ডাল দেহ পবিত্র হল। সেইদিন থেকে জন্মের মত সেই দেবমূর্ত্তি বালকের রাঙ্গাচরণে আত্মবিক্রয় করলাম।

ভৈরব। শেষে মুক্তিলাভ করলে কি উপায়ে ?

গুহক। মুক্তিলাভ ? মুক্তিদাতাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে কি আবার মুক্তিলাভ বিলম্ব ঘটে ? মুক্তিদাতা তখন আমার হস্তধারণ ক'রে পিতার পশ্চাতে উপস্থিত হ'লেন। মহারাজ আমার মুখপানে চেয়ে হেসে বললেন "বন্দি! তুমি ভাগ্যবান্! ভাবী পৃথ্বীনাথ তোমার প্রতিভূ! সুতরাং তুমি মুক্ত—গৃহে যাও।" আমি আমার গত সপ্ত পুরুষের চণ্ডাল জন্ম পবিত্র ক'রে গৃহে ফিরে এলাম। সেইদিন থেকে রাম আমার আত্মীয়, রাম আমার বন্ধু, রাম আমার মিতে।

ভৈরব। গুহক! তোমার সেই মিতেকে তুমি আগামী কল্য—তোমার নিজ ভবনে ব'সেই দেখতে পাবে।

গুহক। আনন্দ যে প্রাণে আর ধরে না ব্রাহ্মণ! আমার প্রাণ যেন উন্মত্ত হ'য়ে উঠছে! একথা শুনে আমার শৃঙ্গবের পুরী উন্মত্ত হ'য়ে উঠবে! তিনি এখানে দিন কয়েক বিশ্রাম করবেন তো ?

ভৈরব। না! বিশ্রামের কোন উপায় নাই! তোমারই মত কত জন যে রামচন্দ্রের পথ চেয়ে আছে। নন্দীগ্রামে ভরতকে সংবাদ দিতে হ'বে। আমার প্রতি প্রভু রামচন্দ্রের বিশেষ আদেশ যে, কোথাও যেন প্রয়োজনাতিরিক্ত মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না হয়।

গুহক। তবে বন্ধু! তুমি ব্রাহ্মণ—আমি চণ্ডাল হ'য়ে যখন তুমি আমায় বন্ধু ব'লে সম্ভাষণ ক'রেছ—তখন বন্ধু! আমার একটি সন্দেহ দূর কর।

ভৈরব। কি সন্দেহ? বল!

গুহক। বন্ধু! তুমি কে? তুমি তোমার পরিচয় বর্ণনা করবার সময় প্রহেলিকার মত কতকগুলি কথা আমাকে ব'লেছিলে—আমি আনন্দে উন্মত্ত হ'য়েছি। তোমার কথার ভাবার্থ বুঝ্‌তে পারি নাই। তুমি বল্‌ছ—তুমি ব্রাহ্মণ! আবার বল্‌ছ রামচন্দ্র তোমার প্রভু! তুমি জন্ম-জন্মান্তর তাঁর সেবা কর্‌ছ! এসব কথার অর্থ কি? বন্ধু! সত্য বল—তুমি কে? কতদিন হ'তে রামচন্দ্রের সঙ্গে তোমার পরিচয়?

ভৈরব। বন্ধু! আমি রামদাস। আমার জন্ম হ'তে রামচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয়।

গুহক। ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়-রাজকুমার রামচন্দ্রের দাস? এ কেমন কথা! আবার বল্‌ছ, তোমার জন্মাবধি রামচন্দ্রের সঙ্গে তোমার পরিচয়। তোমায় দেখে বোধ হ'চ্ছে, তুমি রামচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ তোমার জন্মাবধি তাঁর সঙ্গে পরিচয়! একি গূঢ় রহস্যের কথা! এ প্রহেলিকার অর্থ কি? বন্ধু! আমি অজ্ঞান! আমাকে ছলনা ক'রনা! সত্য বল বন্ধু! তুমি কে?

ভৈরব। বন্ধু! সন্দেহ ক'রনা! কি ছার ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ আমি স্বর্গের দেবতারাও রামচন্দ্রের দাস। গুহক! ব্যস্ত হয়ো না। তোমার

রামামিতের মুখে আমার পরিচয় শুনতে পাবে। এখন আমার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই! তবে একটিমাত্র কথা ব'লে যাই! বিধাতা আমাকে দেবতা গড়তে গিয়ে বানর ক'রেছিলেন, বর্ত্তমানে প্রভুর কৃপায় ব্রাহ্মণ হ'য়েছি! আমার পরিচয় প্রভুর মুখেই শুনতে পাবে।

[প্রস্থান।

গুহক। (স্বগতঃ) যাক্ ইনি যেই হোন, ইনি নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী নন্! অমন সরল চাহনি, অমন প্রশান্ত মূর্ত্তি কখনও মিথ্যাবাদী হয় না!

গুহকের বালক-পুত্র রতনের সঙ্গে চণ্ডাল-বালকগণের প্রবেশ।

রতন। (গুহকের হস্তধারণপূর্ব্বক) বাপ্! তুই এখানে? আমি সারা দেশ ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে হয়রাণ হ'য়েছি।

গুহক। (রতনের চিবুক ধরিয়া) কেন বাবা! আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?

রতন। বাপ্! ঐ দ্যাখ্! হামার সাথীরা বিল্‌কুল্ এসেছে। সব্ ভাই হামার পাছে নাচ্‌না-গাওনা করতে হুকুম মাংছে! তা বাপ্! হামি কৈছে হুকুম দি'? তু' ত' নাচনা গাওনা পছন্দ্ করিস্ না'

গুহক। (সস্নেহে) বাবা! গান ভালবাসে না, এমন মানুষ ত' দূরের কথা, এমন পশুপক্ষীও পৃথিবীতে নাই। তবে কথা কি জান বাবা! নাচ-গান আনন্দের চিহ্ন। আমি আজ চৌদ্দবৎসর আনন্দ ভোগ করিনি, আমাদের পুরীতে কা'রও নাচ-গানে ইচ্ছাও হয়নি! আমাদের নিরানন্দের দিন শেষ হ'য়েছে ব'লে তোমাদেরও প্রাণে আপনা হ'তেই নাচ-গানে ইচ্ছা হ'য়েছে! আজ তোমরা অবাধে আনন্দ কর। আজ হ'তে আমার রাজ্য আনন্দময় হ'বে।

রতন। কেন বাপ্! তোর স্যাঙাত্ ভাই কি নেউটি আস্‌ছে?

গুহক। হাঁ বাবা! তিনি আগামী কল্য আমার পুরীতে পদার্পণ করবেন! তোমরা সচ্ছন্দে আনন্দে রামনাম গান কর। নৃত্য-গীতে সকলকে মাতাও! সকলকে আনন্দের সংবাদ দাও! নৃত্য-গীতের সঙ্গে নগর প্রদক্ষিণ কর। আমি নগরের মঙ্গলসজ্জার আয়োজন করিগে। দেখো বাবা! রামনাম-কীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন গান ক'র না! সমস্বরে বল সবে "জয় সীতারাম"!

বালকগণ। "জয় সীতারাম"।

গুহক। জয়রাম! সীতারাম।

[প্রস্থান।

বালকগণ— নৃত্য-গীত।

নবঘন শ্যামল রাম কমল আঁখি, চণ্ডাল বৎসল হৃদয়বিহারী।
রাজসিংহাসন, গহন কানন, হীন ভেদজ্ঞান অজ্ঞানবারী॥
পাষাণ মানবী পাষাণ ভাসিল জলে, বানর সাধক, যাঁর কৃপাকণা বলে,
রাম রাম রাম রাম জপরে রসনা, কর্‌রে ধীরে ধীরে অন্তর মার্জ্জনা,
জগতবন্দিনী, জনকনন্দিনী, শোভিতা বামে নেহারি ;—
যুগ্ম কল্পতরু, বিশ্ব প্রেমগুরু, কলুষ শমন দমনকারী।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নন্দীগ্রাম—ভারতাশ্রম। সভাগৃহ।

রঞ্জনরাজের প্রবেশ।

রঞ্জন। (স্বগতঃ) বেলা চারিদণ্ড—এখনও রাজসভায় কেউ উপস্থিত হয়নি! কারণ কি? আমি পূর্ব্বে কখনও রাজসভা দেখিনি!

লোকমুখে শুনি, রাজা উদয়-অস্ত রাজসভায় উপস্থিত থাকেন—মধ্যাহ্নে একপ্রহরমাত্র বিশ্রাম করেন। তবে এখনও সভা জনশূন্য কেন? বোধ হয় রাজার সূর্য্য এখনও উদয় হয়নি!

পশ্চাদ্দিক্ হইতে সহসা অনিবার গুপ্তের প্রবেশ।

অনিবার। (স্বগতঃ) রাজচরিত্র নিয়ে পরিহাস! (প্রকাশ্যে) কে আপনি?

রঞ্জন। আমি অযোধ্যাবাসী। নাম রঞ্জনরাজ। জাতি বৈশ্য।

অনিবার। প্রয়োজন?

রঞ্জন। রাজদর্শনে নন্দীগ্রামে এসেছি। আপনি কে?

অনিবার। আমি উত্তরকোশলবাসী। ক্ষত্রিয় জাতি। নাম, অনিবার গুপ্ত। আমিও রাজদর্শনে এসেছি। তা মশাই কি করেন?

রঞ্জন। আমি গদ্য-কবিতা লিখি। এরই মধ্যে প্রায় কুড়ি-পঁচিশখানি কাব্যরচনা ক'রেছি। অবসর পেলে এতদিন আট-দশ হাজার কাব্যও রচনা করতে পারতাম। আপনারা কি আমার লেখা পৃথিবী উদ্ধার' কাব্য পাঠ করেন নি? আমার সে কাব্যখানি যে ভারতবিখ্যাত?

অনিবার। দুর্ভাগ্য আমার! আপনার ভারতবিখ্যাত কাব্য আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। আমি নিজেই ভারতছাড়া মানুষ। দয়া ক'রে আপনার ভারতবিখ্যাত কাব্যের দু' একটা কবিতা আবৃত্তি করুন না! শুনে জন্ম চরিতার্থ করি!

রঞ্জন। বেশ! বেশ! আপনি, দেখ্‌ছি, একজন গুণগ্রাহী কাব্য-প্রিয় ব্যক্তি। শুনুন—আমার কাব্যের প্রথম কবিতা আবৃত্তি করছি! শুনুন—(ক্রমশঃ ভাবোন্মত্ত হইয়া অঙ্গভঙ্গীর সহিত আবৃত্তি)

চালাও কলম। যে যেখানে আছ। মুটে,
মজুর, ইতর, ভদ্র, চাষা সবে মিলি—

কবিতা—কবিতা, ছেয়ে ফেল দেশ
কবিতায়! কবিতায় কথা কও,
কবিতায় চিন্তা কর। স্বপ্ন দেখ কবিতায়!
চালাও কবিতা গৃহসংসারের মাঝে।
কথা কও প্রণয়িনী সনে কবিতায়।
যথা—এস এস চারুশীলে, ইন্দু নিভাননা!
গজেন্দ্র-নয়না, হরিণ-বদনা, কোকিল-বরণা।
সুপীত দশনা—

অনিবার। মহাশয়! মহাশয়! প্রণয়িনী যদি
দন্ত খিচাইয়া উঠে?

রঞ্জন। পরিহাস! পরিহাস! কাব্য কবিতায়?
মূর্খ তুমি! অরসিক! কি আর বলিব!

সহসা ব্যস্তভাবে সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। (অনিবারের প্রতি) গুপ্ত! তুমি সভায় কতকক্ষণ এসেছ? বোধ হয় অধিকক্ষণ নয়। আজ সভায় রাজাধিবেশনের একটু বিলম্ব ঘ'টেছে! গুপ্ত! ইতিমধ্যে, কোন অর্থী প্রত্যর্থী, বিচারপ্রার্থী কিংবা কোন যাচক এসে ফিরে যায়নি ত'?

অনিবার। না! প্রার্থী বা যাচক এখনও সভায় কেহ আসেনি! মধ্যম যুবরাজের সভায় আসতে এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন?

সুমন্ত্র। আজ একটি অভাবনীয় নিরানন্দে রাজপুরীর সকলেই অত্যন্ত অভিভুত হ'য়ে পড়েছে। যুবরাজ ভরত শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে আজ চৌদ্দবৎসর বিষাদে মগ্ন হ'য়ে আছেন। তিনি প্রতিদিন গণনা ক'রে আজ চৌদ্দবৎসর শ্রীরামচন্দ্রের আশাপথ চেয়ে আছেন। গত কল্য শেষ দিন গত হ'য়ে গেছে। সারাদিন ক্রমশঃ অধিকতর

চঞ্চল হ'য়ে রাত্রি হ'তে একেবারে হতাশ হ'য়ে প'ড়েছেন। অবিশ্রান্ত নীরব রোদনের অশ্রুজলে বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। কারও কোন সান্তনায় কর্ণপাত করছেন না। এখন সহসা রাজসভায় আগমনের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছেন। তাঁর ইষ্টদেব সেই শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাযুগলের পর্য্যঙ্কপার্শ্বে করযোড়ে স্থিরদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান আছেন। আমাদের ইচ্ছা আজ সভায় বিশেষ কোন কূট-তর্কের বিচার কার্য্য উপস্থিত না হয়। সেই জন্য আমি অগ্রে দেখ্‌তে এসেছি। (রঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি কে ?

অনিবার। ইনি অযোধ্যাবাসী একজন বৈশ্য। রাজদর্শনে এসেছেন —বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।

সুমন্ত্র। বৈশ্য? বৈশ্যোচিত নিরীহ শান্ত সরল মূর্ত্তি তো নয়! থাক, কোন ছদ্মবেশী নীচ জাতি প্রথম সভায় যেন উপস্থিত না থাকে—। আমি চল্‌লাম। তুমি দেখ।

[প্রস্থান।

রঞ্জন। আমার পরিচয়ে সন্দেহ কর্‌লেন কেন? উনি কে?

অনিবার। উনি স্বর্গীয় মহারাজ অজের সমকালীন সূর্য্যবংশের হিতৈষী রাজমন্ত্রী এবং রাজসারথী।

রঞ্জন। সারথী? রথের অশ্বচালক? তাঁর এত প্রভুত্ব? ভদ্রলোকের পরিচয়ে সন্দেহ? এঁরাই বোধ হয় শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস ব্যবস্থা করেছেন। তিনি রাজপদে বর্ত্তমান থাক্‌লে, বোধ হয় অশ্বচালকের এতদূর ক্ষমতা বৃদ্ধি হত না।

অনিবার। দেখুন, সত্য কথা বল্‌তে কি, আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমারও আপনার পরিচয়ে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা, বৈশ্যের তো দুই বৃত্তি কৃষিবৃত্তি আর বাণিজ্যবৃত্তি। আপনি কি বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করেন?

রঞ্জন। আমি কাব্যরচনা করি। কবিতা আমার জীবিকা।

অনিবার। সে ত' আপনার নিজের সৌখীন বৃত্তি। আপনার বংশের বৃত্তি কি? আপনার পিতা কি ব্যবসায় অবলম্বন ক'রে পরিবার-বর্গের ভরণপোষণ করেন?

রঞ্জন। সেটা ত' আমি কখনও তত লক্ষ্য ক'রে সন্ধান করি নি! আচ্ছা, আগামীকল্য আপনাকে আমি তা বলে যাব। আজ আসি!

(প্রস্থানোদ্যত)

অনিবার। (বাধা দিয়া) সে কি? কোথায় যাবেন? রাজদর্শনে এসেছেন, একটু অপেক্ষা করুন না!

রঞ্জন। না—না, আমাকে এখনি এক জায়গায় যেতে হ'বে।

অনিবার। সে কথা কি মশায়ের এতক্ষণ মনে ছিল না? তা আপনার পিতার নাম কি?

রঞ্জন। পিতার নাম? সে বেজায় সেকেলে নাম। তা' আর নাই বা শুন্‌লেন!

অনিবার। পিতার নাম বল্‌তে এত অসম্মত কেন? দেখ! সত্য কথা বল! (রঞ্জনের হস্তধারণ) সত্য বল্‌লে কিছুই বল্‌ব না। না হ'লে এখনি প্রহরী-হস্তে অর্পণ কর্‌ব। ছদ্মবেশীর রাজদণ্ড বড় গুরুতর জান ত'? সত্য বল, তোমার পিতার নাম কি?

রঞ্জন। (কাতরোক্তি সহকারে) মহাশয়! আপনার পায় ধরি (পদধারণ) আমায় ক্ষমা করুন! আপনি ঘৃণা কর্‌বেন ব'লে জাতি গোপন ক'রেছি আমার পিতার নাম ক্রোধন রজক। ক্রোধনের পুত্র লোচন আমি।

অনিবার। ক্রোধন? আমাদের রাজবাড়ীর রজক ক্রোধন! (উঠাইয়া) উঠ। ভয় নাই! এ দুষ্প্রবৃত্তি কেন তোমার? জাতিগোপন

করা যে মহাপাপ। দেখ্‌ছি তুমি সামান্য একটু লেখাপড়া শিখেছ! কিন্তু লেখাপড়া শেখার কি এই পরিণাম! যাও, দূর হও এখান থেকে।

রঞ্জন। আজ্ঞে, এই যাই। নমস্কার।

[প্রস্থান।

অনিবার। (স্বগতঃ) কি আস্পর্দ্ধা! রঘুকুলতিলক রাজা রামচন্দ্রের রাজ-সভায় ছদ্মবেশে প্রবেশ! সুচিক্কণ সুন্দর পরিচ্ছদে কি নীচতাকে ঢাকা যায়

রাজসিংহাসন সজ্জা হস্তে সেনাপতি জয়ন্তের প্রবেশ এবং সিংহাসন সজ্জা সম্পাদন করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। উভয় হস্তে মস্তকস্থ শ্রীরাম পাদুকা-যুগল ধারণপূর্ব্বক বিষণ্ণমুখে ব্রহ্মচারী-বেশী ভরতের প্রবেশ। ভরতের বাহুমূল ধারণপূর্ব্বক বশিষ্ঠ ধীরে ধীরে প্রবেশ। ভরতের মস্তকস্থ পাদুকার উপরে রাজচ্ছত্র ধারণপূর্ব্বক শত্রুঘ্নের প্রবেশ। সর্ব্বপশ্চাৎ চামরহস্তে সুমন্ত্রের প্রবেশ। রাজ-সিংহাসনোপরি মস্তকস্থ পুষ্পমাল্য শোভিত চন্দন চর্চ্চিত পাদুকা-যুগল বক্ষে করিয়া ভরতের দীনভাবে প্রণামপূর্ব্বক ভূমিতলে উপবেশন। শত্রুঘ্নের সিংহসানোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ। সুমন্ত্রের চামর-ব্যজন।

বন্দিগণের প্রবেশ এবং রামনাম কীর্ত্তন।

বন্দিগণ—

রাম পরম নাম অভিরাম প্রাণারাম।
নাম ব্রহ্মনাম বেদ গাও জীব অবিরাম॥
রামনাম সুধাসিন্ধু, পান কর বিন্দুবিন্দু,
রামনাম পূর্ণ ইন্দু অকলঙ্ক সুধাধাম॥
নামে জলে শিলা ভাসে, পশু যে নাম ভালবাসে,
পাখী গায় অনায়াসে, আহা কি মধুর নাম॥

[শত্রুঘ্নের হস্তসঙ্কেতে বন্দিগণের প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। বৎস মধ্যমকুমার! আজ তোমার স্বভাবের এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে আমাদের মানসিক উদ্বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে।

তুমি রামরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান রামভক্ত। সেই সত্যসন্ধ ইষ্টদেব রামচন্দ্র তোমার পার্থিব সম্বন্ধে অগ্রজদেব। তিনি ছয় মাসের পথ দূরে আছেন। সুদীর্ঘ যাত্রায় একদিনের বিলম্ব অসাধারণ ব'লে বোধ ক'রছ কেন? হয় ত' আমাদের দিনগণনায় ভুল হ'তে পারে।

ভরত। আমার দিন-গণনায় ভুল? আমি ভালভাবে দিন-গণনা ক'রেছি। অযোধ্যার প্রকৃত রাজা রামচন্দ্র যেদিন এই অযোধ্যায় আবার ফিরে আস্‌বেন, সেইদিন আমি দরিদ্রকে দান ক'রব ব'লে প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগ ক'রে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা সম্মুখে রেখে শ্রীরাম পাদুকা-যুগলকে প্রণাম ক'রতাম। ভুলের ভয়ে প্রতি সপ্তাহের শেষে সাতটি সম্পূর্ণ হ'য়েছে কিনা, গণনা করে দেখ্‌তাম। এইভাবে প্রতিদিন গণনা ক'রে গতকল্য পাঁচ সহস্র একশত দশটি স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত হ'য়েছে। এখন আপনারা গণনা ক'রে দেখুন, আমার গণনা সত্য কিনা?

বশিষ্ঠ। বৎস! সত্যস্বরূপ রামচন্দ্র মিথ্যাবাদী ন'ন। আর তোমারও দিন-গণনায় কোন ভ্রম হয় নাই। তাহ'লে তোমার মনে নিশ্চিত ধারণা কি?

ভরত। আমার মনে আশঙ্কা জন্মেছে যে, হয়ত' দয়াময় শ্রীরামচন্দ্র আর অযোধ্যায় ফিরে আসবেন না।

সুমন্ত্র। কুমার! যাঁকে দয়াময় ব'লে বিশ্বাস ক'রেছ—তিনি কি এতদূর নির্দ্দয় হতে পারেন? আজ চতুর্দ্দশ বৎসর যাঁর বিরহে অযোধ্যার লক্ষ লক্ষ নরনারী অবিশ্রান্ত রোদনে হাহাকার করছে, যাদের অশ্রুজলে ঐ সরযূর জলস্রোত বৃদ্ধি হ'য়েছে—তাদের, সেই রামগতপ্রাণ নরনারীগণের প্রাণে বজ্রানল জেলে দিবেন, সেই দয়াময় শ্রীরামচন্দ্র? এও কি সম্ভব?

শত্রুঘ্ন। পূতিগন্ধ হয় না দাদা। চন্দন প্রলেপ হলাহলে দাহ জন্মায় না। অপার করুণাসাগর শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় কখনও নির্দ্দয় হ'তে পারে না।

ভরত। (শত্রুঘ্নের মস্তকস্পর্শ করিয়া) ভাই শত্রুকুমার! আমি কি জানিনা যে অগ্রজদেব শ্রীরামচন্দ্র—আমার দয়ার সাগর—করুণার সিন্ধু—স্নেহের পারাবার? তিনি যে জ্ঞানে জ্ঞানময় শঙ্কর। বিচারে বৃহস্পতি। নীতিবিদ্যায় শুক্রাচার্য্য। দর্শনে ত্রিকালদর্শী বিরিঞ্চি। তিনি কি আমার ঘটনাবলি দর্শন করছেন না?

বশিষ্ঠ। বৎস! কি ঘটনা পরম্পরায় তোমার মন্দ উদ্দেশ্য-নীতি প্রকাশ পেয়েছে? যাঁর অনুকরণে তুমি ফলমূল হবিষ্যান্নাহারী জটা-গৈরিকবাসধারী ব্রহ্মচারী—গৃহাশ্রমে থেকেও ব্রহ্মচারী হ'য়েছ—যাঁর চরণ-পাদুকাযুগলকে ইষ্টদেব জ্ঞানে নিত্য পূজা করছ, তিনি তোমার কি মন্দ উদ্দেশ্য-নীতি জানতে পেরেছেন? বল বৎস! ভরত চন্দন-তরুমূলে শ্রীরামচন্দ্র কি বিদ্বেষ বিষধর সর্প দর্শন ক'রেছেন?

ভরত। দেব! আপনাকে কি বলে বুঝাব। আমার সহস্রগুণ থাকলেও আমি যে রাণী কৈকেয়ীর পুত্র! লোকের বিশ্বাস, মাতা আমার অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য্য ক'রেছিলেন। সে বিশ্বাস যে জ্ঞানময় শ্রীরামচন্দ্রের মনে উদয় হ'বে না তারই বা কারণ কি? অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর মনে এ বিশ্বাস না জন্মাতে পারে, কিন্তু এই চতুর্দ্দশ বৎসরে, প্রতিদিন বনবাস-দুঃখে জর্জ্জরিত হ'য়ে—কখনও বা বনচারী হিংস্র জন্তুর অত্যাচারে ত্রস্ত হ'য়ে—কখনও বা দৈত্য-রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে ক্লান্ত হ'য়ে, আমার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস রাখতে পারবেন?

শত্রুঘ্ন। দাদা! তিনি দেবতা! দেবতা হ'তেও মহৎ! তাঁর সেই মহাদেব-হৃদয় কি তোমার আমার সাধারণ মানুষের মত? শ্রীরামচন্দ্র যে আমাদের অপরাধ গ্রহণ ক'রবেন, এ সন্দেহ আমার মনে মুহূর্ত্তের তরেও স্থান পায় না।

ভরত। ভাই! তুমি সদানন্দ স্নেহের বিগ্রহ! আমি যদি

তোমার মত নিষ্পাপ হৃদয় হ'তে পারতাম, তাহ'লে আজ আমারও মন তোমার মত সর্ব্বদা প্রীতি প্রসন্ন থাকৃত। কিন্তু আত্মগ্লানির আগুনে যে আমার হৃদয় পুবে ছাড়খার হ'য়ে গেছে! তাই আজ আমি সরযূর সুশীতল জলে ডুবে আমার অন্তরের দারুণ জ্বালা জুবাতে চাই।

শত্রুঘ্ন। দাদা! তোমাকে আমি একজন শ্রেষ্ঠ রামভক্ত প্রেমিক ব'লে জানি। ভেবে দেখ, তোমার জীবন কার জন্য? তোমার আমার জন্য?—না এ জীবন আমাদের সেই ইষ্টদেব রামচন্দ্রের জন্য। আজ চতুর্দ্দশ বৎসর আমরা শ্রীরামচন্দ্রের রাজসংসারের রক্ষক—রামরাজ্যের প্রহরী। যদি যুগযুগান্তরেও ফিরে না আসেন, তবুও আমরা তাঁর এই সিংহাসন পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জীবন কাটা'ব। আজ যদি নিষ্কৃতি পাবার জন্য তুমি সরযূর জলে আত্মবিসর্জ্জন দাও, আমি দেশান্তরে গমন করি, তা'হলে ত' আমরা জনসমাজে বিশ্বাসঘাতক ব'লে চিহ্নিত হ'ব—বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপে যে জন্ম জন্মান্তরেও নিস্তার পা'ব না।

বশিষ্ঠ। বৎস। আমার এই শেষ উপদেশ গ্রহণ কর। আমাদের সকলের অনুরোধ রক্ষা ক'রে আর একটি দিন অপেক্ষা কর! তোমার যে ইষ্টদেবকে তোমার জীবনের উৎকৃষ্ট চতুর্দ্দশ বৎসর দান ক'রেছ, তাকে আর একটি দিন সেই দানের দক্ষিণা স্বরূপ দান কর।

সুমন্ত্র। দুর্গম পার্ব্বত্য বন পথ। সঙ্গে অসূর্য্যম্পশ্যা কুলললনা জনকনন্দিনী। সেই লোহিত কমলনিভ নবনীকোমল চরণকমলে কখনও একটি কঙ্করের আঘাতও সহ্য হয় নাই—এখন হয় ত' শত কুশাঙ্কুর গুল্মকণ্টাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে চলচ্ছক্তি শিথিল হ'য়েছে। সে জন্য একদিন বিলম্বের ভয়ে আমাদের চঞ্চল হওয়া উচিত নয়।

ভরত। আপনাদের কথা—আপনাদের যুক্তি, আমার সর্ব্বদা শিরোধার্য্য। আমি যে সেই করুণাসিন্ধু প্রভুর শ্রীচরণে শত অপরাধে

অপরাধী। তাঁদের এই বনবাস যন্ত্রণা ভোগ কার জন্য? আমার জন্য নয় কি? আমি যে জনসমাজে ঘোর স্বার্থপর মহাপাপী ব'লে চিহ্নিত! (রাজসিংহাসনস্থ রামপাদুকা যুগলের সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে উপবেশনানন্তর) প্রভু! আমার ইষ্টদেব অগ্রজ দেবতার প্রতিনিধি প্রভু! স্বয়ং ইষ্টদেব জ্ঞানে আজ চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার সেবা ক'রেছি। আজ সেই ব্রত উদ্‌যাপনের দিন, ব্রতফল প্রাপ্তির দিন— আমি আমার প্রাপ্য ফলে বঞ্চিত হ'লাম। প্রভু! তুমি অন্তর্যামী! বোধ হয় তুমি আমার হৃদয়ে কোন পাপ সঞ্চার দর্শন ক'রেছ। তা' না হ'লে কেন আমি আজ আমার প্রাপ্য ফল প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হ'লাম! হে দয়াময় সত্যসন্ধ রামচন্দ্র! আজ তোমার কথা মিথ্যা হ'ল!

সহসা ভৈরবশর্ম্মার প্রবেশ।

ভৈরব। (হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক) কে বলে সত্যসন্ধ শ্রীরামচন্দ্র মিথ্যাবাদী! যাঁর বাক্যে অপৌরুষের বেদ—যাঁর বাক্য মূর্তিমতী বাগবাদিনী ভারতীদেবী স্বয়ং স্বয়ম্ভবা—যাঁর বাক্যে চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তের পল মাত্র বিলম্ব হয় না—গ্রহনক্ষত্র রেখামাত্র কক্ষচ্যুত হয় না—সামান্য একটি তৃণপত্রের বর্ণ-ব্যতিক্রম ঘটে না—একটি কীটাণু-কীটেরও আকৃতি প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটে না—কে বলে সেই সত্যরূপী সত্যসন্ধ শ্রীরামচন্দ্র মিথ্যাবাদী! সেই তত্ত্বভ্রান্ত—হতভাগ্য কে?

ভরত। (বিহ্বলভাবে উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া) আমি! আমি! সেই হতভাগ্য আমি!

শত্রুঘ্ন। (বামহস্তে ভরতকে ধারণপূর্ব্বক) মহাশয়! আপনি কে? আপনি যেই হ'ন, আপনার মুখে মধুর রামনাম মহিমা কীর্ত্তন শ্রবণ করেছি—অতএব আপনি—ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র যেই হ'ন— আপনার চরণে শত শত প্রণাম। (ভরত শত্রুঘ্নের একযোগে প্রণাম)

ভৈরব। (উভয়কে বাধা দিয়া পশ্চাদপসরণপূর্ব্বক) না, না, না, আমি আপনাদের প্রণামের যোগ্য নই! (ভরত শত্রুঘ্নের প্রতি নিরীক্ষণপূর্ব্বক) আমরি! কি মধুর মনোহর মূর্ত্তি! সেই যুগলমুর্ত্তি শ্রীরামলক্ষ্মণের ভুবনমোহন আকৃতির শান্ত সজীব প্রতিকৃতি! সেই নবদূর্ব্বাদল শ্যামবর্ণের সঙ্গে তপ্ত কাঞ্চন গৌরবর্ণের সুন্দর সমাবেশ!

শত্রুঘ্ন। আপনি কে? কেন আমাদের প্রশ্নের উত্তর দি'চ্ছেন না। নীরবে স্থিরদৃষ্টিতে আমাদের মুখপানে চেয়ে আছেন কেন? আপনার ভক্তিময় মুর্ত্তি দেখে—আপনাকে আত্মীয় হ'তেও পরমাত্মীয়, বন্ধু বলে বোধ হ'চ্ছে! আপনাকে আলিঙ্গন কর্‌তে হৃদয় স্বতঃই অগ্রসর হ'চ্ছে! বলুন! আপনি কে?

ভৈরব। (স্বগতঃ) কৈ? সন্দেহের ত' কোন চিহ্ন দেখ্‌তে পা'চ্ছি না! ঠাকুর লক্ষ্মণ আমাকে যাত্রাকালে রঘুনাথের অগোচরে আদেশ ক'রেছিলেন যে "বৎস, মারুতি! অযোধ্যায় গিয়ে অগ্রে ছদ্মবেশে ভরত শত্রুঘ্নের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য ক'রে দেখো যে, তা'হাদের মনে রাজ্যভোগ লালসা বিন্দুমাত্র আছে কি না? যদি দেখ তারা দু'ভাই রাজ্যসুখে সুখী হ'য়ে আছে, তা হ'লে আমাদের এসে সংবাদ দিও—আমরা আর সে অযোধ্যায় যা'ব না। ভরত শত্রুঘ্নের সুখের পথে কণ্টক হ'ব না!" কৈ? এই উদারমুর্ত্তিতে ত' কোন লালসার চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্ছি না! সমুদয় অঙ্গের লাবণ্য সৌন্দর্য্যে যেন ভক্তির পূণ্যপ্রভা বিস্ফুরিত হ'চ্ছে! (প্রকাশ্যে) যুগল দেবতা! আমি তোমাদের দেবমূর্ত্তি দেখে শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যে অবিশ্বাসের আলোচনা শুনে স্তম্ভিত হ'য়েছি!—বাকশক্তিও আমার স্তম্ভিত হ'য়েছে। তাইতে নীরবে দাঁড়িয়ে নয়নের আশাতৃপ্তি কর্‌ছি। আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত।

ভরত। শ্রীরামচন্দ্র! শ্রীরামচন্দ্র! আমার অগ্রজদেব! দয়াময়

প্রভু আমার! জীবিত আছেন? (ভৈরব শর্ম্মাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাহাত স্কন্ধে মস্তক রক্ষা)।

ভৈরব। (ভরতের মস্তকে এবং অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ)—রাম! রাম! জয়রাম সীতারাম!

শত্রুঘ্ন। (ভরতের নিকট যাইয়া) দাদা! দাদা! অবসন্ন ভাব ত্যাগ কর। অগ্রজদেব রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে আস্‌ছেন! আমাদের অস্থিরতা দূর কর্‌বার জন্য অগ্রে এঁকে দূতস্বরূপ প্রেরণ ক'রেছেন, রামনামে দেহ-মন চেতন কর।

ভরত। (ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলনপূর্ব্বক) আঃ! এত সৌভাগ্যে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে 'শেষে আবার হা-হুতাশ করতে হবেনা ত' ?

বশিষ্ঠ। (ভৈরবশর্ম্মার প্রতি) মহাশয়! আপনার নাম কি ?

ভৈরব। আমার নাম ভৈরবশর্ম্মা। অনুগ্রহ ক'রে আমাকে "তুমি, বৎস" ব'লে সম্ভাষণ করুন। "আপনি" "মহাশয়" সম্ভাষণ করবেন না! আপনি যাঁর কুলগুরুদেব—আমি তাঁর দাসানুদাস।

বশিষ্ঠ। তোমার আকৃতি দেখে বোধ হচ্ছে—তুমি ব্রাহ্মণ অথচ ব'লছ—তুমি রামচন্দ্রের দাস। আমরা তোমার কথা শুনে আশ্চর্য্য বোধ করছি। তোমার কথায় রামচন্দ্রের অকল্যাণ হ'বে ভেবে ভীত হচ্ছি। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়—তুমি যে ব্রাহ্মণ! বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বর্ণভেদ অমান্য করা উচিত নয়।

ভৈরব। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় কুমার—আর আমি ব্রাহ্মণ হ'লেও তিনি আমার পরমগুরু ইষ্টদেব প্রভু। আমি তাঁকে নরভাবে দর্শন করি না। তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমপুরুষ গোলক বিহারী শ্রীভগবান্।

(উদ্দেশ্যে প্রণাম)

ভরত। তিনি কোথায়? বলুন! তিনি কত দূরে?

ভৈরব। গতকল্য তিনি শৃঙ্গবের রাজ্যে গুহকভবনে বাস করেছিলেন। অদ্য মধ্যাহ্নে অযোধ্যায় উপস্থিত হ'বেন। আপনারা আনন্দ-সংবাদ গ্রহণ করে আমায় বিদায় দিন! আমার মুখে আপনাদের কুশল-সংবাদ শুনে তবে প্রভু অযোধ্যার উপকণ্ঠে উপস্থিত হবেন।

সুমন্ত্র। ব্রাহ্মণ! তুমি আজ এই রাম-বিরহতাপোত্তপ্ত শুষ্ক অযোধ্যা মরুভূমিতে যে আনন্দ সংবাদের বারিধারা বর্ষণ, তাতে তোমাকে যেন একজন পরমাত্মীয় বলে বোধ হ'চ্ছে। ইচ্ছা হ'চ্ছে আমরা সকলেই একযোগে তোমাকে প্রাণভরে আদর যত্ন করি। অযোধ্যার রাজভাণ্ডার মুক্ত করে মণি-রত্নরাজি দিয়ে তোমাকে সাজাই! ব্রাহ্মণ! ভাই! পরমবন্ধু! শ্রীরামচন্দ্র, জানকী, লক্ষ্মণের মধুর ইতিহাস ব্যক্ত করুণ।

জয়ন্ত। হে সহৃদয় ব্রাহ্মণ! তুমি আজ যে কি মহাবিপদ হ'তে আমাদের সকলকে রক্ষা ক'রেছ, তা' তুমি নিজে জান না। অযোধ্যার আকাশ হ'তে সূর্য্যকুল রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অস্তগমন করেছেন। একটি মাত্র ক্ষুদ্র সন্ধ্যাতারার ক্ষীণ আলোকের দিকে চেয়ে আমরা এ সুদীর্ঘ দিন যাপন করছি! আজ সহসা সেই ক্ষুদ্র তারাটি আকাশ হ'তে খসে পড়্‌ছিল। হে অযোধ্যার বন্ধু! আজ তুমি না এলে আমাদের কি দশা হ'ত, তা, ভাব্‌তে গেলে, হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!

ভৈরব। আপনারা অনুমতি দিন—আমি বিদায় গ্রহণ করি। আমার প্রতিগমনে যতই বিলম্ব হ'বে, শ্রীরামলক্ষ্মণ সীতার অযোধ্যায় আগমনে ততই বিলম্ব হবে!

ভরত। দূত! তুমি অযোধ্যায় কি দেখ্‌তে এসেছিলে?

অযোধ্যার নবভূপতি ভরতের রাজৈশ্বর্য্য বিলাসভোগের কতদূর আসক্তি—তাই দেখতে এসেছিলে ? রামরাজ্যবাসী প্রজাগণের হৃদয় হ'তে রামরাজার অভাব দূর কর্‌বার জন্য ভরত কত প্রতাপ-বিক্রম প্রকাশ করছে—তাই দেখতে এসেছ ? যাও বন্ধু ! যা' স্বচক্ষে দেখে গেলে তাই যথাযথভাবে তোমার প্রভুকে ব'ল—আরও তুমি দণ্ডমাত্র বিলম্ব ক'রে এলে যা' দেখতে পেতে—এই স্বকর্ণে শুন্‌লে। যা দেখ্‌তে পেলে—তাও বল ! যাও সুহৃদ ! আর বিলম্ব ক'র না !

শত্রুঘ্ন। (ভৈরব শর্ম্মার হস্তধারণপূর্ব্বক) হে ব্রাহ্মণ ! এ সংবাদ সত্য ত' ? বল ! আমি রাজপুরবাসী সকলকে বলিগে ! পরমানন্দে নগরসজ্জার আয়োজন করিগে ! শত শত রক্তপতাকায় অট্টালিকার চুড়াসকল সুশোভিত হবে ! প্রতি গৃহদ্বারে, তোরণে নবপল্লবশোভিত মঙ্গল-কলস স্থাপিত হবে ! প্রত্যেক রাজপথের উভয়পার্শ্বে আলোকস্তম্ভে বিচিত্র বর্ণের আলোকাধার স্থাপিত হবে। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী আজ চৌদ্দ বৎসরের মলিন-কৃষ্ণ বসন ত্যাগ ক'রে বিচিত্র বর্ণময় পট্টবসন পরিধান কর্‌বেন। (ভৈরব শর্ম্মার হস্তধারণপূর্ব্বক নিজ মস্তকে স্থাপিত করিয়া) বল—ব্রাহ্মণ আমার মাথায় হাত দিয়ে বল !

জয়ন্ত। ব্রাহ্মণ ! কনিষ্ঠ রাজকুমারের তরলতা ক্ষমা কর ! কুমার স্বভাবতঃ স্থিরবুদ্ধি, আজ অতি আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে তরলতা প্রকাশ করছেন ! অনুরোধ করি, তুমি স্নেহদৃষ্টিতে ওঁর তরলতা উপেক্ষা ক'রে প্রার্থনা পূর্ণ কর। কুমার আনন্দবিহ্বল হ'য়ে গাম্ভীর্য্যহারা হ'য়েছেন ! এ সময়ে হতাশ হ'লে আরও আত্মহারা হ'বেন।

ভৈরব। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কুমার শত্রুঘ্ন অযোধ্যা-বাসীর স্নেহের পাত্র। আমিও অল্প সময়ের দর্শনে ওঁকে স্নেহের দৃষ্টিতে না

দেখে থাক্‌তে পারিনি! (শত্রুঘ্নের মস্তকে হস্ত রাখিয়া) কুমার! সত্যই তাঁরা অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর্‌ছেন! আপনারা—

শত্রুঘ্ন। না, না, 'আপনার' ব'ল না—তোমার' বল। তোমার মুখে আজ "তোমার" সম্ভাষণ বড় মধুর শুন্‌ব! বল বন্ধু! "তোমার" বল!

ভৈরব। কুমার! তোমার মস্তকে হস্ত রেখে সত্য কথা বলছি যে, শ্রীরামচন্দ্র সীতা লক্ষ্মণের সঙ্গে অদ্যই অযোধ্যার রাজভবনে প্রত্যাগমন কর্‌বেন! কুমার! তবে এখন আসি!

শত্রুঘ্ন। এস বন্ধু! তোমায় একবার আলিঙ্গন করি! আজ চৌদ্দ বৎসরের উত্তপ্ত বুকখানা একটু শীতল ক'রে নিই। (ভৈরবকে আলিঙ্গন)

ভৈরব। আমারও আজ সুপ্রভাত! শত জন্মের পাপময় দেহ আজ পূত-পবিত্র হ'ল! (সকলের প্রতি) আমি সকলেরই নিকটে বিদায় গ্রহণ কর্‌ছি। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

বশিষ্ঠ। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক! স্বস্তি! স্বস্তি!

[ভৈরবের প্রস্থান।

শত্রুঘ্ন। আমিও আমার কর্ত্তব্যকার্য্যে চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। এস মধ্যমকুমার! অন্তঃপুরবাসিনীগণকে এ আনন্দ সংবাদ জ্ঞাপন করিগে।

[সকলেব প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শৃঙ্গবের রাজধানী—গুহকের রাজভবন

গুহক-পুত্র রতন এবং অন্যান্য চণ্ডালবালকগণের প্রবেশ।

১ম বালক। দাদা রতন! কৈ? রাজার সাঙ্গ্যাত ভাই ত' আসল না। তাদের দেখ্‌বার তরে জান্ পরাণ যেন ক্ষেপে উঠ্‌ছে! হাঁ দাদা! তারা কি দেওতা? তাদের চেহারা কেমন? মানুষের মত? হামাদের রাজার মত? তারা ক' জন? বল্‌না দাদা—শুনি!

রতন। শোন্ ভাই! শুন্‌লে তোদের জান্ ফেটে যাবে! হামি বাপের কাছ্‌কে শুনেছি! হামার বাপের আসল স্যাঙ্গাত্ যে, ওত রাজা—ওয্‌ধার রাজা। সাথে ওর জানানা আছে—সেত' ওর রাণী! তার বড় চমকদার চেহারা—লছ্‌মীজীর মত! আর আছে রাজার ছোট ভাই।

১ম বালক। হাঁ ভাই! রাজা-রাণী, রাজার ভাই, রাজতক্ত ছেড়ে দেশে দেশে, দোস্‌রা মুলুকে ঘুরে বেড়ায় কেন?

রতন। ভাই! সে বড় দুঃখুর কথা, শোন না,—এই রাজার বাপের বহুত রাণী। পাটরাণীর বেটা ত' এই রাজা—এর নাম রামচন্দর! দোস্‌রা আর এক্ রাণী বুড়া রাজার সঙ্গে সলা ক'রে এদের সবকে বনে পাঠিয়ে দিছিলো। ভাই! সে বড় বদ-মতলবের সলা! বাপের হুকুম মান্‌লে ধরম্ হবে ব'লে রামচন্দর চোদ্দ বরষ বনে জঙ্গলে কাটিয়ে এল! কত দুঃখ—কত হরকত্ পেলে, একটা দুষমন রাক্ষস এসে রাণীজীকে চোরী ক'রে নিয়ে গেল, তার সাথে কত লড়াই হ'ল, সে দুষমনের সব কৈকে রাম রাজা মেরে কেটে ছারখার ক'রে দিয়ে,

রাণীজীকে নিয়ে এল। এখন চোদ্দ বরষ ফুরাল ব'লে ফিন্ দেশ্‌কে নেউটে আস্‌ছে। হামার বাপের সঙ্গে খুব দোস্তী আছে। আজ হামাদের ঘরে থাকবে। কাল সকালে ঘর্‌কে সেই অযধায় চ'লে যাবে।

১ম বালক। ভাই রতন! এযে বড় তাজ্জব কথা! চণ্ডালের ঘর্‌কে রাজা আস্‌বে? হামাদের হেতা রাত্‌ভোর থাক্‌বে? খাওয়া-দাওয়া কর্‌বে?

রতন। একটু সবুর কর্‌না। এখুনি দেখ্‌তে পাবি! দেখিস্ তাদের কেমন খপ্‌সুরত চেহারা! যেন দেওতা ঠাকুরের মত। মেজাজ বি বড় ঠাণ্ডা! হামার বাপের সাথে কোলাকুলি করে।

রক্তবর্ণ পতাকা হস্তে চণ্ডালরাজ গুহক এবং জলের ঝারী, বরণডালা, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্যাদি লইয়া সঙ্গিনীগণের সহিত চণ্ডালরাণী চন্দ্রার প্রবেশ।

গুহক। (রতনের প্রতি) বাপ্ রতন! এই যে তোর সাথীরা সব এসেছে! নে—ধর, এই সব লাল নিশান সকলে এক একটা নে—ধর্॥ (সকলকে এক একটা নিশান-দান) বাবাসকল! আজ প্রাণভ'রে আনন্দ কর! আজ চৌদ্দবৎসর হাসিমুখে কথা কইতে পারিনি বাবা! আজ সকল দুঃখ দূর করব! সকলে তোমরা প্রস্তুত হও। আমি দেখে এলাম—রামচন্দ্র, সীতাদেবী, লক্ষ্মণ আমার নৌকায় উঠেছেন! নৌকা এতক্ষণ গঙ্গার এপারে আমাদের ঘাটে এসে লাগ্‌ল। রতন! তোমার সাথীদের সঙ্গে ক'রে এই নিশান হাতে ক'রে, রামনাম গেয়ে—নাচ্‌তে নাচ্‌তে, তাঁদের সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এস যাও! আর বিলম্ব ক'র না—নৌকা এতক্ষণ ঘাটে এসে লেগেছে!

চণ্ডাল বালকগণ— গীত।

নব দুর্ব্বাদল শ্যাম, শ্রীরাম গুণধাম, চল দেখ্‌ব নয়নে
এস ভাই, চল যাই গঙ্গাপুলিনে॥
তিনি ভক্ত প্রাণধন, তাঁর যুগল চরণ, ভবে দুর্ল্লভ রতন,
প্রাণ দিয়ে বিকাইয়ে, রাখ্‌ব যতনে॥
বামে জনকনন্দিনী, যিনি জগতবন্দিনী, রূপে রমারূপিণী,
বন ফুলে সাজাইব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥

[রক্তপতাকা হস্তে বালকগণের প্রস্থান।

গুহক। চন্দ্রারে! আজ আমাদের চণ্ডাল-ভাগ্যে দেবসম্পদ লাভ হবে। আজ আমাদের কুটীরে রামসীতা লক্ষ্মণের পদধূলি পড়্‌বে! সাবধান চন্দ্রা! যেন আত্মহারা হ'য়ে তাঁদের সম্ভ্রম নষ্ট ক'র না। তাঁদের রুচি দেখে সেই অনুসারে সেবা-চর্চ্চা কর্‌বে। যেন সহসা চণ্ডালত্বের পরিচয় দিও না।

চন্দ্রা। তবে কি তাঁদের কাছে যাবো না। তুমি রামলক্ষ্মণের সেবা কর্‌বে—আর আমি মা-লক্ষ্মী সীতাদেবীর সেবা কর্‌ব! কিন্তু রাজা! যখন আমি ভাবি যে এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ কার্ত্তিককে কোন্ প্রাণে মা-বাপে বনে পাঠিয়েছে—তখন কেঁদে আকুল হই! মনে ভাবি যে, আমাদের চণ্ডালের ঘরে হ'লেও আমরা এমন ক'রে পাষাণে বুক বাঁধ্‌তে পারিনে। হায়! হায়! ভাল জেতের ঘরে—রাজা-রাজড়ার ঘরে এই যে কাণ্ডটা ঘ'টেছে, এতে ত' দেশের লোকে কেহ কোন কথা বল্‌তে সাহস করে না। আমাদের ঘরে হ'লে এখনি লোকে বল্‌ত, এটা নেহাত চণ্ডালের কাজ!

গুহক। চন্দ্রা! বামুন ক্ষত্রিয়ের ঘরই বল—আর রাজা-রাজড়ার ঘরই বল—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে, আর ইহজন্মের শিক্ষার গুণে মানুষের

প্রবৃত্তি, স্বভাব ভালমন্দ হয়। আমার রামামিতের বনবাসের ঘটনার আগাগোড়া ত' শুনেছ ? ভরতের মা কৈকেয়ী রাণীর স্বভাব বড় সরল ছিল। আমার মিতে রামচন্দ্রকে ভরতের চেয়েও ভালবাস্তেন! তাঁর মনে কুবুদ্ধির বিষ ঢেলে দিয়েছিল সেই পোড়ারমুখী মন্থরা বেটি! অমন ঘরে—অমন সংসর্গে থেকেও বেটী চণ্ডালেরও অধম!

চন্দ্রা। ঐ কাজ আমরা করলে লোকে বল্‌ত চণ্ডালের কাজ। যাক্ ওকথা—এখন যাক্। এস আমরা আনন্দ করি। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ দয়াল-ঠাকুর ছ' ভাই আর দয়াময়ী ঠাকুররাণী আমাদের ঘরে আসছেন, তাঁদের নিজের ঘরে আগে না গিয়ে এ দুঃখী চণ্ডালের ঘরে আগে আসছেন! এস আমরা আনন্দ করি! রাজা! বড় আনন্দে আমার বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠছে! তুমি দাঁড়িয়ে শোন—আমরা মঙ্গল গান করি! (সঙ্গিনীগণের প্রতি) তোরা সব আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে নেচে নেচে গান কর্!

[গুহক ও চন্দ্রা অদূরে দণ্ডায়মান]

চণ্ডালরমণীগণ—　　নৃত্যগীত।

আয়রে আজ আনন্দে মাতি
ঘরে ঘরে জ্বালাব ভাই মঙ্গলবাতি॥
মাথায় লয়ে বরণডালা, তাতে বনফুলের মালা
কর সবে কুলবালা মঙ্গল আরতি॥
তুলিয়ে পঞ্চম তান, গা ওরে মঙ্গল গান,
আজ চরণে তাঁর পাবে স্থান অধম জাতি॥

শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের পশ্চাতে রক্তপতাকা হস্তে প্রথমোক্ত গীতের শেষ অন্তরা গাহিতে গাহিতে চণ্ডালবালকগণের প্রবেশ। শ্রীরাম, সীতা, ও লক্ষ্মণকে বেষ্টনপূর্ব্বক চন্দ্রার সঙ্গিনীগণ দ্বিতীয়োক্ত গীতের শেষ অন্তরা গাহিতে গাহিতে সীতাকে বরণ, শঙ্খ, কাঁসর বাদন এবং তিনজনকে প্রদান।

গুহক। রামামিতে! ভাই লক্ষ্মণ! মা বৈদেহী! এস! এস! আজ আমার শতজন্মের সুপ্রভাত! আজ আমার চণ্ডাল-ভবন পবিত্র হ'ল! তোদের কোথায় রাখ্‌ব? কোথায় বসাব? আয় রে! আমার বুকের মাণিক বুকে আয়!

(রামকে এবং তৎপরে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন)।

রাম। মিতে। ভাল আছ ত'? তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন সকলে ভাল আছে ত'?

গুহক। হাঁ মিতে! সকলেই আমার ভাল আছে! আজ ঠাকুর তুমি যেখানে এসেছ, সেখানে কি কোন অমঙ্গলের চিহ্ন থাকৃতে পারে?

লক্ষ্মণ। (গুহকে আলিঙ্গন করিয়া) বন্ধু দাদা! আমি কি তোমার কেউ নই? আমার সঙ্গে কথা কইছ না কেন?

গুহক। ভাই লক্ষ্মণ! আমি চৌদ্দবৎসরের ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর শ্রান্ত পথিক! আজ আমার সম্মুখে তিনখানি পরিপূর্ণ সোনার থাল! একখানি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্নে পরিপূর্ণ—আর একখানি ক্ষীর, ননী, ছানা-মিশ্রিত মিষ্টান্নে পরিপূর্ণ—আর একখানি নানারূপ সুমিষ্ট মধুর রস সুপক্ক ফলে পরিপূর্ণ! আমি কোন্‌খানি আগে আহার কর্‌ব বল দেখি ভাই! আমার যে রাক্ষসী ক্ষুধা—বিকারের পিপাসা! আমার কি বিচার কর্‌বার শক্তি আছে!

সীতা। গুহক! তোমার পুত্র কোন্‌টি?

গুহক। রতন!

রতন। বাবা!

গুহক। (সীতাকে দেখাইয়া) বাবা! এই ত্রিলোক লক্ষ্মী মা সীতাকে আমার প্রণাম কর! চরণস্পর্শ ক'রে পদধূলি নিও না!

রতন। (সীতাকে প্রণাম)।

সীতা। (রতনের হস্তধারণপূর্ব্বক) এস বাবা! তোমার বাবার কথা শুন্‌না আমায় স্পর্শ কর্‌তে কোন দোষ নাই। এস বাছা! কাছে এস! (নিকটে আসিয়া) তোমার নাম কি বাবা?

রতন। (অধোমুখে) আমার নাম রতন! তুমি আমায় ছুঁলে কেন? তুমি যে রাজরাণী। আমি চণ্ডালের ছেলে! তোমার যে জাত্‌ যাবে!

সীতা। তা যাবে না। জাত গেলে তোমাদের ঘরে এসে থাক্‌ব— কেমন? আমায় ঠাঁই দেবে ত'?

রতন। হুঁ!

সীতা। তোমাদের ঘরে এলে তুমি আমায় কি ব'লে ডাক্‌বে?

রতন। মা লক্ষ্মী বল্‌ব!

লক্ষ্মণ। রতন! উনি যে আমার মা! আমার মাকে ত' আমি তোমায় মা বল্‌তে দোব না!

রতন। কেন ছোট রাজা! তায় দোষ কি?

লক্ষ্মণ। একজনকে কতজনে মা ব'লে ডাক্‌বে? আমি ডাক্‌ব— তুমি ডাক্‌বে—অযোধ্যায় আর দু'জন আছেন, তাঁরা ডাক্‌বেন—যে দেখ্‌বে সেই ডাক্‌বে। তা হ'লে যে মায়ের ভালবাসা ফুরিয়ে যাবে আমার জন্য কিছুই থাক্‌বে না।

রতন। হুঁ! ফুরিয়ে যায় বৈকি! আমাদের ঐ গঙ্গার ঘাট

থেকে কত হাজার হাজার লোকে জল নিয়ে যাচ্ছে—তাতে কি গঙ্গার জল ফুরিয়ে যায় ?

রাম। (রতনের হস্তধারণ করিয়া) দুষ্টু ছেলে! তুমি মুহূর্তের দেখায় সীতাকে মাতৃস্নেহে ভুলিয়েছ! তুমি ত' ভয়ানক ধড়ীবাজ ছেলে!

রতন। আর যে আমার বাবাকে ভুলিয়ে জন্মের মত পাগল ক'রেছে—সে বুঝি ধড়ীবাজ নয় ? হুঁ।

চন্দ্রা। মা সীতে। আজ তুমি আমার ছেলের মা হ'লে—দেখবে আমার কেমন পয়মন্ত ছেলে! অতি শিগগির তোমার কোলে দেবতার মত চেহারা ছেলে পাবে।

সীতা। চন্দ্রা! দেবতার মত ছেলে আমি চাই না।

চন্দ্রা। কেন ?

সীতা। তাহ'লে স্বার্থপর হ'ব। পরের ছেলেকে ভালবাসতে পারব না!

রাম। রতন! তোমার মা-বাপ সীতাকে মা ব'লে সম্ভাষণ করছেন আবার তুমিও মা বলছ! এতে সম্বন্ধের গোলযোগ হয়—ভাল শুনায় না!

রতন। কেন ভাল শুনাবে না ? মা দুর্গাকে ত' সবাই মা বলে। বাপে ছেলেয় একসঙ্গে মা বলছে! ভাল শুনাবে না কেন ?

গুহক। চন্দ্রা! এরা অনেক পথ চ'লে এসেছেন। অতিশয় শ্রান্ত দুর্ব্বল হ'য়েছেন। চল, এঁদের ল'য়ে পুরীমধ্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিগে।

রাম। মিতে! সুদূর প্রবাসের সুদীর্ঘ বিরহের পরে আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসামাখা মুখদর্শনে যে বিমল আনন্দ পাওয়া যায়,

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করে শতদাসদাসীর পদসেবায় সে আনন্দ পাওয়া যায় না।

রাম-সীতার উপবেশন। লক্ষ্মণের রাম-সীতার পাদমূলে উপবেশন।

গুহক। ভাই লক্ষ্মণ! আমার গৃহে এসে কি ভূমিতে উপবেশন ভাল দেখায়? তুমি ভ্রাতৃপূজা ভালবাস, কিন্তু আমি কি ব'লে মনকে বুঝাব?

লক্ষ্মণ। মনে কর, আমি তোমার ছোট ভাইটি!

গুহক। আহা! এমন না হ'লে কি বনের পশুও বশীভূত হয়! আমি চণ্ডাল হ'লেও মানুষ। ব'স ভাই যেখানে ইচ্ছা ব'স! (স্বগতঃ) যিনি অনন্তদেব মূর্ত্তিতে ভূভার ধারণ করেন, তিনি ভূমিতে ব'সে দেখ্‌ছেন, ভূভারধারীর ভার ভূ-ধারণ কর্‌তে পারে কি না?

লক্ষ্মণ। বন্ধু দাদা! কি ভাবছ?

গুহক। ভাব্‌ছি যে গোলকধাম আর চণ্ডালধামের এই যে মহাদূরত্ব, এ দূরত্ব দূর কর্‌লে কে? তোমরা? না বিধাতা?

রাম। (সহাস্যে) আমরাও নই—বিধাতাও নয়। সে দূরত্ব দূর ক'রেছ তুমি। যা একটু অবশিষ্ট ছিল, তা আজ দূর ক'রেছে তোমার পুত্র রতন।

গুহক। মিতে! এই দীর্ঘ চৌদ্দবৎসরের মধ্যে আমার কথা মনে হ'ত কি?

লক্ষ্মণ। (সহাস্যে) না দাদা! তোমার কথা মনে হ'ত না। তোমাকেই মনে হ'ত!

রাম। মিতে! যখনই সুগ্রীব আর বিভীষণকে মিতা ব'লে সম্ভাষণ করতাম—তখনই শুধু তোমারই কথা মনে হ'ত!

গুহক। সুগ্রীব কে? বিভীষণ কে?

রাম। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানররাজ—আর লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণের নাম শুনেছ ত'?

গুহক। হাঁ শুনেছি! ত্রিভুবনে তার মত বীর নাই!

রাম। রাবণ সীতাকে হরণ ক'রেছিল। সেইজন্য তাকে সবংশে ধ্বংস ক'রে সীতাকে উদ্ধার করি। সেই মহাপাপী রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ পরম ধার্ম্মিক—আমার একজন প্রধান ভক্ত।

গুহক। আহা! মিতে! তোমার মিত্রভাগ্য বড় ভাল! একটি রাক্ষস—একটি বানর—আর একটি চণ্ডাল!

চন্দ্রা। রাজা! তোমার মিতেকে রাক্ষস, বানর, চণ্ডালে যত ভালবাস্‌বে—বামুন ক্ষেত্রীরা কি তত ভালবাস্‌বে? কাঙ্গাল গরীবেরা ধনরত্ন পেলে যেমন যত্ন ক'রে বুকে লুকিয়ে রাখে—রাজরাজড়া, বড়লোকেরা কি তত যত্ন করে? ভালবাসা জিনিষটা টাকাকড়ির ঝন্‌ঝনানিতে বড়লোকের ঘরে তিষ্ঠতে পারেনা ব'লে কাঙ্গাল-গরীবের ঘরে এসে নিশ্চিন্তে লুকিয়ে থাকে।

রতন। (চন্দ্রার প্রতি) মা! এই মা-লক্ষ্মীকে কি সত্যি সত্যি রাক্ষসে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল?

সীতা। চুরি করার ফলও তারা পেয়েছে বাবা,—সবংশে ধ্বংস হ'য়েছে। এস আমার কাছে এস! (নিকটে আনিয়া রতনের অশ্রু মুছাইয়া দেওন)। রতন! তুমি আমার কাছে আসতে অমন লজ্জা পাও কেন?

রতন। তুমি যে মা—মা-লক্ষ্মী! আমি যে চণ্ডালপুত্র! তুমি আমাকে ছুঁয়েছ—সেই আনন্দে আমার কান্না পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এত দয়া যাঁর, তাঁকে লোকে বনে পাঠিয়েছিল কেন? (অশ্রু মার্জ্জন)।

সীতা। পাগল ছেলে! তুমি কাঁদ্‌ছ? ছি!

(স্বীয় অঞ্চলে রতনের অশ্রুমার্জ্জন)

রাম। জানকি! রতনের পুরস্কার তুমি এখনও দাও নাই ব'লে রতন ক্ষোভে দুঃখে কাঁদছে!

সীতা। (সহাস্যে) রতন! তোমার কান্না দেখ্‌লে—চন্দ্রা মায়ের কান্না পায় তা জানত'? ঐ শুন্‌লে ত'? তোমায় এখনও ভালবাস্‌তে পারি নাই ব'লে আর্য্যপুত্র আমায় তিরস্কার কর্‌ছেন! এস বাবা! আমার কোলে এস!

(রতনকে ক্রোড়ে ধারণ)

লক্ষ্মণ। (বাহু তুলিয়া) জয় জনকনন্দিনী জানকীর জয়!

সকলে। জয় জনকনন্দিনী জানকীর জয়!

লক্ষ্মণ। (সীতার প্রতি করযোড়ে) মা জগজ্জননি! এ লীলা তোমারই সাজে! তোমার এই গণেশ-জননী মূর্ত্তিকে আমার শত শত প্রণাম। (সীতাকে প্রণাম)।

সীতা। দেবর! কেন তুমি অত বাড়িয়ে ব'লছ? আমি এমন কি গুরুতর কর্ম্ম ক'রেছি। তোমার অগ্রজদেব যাঁকে আলিঙ্গন ক'রে জগতে চণ্ডাল-সখা নামে পূজিত হ'য়েছেন—আমি তার পুত্রকে কোলে ক'রেছি। এ দেবর! আমাকে দিওনা এ গৌরব—প্রথম পথপ্রদর্শক যিনি—তাঁকে দাও। এ গৌরব তাঁরই প্রাপ্য।

লক্ষ্মণ। হে বিশ্ববাসী জনগণ! মা জানকীর এই গণেশজননী মূর্ত্তি-দর্শন কর! হে নিষ্ঠাচারী উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণগণ! আপনারা শূদ্রের ছায়াস্পর্শ ক'রেও প্রায়শ্চিত্ত করেন—ঐ মা জানকীর এই গণেশ জননী মূর্ত্তি দর্শন করুন! দর্শন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করুন! শিক্ষা করুন যে, যে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাদেবী ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে—মহাদেবের শিরোভাগে বাস

করেন—তিনিও ধরায় এসে অসংখ্য গলিত শবদেহ দুর্গন্ধময় নরবিষ্ঠারাশি হেলায় বহন করেন ! একেই বলে মহতের মহত্ত্ব—দেবতার দেবত্ব !

সীতা। (চিবুক ধরিয়া) রতন ! অধোমুখে নীরবে কেন ?

রতন। মা ! আমি আনন্দের ঘোরে আপনা হারা হ'য়ে গেছি ! আর কেন ? কত পথ চ'লে এসে কত কষ্ট হ'য়েছে ! এখন আমাদের ঘরে চল মা ? তোমরা বিশ্রাম কর্‌বে—আমি পদসেবা কর্‌ব।

গুহক। রতন। আজ এই দেব-অতিথি সেবার ভার তোমাকেই দিলাম। আমা অপেক্ষা সহজে এ কার্য্য তুমি সম্পন্ন কর্‌বে—কেননা, আমি এত দীর্ঘকালে যা না পেরেছি—তুমি আজ একদণ্ডে তাই পেরেছ। ধন্য পুত্র। যাও বাবা !—এদের ল'য়ে পুরীমধ্যে যাও !

রতন। (১ম বালকের হস্তধারণপূর্ব্বক) মন্নু। সবাই মিলি যা' ত' ভাই ! সোই খেল্‌মা পাহাড়ের পশ্চিমতলায় ঘাট্‌ ওয়ালার বিলে হবেক রকম বহুত পদম্‌ ফুল ফুটে আছে। দু'চার ঝাঁকা নিয়ে আস্‌বি। উধাও চলা' যা। ঝট্‌সে পাল্‌টে আস্‌বি। কিনারা কিনারায় নাম্‌বি ! যা, ভাই !

বালকগণ ! আবা—আবা—হো। হো

(দ্রুতবেগে প্রস্থান

(আবাহনী মুদ্রাবদ্ধ হস্তে রামসীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গীত)

রতন— গীত।

এস এস দীনধামে, সাজাইব ফুলদামে, দীননাথ বামে দীন জননী। মা—
পূজিব রাজীব পদ, গাব পরে পরপদ, ফুলে সাজাইব দিন যামিনী। মা—

দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত পদ মমধামে বিরাজিত,
এত পুণ্য মমভাগ্যে, আগে বল কে জানিত,
কাঙ্গাল সুতের ঘরে, এসেছ আনন্দ ভরে, রঘুনাথ বামে ধরানন্দিনী ॥ মা—
বিশ্বপ্রসবিনী মাতা তুমি জগতজননী,
বিশ্বজনকের বামে ব'সেছ লীলারূপিণী,
আমায় করিয়ে কোলে, স্নেহলীলা প্রকাশিলে, অধম তারিয়ে তুমি তারিণী ॥ মা—

[রামসীতার হস্তধারণপূর্ব্বক বর্তনের গমন। এবং অন্যান্য সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যার রাজসভা

দ্রুতপদে শত্রুঘ্নের প্রবেশ

শত্রুঘ্ন। (স্বগতঃ) সেনাপতি জয়ন্ত কোথায়? এক প্রহরের মধ্যে প্রায় চারিক্রোশ রাজপথ সাজিয়ে এলাম—এখন একটা রাজপথ সাজান হ'ল না। এই যে তিনিই আস্‌ছেন! (অদূরে জয়ন্তকে দেখিয়া) মানুষের বয়স অধিক হ'লে, তার কোন কার্য্যে স্ফুর্ত্তি থাকে না।

জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। কা'র গতি দেখ্‌লে, কুমার! কা'র কার্য্যে স্ফুর্ত্তি নাই? কুমার!

শত্রুঘ্ন। (অন্যদিকে চাহিয়া) আর কার? আমাদের সেই—সেনাপতি জয়ন্ত! যুদ্ধক্ষেত্র নৈলে ত' অন্যকার্য্যে তাঁর হাত পা' নড়ে না। (জয়ন্তের প্রতি) কে? সেনাপতি মহাশয়! আপনি এসেছেন?

জয়ন্ত। আমি? যুদ্ধ বই অন্য কার্য্যে আমার স্ফুর্ত্তি নাই?

আমার অপেক্ষা আমাদের সিংহ যুবা কি অধিক কার্য্য ক'রে এলেন? আমি এই ছয়ক্রোশ রাজপথ-সজ্জিত ক'রে এলাম। বীরসিংহ কয়ক্রোশ সজ্জিত ক'রেছেন?

শত্রুঘ্ন। আমি চারিক্রোশ শেষ করেছি। আপনি ছয়ক্রোশ কোথায় পেলেন?

জয়ন্ত। কেন? সরযূর তীর হ'তে দক্ষিণ কোশলের সীমা—আর সেখান হ'তে নন্দিগ্রাম পর্য্যন্ত এ দুইটি পথের পরিমাণ কত?

শত্রুঘ্ন। তা' প্রায় তিন ক্রোশের অধিক!

জয়ন্ত। তিন ক্রোশ? সরযূতীর হ'তে দক্ষিণ কোশলসীমা কতদূর?

শত্রুঘ্ন। দু' ক্রোশ!

জয়ন্ত। সেখান হ'তে নন্দিগ্রাম?

শত্রুঘ্ন। চারি ক্রোশ।

জয়ন্ত! চারিক্রোশ আর দুই ক্রোশ ছয়ক্রোশ? না তিনক্রোশ? আবশ্যক হ'লেই এমনি হয় না কি? ভাল—ভাল!

শত্রুঘ্ন। সেনাপতি মহাশয়! আমাদের ত' মণ্ডপ সাজান হ'ল। এখন আমাদের সেই দেবদেবী কোথায়? তাঁরা কত দূরে? দূতেরা কেউ ফিরেছেন কি?

জয়ন্ত। তাঁরা সরযুর অপরপারে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক সৈন্য-সামন্ত! নৌকায় পার হ'তে একটু বিলম্ব হ'বে বোধ হয়।

শত্রুঘ্ন। আমার মন ত' চঞ্চল হ'চ্ছে। আর ত' স্থির হ'তে পারৃছি না! এতক্ষণ নগর-সাজান কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম—মন স্থির ছিল এখন কি করি! সেনাপতি মহাশয়! আপনি রাজসভায় উপস্থিত থাকুন। সভাসজ্জার কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় ত' করুন! আমি

—মানমন্দিরের চূড়ায় উঠে একবার দেখে আসি—তাঁরা কত দূরে। আমার ফিরে আসবার পূর্ব্বে যদি তাঁরা আসেন, আমাকে সংবাদ দেবেন। ভুলবেন না যেন। আমি যাই।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। (স্বগত) মরি। মরি। কি অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেম। এই ভ্রাতৃপ্রেম বড় দুর্লভ বস্তু। রাম-লক্ষ্মণ, ভরত-শত্রুঘ্নের এই ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত মানব-সমাজে চিরকালই অতুলনীয় হয়ে থাকবে।

বাম পাদুকা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ভরতের প্রবেশ এবং সিংহাসনোপরি রক্ষা করিয়া ছত্রধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান। জয়ন্তের চামরধারণপূর্ব্বক ব্যজন।

ভরত। সেনাপতি সরযূপারে নৌকা প্রস্তুত আছে ত'? তাঁদের কোন অসুবিধা হবে না ত'?

জয়ন্ত না কুমার। কোন অসুবিধা হবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নৌকা প্রস্তুত আছে। কোলাহল ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হ'চ্ছে, বোধ হ'চ্ছে এইবার সকলেই এপারে এসেছেন। বাদ্যভাণ্ড-ধ্বনি ক্রমশঃ নিকটে শোনা যাচ্ছে।

ভরত। বোধ হ'চ্ছে প্রথম তোরণদ্বারে এসেছেন। জয়ন্ত! আমার বুকের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হ'য়ে তোলপাড় করছে। আমি কি ব'লে তাকে সম্ভাষণ করব। প্রথম দর্শনের সেই আনন্দবেগ হৃদয়ে ধারণ করতে পারব ত'। ওঃ। চতুর্দ্দশ বৎসরের অদর্শন। কি কঠোর নিষ্ঠুর পাষাণ প্রাণ মায়ের আমার। জয়ন্ত! যাও অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে তাঁদের সকলকে আহ্বান করগে। আমি পাদুকা রেখে একাকী যেতে পারছি না—প্রাণ ছটফট করছে—তুমি যাও!

জয়ন্ত। যে আজ্ঞা!

[প্রস্থান।

ভরত। (স্বগতঃ) দয়াময় ভগবন্! দেখো! আজ যেন আবার কোন অনর্থপাত না হয়! আমার মাতার একদিনের ভ্রমে, আজ চতুর্দ্দশ বৎসর কেঁদে কেঁদে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ কর্‌ছি!

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

সর্ব্বাগ্রে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে বারিবর্ষণ করিতে করিতে শত্রুঘ্নের প্রবেশ। পরে রক্তবর্ণ পতাকা হস্তে সুসজ্জিত নাগরিক বালকগণের প্রবেশ। তৎপশ্চাৎ বশিষ্ঠকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রামলক্ষ্মণ-সীতার প্রবেশ। সর্ব্বশেষে শঙ্খঘণ্টা ও কাঁসর বাদ্য করিতে করিতে সুমন্ত্র ও নাগরিকগণের প্রবেশ।

সকলে। জয় রাম সীতারাম! জয় রাম সীতারাম!

রাম। (বাহু প্রসারিত করিয়া) ভরত! ভাইরে! হৃদয়ের ধন—হৃদয়ে এস!

ভরত। অগ্রজদেব! দাদা আমার!

(রামের স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া নীরবে রোদন)

রাম। (ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া) ভ্রাতৃপ্রেমের নিষ্কাম ভক্তি-যোগী ভাই আমার! আজ এই চতুর্দ্দশ বৎসর সেই ব্রহ্মচারী বেশে—যে বেশে চিত্রকূট পর্ব্বতে আমার নিকটে বিদায় গ্রহণ ক'রে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলে—সেই বেশে আমাদের মত বনবাসী তাপসবেশে দিনযাপন ক'রেছ! ধন্য! ভ্রাতৃভক্তি তোমার! এতদিন দূতমুখে শুনে আশ্চর্য্য বোধ কর্‌তাম। আজ প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রে বিশ্বাস হ'লো যে গৃহস্থের মধ্যেও যোগী আছে। মানবের মধ্যেও দেবতা আছে! ভাই! একবার দাদা ব'লে ডাক—আজ আমার চতুর্দ্দশ বৎসরের আশা পূর্ণ হ'ক!

ভরত। (মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে রামের আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া) দাদা! আমি আজ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হ'য়েছি।

(রামসীতাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন।)

লক্ষ্মণ। (ভরতকে প্রণাম করিয়া) দাদা। আজ তোমার মুর্ত্তি দেখে আমার রামভক্তির দর্প চূর্ণ হ'ল!

ভরত। (লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া) স্নেহের ভাই লক্ষ্মণ! রামভক্ত মহাপুরুষ তুমি। তুমি যে দেবদেবীর প্রত্যক্ষ পূজা ক'রে চতুর্দ্দশ বৎসর ধন্য হ'য়েছ—আমি তাঁদের ধ্যান ক'রেছি মাত্র। ভাই! প্রত্যক্ষ পূজা, নিত্যসেবা আর ধ্যানধারণায় স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ!

রাম। (সিংহাসনে দৃষ্টি করিয়া) একি? ভরত! রাজসিংহাসনে পাদুকা কেন?

ভরত। অগ্রজদেব! তোমার চরণের ঐ পাদুকা-যুগল সেই বিদায়ের দিনে চিত্রকুট পর্ব্বত হ'তে মাথায় বহন ক'রে ল'য়ে এসে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছি। ওঁরাই আজ চতুর্দ্দশ বৎসর অযোধ্যার রাজারাণী। ওঁরাই আমার নিত্যপূজার দেবদেবী।

রাম। তুমি কোন্ আসনে ব'সে রাজকার্য্য সম্পন্ন করতে?

ভরত। সিংহাসনের সম্মুখে ভূমিতলে উপবেশন ক'রে—পাদুকাতলে মস্তক রেখে রামরাজ্য পালন করতাম।

বশিষ্ঠ। বৎস রাম! ভরতের ভ্রাতৃভক্তি যেন অলৌকিক উপন্যাসের কথা! এই অযোধ্যারাজ্যের কোন প্রজা, কোন রাজভৃত্য, রাজকর্ম্মচারী, ভরতকে 'মহারাজ' ব'লে সম্ভাষণ করতে সাহসী হয় নাই। কঠিন আজ্ঞা প্রচারিত ছিল যে, ভরতকে কেহ 'মহারাজ' ব'লে সম্ভাষণ করলে সে, রাজদ্রোহী ব'লে গণ্য হবে। মহারাজ ব'ললে শ্রীরামচন্দ্রকে বুঝাবে।

রাম। কি নিঃস্বার্থ—কি নিষ্কাম ভ্রাতৃভক্তি!

বশিষ্ঠ। বৎস রামচন্দ্র! মা-লক্ষ্মী জানকীদেবী রাজসভায় দাঁড়িয়ে নীরবে কষ্টভোগ কর্‌ছেন। অনুমতি কর—মাকে অন্তঃপুরে ল'য়ে যাই!

রাম। আমার অনুমতির অপেক্ষা কেন? দেব! আর ত' জানকী আমার অধীনা ন'ন। এখন তিনি আপনাদের অধীনা!

সুমিত্রার হস্তধারণপূর্ব্বক রুগ্না কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। কৈ? আমার রামচন্দ্র কৈ? আমার দু'টি নয়নমণি রামলক্ষ্মণ কৈ? আর আমার সেই রাজলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী, ভগবতী-প্রতিমা যাকে বোধনের দিনে বিসর্জ্জন ক'রেছিলাম—সেই প্রতিমা আমার কৈ?

রাম। (কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া) এই যে মা—আমি তোমার রামচন্দ্র!

লক্ষ্মণ। (কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া) এইযে মা—আমি তোমার লক্ষ্মণ!

সীতা। (নীরবে কৌশল্যাকে প্রণামপূর্ব্বক একান্তে অবস্থান)।

কৌশল্যা। (রামলক্ষ্মণের মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া) বাবা! তোরা এতকাল কোথায় ছিলি। প্রথমে শুনেছিলাম—চোদ্দ বৎসর বনে থাক্‌বি? আজ শত বৎসরেও কি সে চৌদ্দ বৎসর শেষ হয়নি! আমি যে তোদের শত বৎসর দেখিনি!

লক্ষ্মণ। বড়মা! তুমি কষ্ট ক'রে রাজসভায় কেন এলে? আমরা ত' অন্তঃপুরে এখনি যাচ্ছিলাম!

কৌশল্যা। কৈ? আমার প্রাণাধিক রাম লক্ষ্মণ! সেই ভালবাসা-মাখা মধুর কণ্ঠস্বর! এমন কোমল মধুর স্বর আর কারও কণ্ঠে শুনি

না। (লক্ষ্মণের মুখ তুলিয়া ধরিয়া) বাবা! তোদের চোদ্দবৎসর কতকাল ?

লক্ষ্মণ। বড়মা! আজ সেই চোদ্দবৎসরের শেষদিনেই আমরা আবার তোমার কোলে এসেছি!

সুমিত্রা। (সীতার মুখ ধরিয়া কৌশল্যার প্রতি) দিদি! নিজের ছেলেদের নি'য়ে আদর কর্‌ছ—এই পরের মেয়েটিকে একবারও দেখ্‌ছ না? এস মা-লক্ষ্মী! আমার কোলে এস!

সীতা। (সুমিত্রাকে প্রণাম)।

কৌশল্যা। (সীতার মুখ ধরিয়া) এস মা! অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী—সূর্য্যকুলের কুললক্ষ্মী আবার আমার কুলে এসেছেন! আজ হ'তে সহস্র চন্দ্র সূর্য্যপাত হ'লেও আমার এই তিনটি হারানিধিকে আর আমি কোলছাড়া কর্‌ব না! তোমরা সকলে আমার সঙ্গে অন্তঃপুরে চল! তোমাদের আগমন সংবাদ অবধি কৈকেয়ী আত্মগ্লানিতে বড় অভিভূত হ'য়ে প'ড়েচে! আহা! তা'র সেই হা-হুতাশ শুন্‌লে বুক ফেটে যায়! এক মুহূর্ত্তের ভুলে অভাগিনী এখন অনুতাপের আগুনে পুড়ে মর্‌ছে! তোমরা শীঘ্র চল! সকলের আগে গিয়ে তা'র সঙ্গে দেখা কর। (সীতাকে ধরিয়া) এস মা! গৃহলক্ষ্মী!

[সীতার হস্তধারণপূর্ব্বক অগ্রে প্রস্থান। তৎপশ্চাৎ রাম-লক্ষ্মণের প্রস্থান।

ভরত। (বশিষ্ঠের প্রতি) গুরুদেব! শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের শুভদিন স্থির করুন! আর কাল-বিলম্বে প্রয়োজন নাই। শান্তিস্বস্ত্যয়নের আয়োজন করুন। গ্রহপূজার ব্যবস্থা করুন।

বশিষ্ঠ। বৎস! আগামী চতুর্থ দিনে ত্রয়োদশী তিথিতে অতি শুভদিন সেই শুভদিনেই শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন কর।

ভরত। তা' হ'লে আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে অভিষেকের শুভদিন স্থির হ'ক্। জয়ন্ত! প্রত্যেক রাজন্যবর্গের গৃহে আনন্দোৎসব করতে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন কর। গুরুদেব, অন্তঃপুরে আসুন!

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। (স্বগতঃ) চতুর্দ্দশবৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যায় এমনই এক আনন্দোৎসবের দিনে এক বিষম বিষাদের ঝটিকাবর্ত্তে রাজসিংহাসনে উপবেশনোদ্যোগী যুবরাজকে ছয়মাসের পথ দূরের গহন বনে নিক্ষেপ ক'রেছিল। আজ আবার সেই আনন্দের দিন আজকার এ আনন্দে যেন আবার কোন নিরানন্দের অনর্থপাত ঘটিও না! দোহাই তোমার!

[প্রস্থান।



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৈলাসধাম

উমারূপিণী ভগবতীর প্রবেশ।

উমা। নারায়ণ! তোমার রাম অবতারে আমি তোমার শত্রুপক্ষ সমর্থনকারিণী। তোমার রিপু রাবণের শক্তি প্রদায়িনী আরাধিতাদেবী আমি। তোমার বিরুদ্ধাচারিণী ব'লে মনে মনে আমার উপর অভিমানী হ'বে না ত'! নারায়ণ! তুমি ত' জান, আমার অর্দ্ধ শক্তি তোমার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী সীতার দেহে সঞ্চারিতা আছে। রাবণের আরাধিতা স্বর্ণলঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তি আমার অপরা অর্দ্ধ শক্তি। রাবণ সীতাহরণ ক'রে পূর্ণ শক্তিকে পেয়েছিল, কিন্তু সাধনার ভ্রান্তিতে সিদ্ধিলাভ করতে পারে নাই। পূর্ণা শক্তির এক অংশকে মাতৃকাভাবে আরাধনা ক'রে অন্য অংশকে নায়িকা ভাবে অপমানিতা ক'রে অসিদ্ধসাধনায় সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'য়েছে! নারায়ণ! আমি তোমারই লীলাগৌরব বৃদ্ধির জন্য রাবণের পূজা গ্রহণ ক'রেও তা'কে তোমার হস্ত হ'তে রক্ষা করতে পারি নাই! তবে তোমার অভিমান কেন দূর হ'বে না?

হাস্যমুখে মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। লীলাময়ি! কি কারণ, নারায়ণ তব
চিন্তামাঝে পেয়েছেন স্থান? ব'ল
উমে? কোন ভ্রমে ভ্রান্ত দশানন? দিয়ে

প্রাণমন তব শ্রীচরণে না পাইল
মরণে নিস্তার? বল কি পাপে তাহার
হেন অধোগতি, ব'ল সতি! ভক্ত তব
অসম্ভব-কর্ম্মফল কি কর্ম্মের তরে?

উমা। অন্তর্যামী প্রভু! তুমি কি জাননা যে সীতা আমার শক্তি রূপিণী! হতভাগ্য রাবণ যদি কর্ম্মদোষে সীতাকে হরণ না কর্‌ত তবে কি সে এত সহজে রামলক্ষ্মণের হস্তে সবংশে ধ্বংস হ'ত?

মহাদেব। রামলক্ষ্মণের সহ সম্মুখ সমরে
সহজে মরিল দশানন? কি অশেষ
নিদারুণ ক্লেশ, পেয়েছেন রঘুনাথ
কি অনর্থপাত সহিলেন দুই ভাই
নরলোকে! নাই সতী তুলনা তাহার,
শক্তির আধার যিনি অনন্তদেবতা
দুঃখের বারতা উমে জাননা কি তাঁর?
কি দুর্ব্বার শক্তি শেলাঘাত বক্ষে ধরি
সৌমিত্রি কেশরী বিনাশিল মেঘনাদে!
চতুর্দ্দশ বর্ষ সেই পুরুষ আদর্শ,
কি মহান্ ব্রত দেখ সাধিল সুব্রত!
নারীমুখ না হেরিল, নিদ্রা নিবারিল,
আহার ত্যজিল! সেই মহাব্রত ফলে
যজ্ঞস্থলে বিনাশিল বীর মেঘনাদে!
দুইভাই সহিলেন বন্ধনের ক্লেশ,
কি অশেষ রাবণের নাগপাশবাণে!
তবু বল সহজে মরিল দশানন?

উমা। অনন্ত শক্তিধর অনন্তদেব লক্ষ্মণ সর্ব্বশক্তির অতীতপুরুষ নারায়ণরূপী শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সম্মিলিত হ'য়েছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন সম্মিলিত শক্তির ক্ষমতা নাই যে, শত্রুভাবে তাঁদের সম্মুখে স্থির থাকতে পারে। রাবণ-বধ করতে সে অনন্ত মহাশক্তির সামান্য অংশ প্রকাশ হ'য়েছিল। তাই বল্‌ছি—রামলক্ষ্মণের হস্তে দশানন অতি সহজেই ম'রেছ।

মহাদেব। ভুলে যাও শক্তি! সে অনন্ত শক্তিলীলা।
শুন মম হৃদয়ের নিভৃত বাসনা—
বরাননা উমে! মম এ কৈলাসবাসে
নহে মন তৃপ্ত রহি লিপ্ত সাধিবারে
রামকার্য্য নির্ব্বিকারে সাধ সদা মনে।
তাঁর সহ বনে ধরি বানর মূরতি
ছিলনা বিরতি তাঁর কার্য্য সাধিবারে।
দেবকার্য্য করিয়ে সাধন দশানন
বধিয়ে সম্মুখরণে, ভ্রাতা সনে। এবে
রাজসিংহাসনে সুখে বসি শান্তমনে,
করিবেন রাজ্যলীলা। শুদ্ধ শান্তশীলা
বৈদেহীরে বামে ল'য়ে। বাসনা হৃদয়ে
মম, হেরি সেই প্রিয়তম রাজবেশধারী
রামে। চল হররমে! যাই অযোধ্যায়।
শবর শবরী বেশ ধরি,দুইজনে
সঙ্গোপনে বিচরিব অবাধে সেথায়।
কভু বা সাজিব দোঁহে ভৈরবী-ভৈরব
অভিনব সে বৈভব হেরিব কৌতুকে।

উমা। প্রেমময় প্রভু! আমিও ঐ বাসনা হৃদয়ে পোষণ ক'রে রেখেছি। তুমি বিচিত্র লীলাময়ী ব'লে আমাকে অনুযোগ করবে ব'লে ভয়ে সে বাসনা ব্যক্ত করি নাই। চল প্রভু! ইচ্ছাময়! আমি ছায়ার মত তোমার অনুগামিনী হ'ব। সীতার দেহে শক্তি রূপে বাস ক'রে শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমানন্দ ভোগ করছি, তা'তে আমার বাসনার তৃপ্তি সাধন সম্পূর্ণ হয় নাই। একবার কৌশল্যার মত তাঁকে কো'লে ক'রে সাদর স্নেহে তাঁকে সুখী ক'রে তাঁর বনবাস ক্লিষ্ট মুখে মধুর হাসি দেখ্‌ব এই আমার একান্ত বাসনা। প্রভু! তাঁ'কে মায়ামুগ্ধ করতে পারবে কি? তাঁর সন্মুখে ছদ্মবেশ আত্মগোপন করতে পার্‌বে কি? তিনিও যদি ভিন্ন মূর্ত্তি ধ'রে আমাদের মায়া ভেদ করেন! তখন যে বড় লজ্জা পা'ব?

মহাদেব। মায়ার অতীত সর্ব্বতত্ত্বাতীত তিনি।
মনে জানি, তবু সুধাননি! তাঁর সঙ্গ
না পারি ভুলিতে। সদা হৃদয়ে রাখিতে,
সে রতন সযতনে সাধ মম মনে।
আমরা ভ্রমের ত্রুটি সংশোধন তরে
বন বনান্তরে দেখ কত কষ্ট তাঁর।
মহা পাপী রাবণের ভণ্ড তপস্যায়
ভুলিয়ে হেলায় বর দিয়েছিনু তায়,
সুদুর্জ্জয় ভবে পাপী যে বর প্রভাবে।
তা'রে বিনাশিতে রাম ভূভার হরিতে
ভুঞ্জিলা অশেষ দুঃখ ভ্রমি বনে বনে
ভ্রাতা পত্নী সনে। চল যাই দেখিবারে
অযোধ্যানগরে তাঁর রাজঅভিষেক।

যদি প্রভু চিনিবারে পারে দোঁহে ;
বহিবে আনন্দস্রোত সে সুখ মিলনে।

উমা। চল প্রভু।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যার রাজঅন্তঃপুর

সীতা এবং উর্ম্মিলার প্রবেশ।

সীতা। উমা! আমার চোদ্দবৎসরের আশা স্নেহের দেবর লক্ষ্মণ—যিনি প্রাণপাত করে—দেবদেবী জ্ঞানে আমাদের দু'জনকে আজ চোদ্দবৎসর সেবাপূজা ক'রেছেন। যিনি আমার জন্য দারুণ শক্তিশেল আঘাত বক্ষে ধারণ করে জীবনদান করেছেন, যিনি নির্ব্বিকার উদারচিত্তে মা জানকী ব'লে ডেকে আমার জীবনের অপত্য-স্নেহের সঞ্চার করেছেন, তাঁকে—আমার সেই স্নেহের দেবরকে একদিনের জন্য অন্ততঃ একবার—একটু সুখী দেখব উমা! এই আমার সাধ!

উর্ম্মিলা। আমি কি উপায়ে তোমার সে সাধ পূর্ণ কর্‌ব দিদি!

সীতা। তুমি তাঁর বামে ব'সে তাঁকে আবার সংসারানুরাগী ক'র!

উর্ম্মিলা। আমি তাঁর বামে বস্‌লেই কি তিনি সংসারী হবেন, দিদি! আমাকে কিছুই করতে হবে না। আপনি পরশ্ব শুভদিনে অযোধ্যার রাজারাণীর অভিষেকের পর রাজসিংহাসনে যুগলবেশে বসলেই তাঁর যতকিছু সংসারবৈরাগ্য সব দূর হ'য়ে যাবে। তখন

আমার বামে বসা ত' দূরের কথা, আমি লাঠি ঘাড়ে করে তাড়া করলেও তিনি এক পাও নড়্‌বেন না—তুমি দেখে নিও।

সীতা। (উৎকর্ণ হইয়া) উমা! দেবরের কণ্ঠস্বর যেন শুন্‌তে পাচ্ছি! বোধ হয় এদিকে আস্‌ছেন। উমা! তুমি যেওনা—আমার কাছে একটু থাক।

ঊর্ম্মিলা। আমার কোন কাজ নাই বুঝি? তোমার দেবর আস্‌ছেন—তুমি তাঁর মুখে 'মা জানকী' ডাক শুনে অবাক হ'য়ে সংসার ভুলে যাবে এখন। আমার এখন কত কাজ—তা জান ত'? তিনজন শীর্ণদেহা শ্বাশুড়ী আমার মুখ চেয়ে আছেন। আমি ছাড়া অন্যের কাজ তাঁদের মনোমত হয় না।

সীতা। কিছুক্ষণ না হয় মাণ্ডবী নয় শ্রুতিই দেখ্‌বে, একদণ্ড তুমি নইলে কি হবে না? এম্‌নি ক'রেই বুঝি তিনটি শ্বাশুড়ী-মায়ের নয়নতারা হ'য়েছ?

ঊর্ম্মিলা। আমি যে এখন রাজান্তঃপুরের বড়কর্ত্তা, তা জান না কি? (গমনোদ্যম)।

সীতা। (ঊর্ম্মিলার হস্তধারণ) যেও না উমা! আমার একটি বাসনা পূর্ণ ক'র। আমায় সাহায্য কর।

অধোমুখে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (সীতাকে প্রণাম করিয়া) মা! দাসী পেয়ে কি দাসকে ভুলে আছেন?

সীতা। দেবর! কে আমার দাস? তুমি? না বৎস! তুমি আমার রক্ষক—তুমি আমার উদ্ধারকর্ত্তা! দাস কি কখনও শক্তিশেল আঘাতে প্রাণত্যাগ ক'রে প্রভুপত্নীকে ত্রিলোক দুর্জ্জয় শক্রর হস্ত হ'তে

রক্ষা কর্‌তে পারে? আজ সেই ঋণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তোমাকে একটি অমূল্য রত্ন দান কর্‌ব।

লক্ষ্মণ। কি রত্ন? মা!

সীতা। (উর্ম্মিলাকে দেখাইয়া) বল দেখি এ কে?

লক্ষ্মণ। মা! এটি তোমার দাসী।

সীতা। দাসী নয়, বৎস! এ একটি অমূল্য নারী-রত্ন!

লক্ষ্মণ। রত্ন-রাণী সীতা কৌস্তুভ মণির নিকটে অন্য কোন নারী রত্ন ব'লে গণ্য হ'তে পারে না।

সীতা। দেবর! কৌস্তুভমণির নিজের কোন মূল্য নাই। নারায়ণের অঙ্গে থাকে ব'লেই তা'র এত নাম-গৌরব। কিন্তু কৌস্তুভ অপেক্ষা কত মূল্যবান রত্ন হয় ত' অতল তলে, কিংবা খনির গর্ভে লুকান আছে, তা' তুমি আমি কি জানি বল? সীতা রঘুনাথের সঙ্গে বনগামিনী হ'য়েছিল, ব'লে সীতার নামগৌরব জন সমাজে প্রচারিত হ'য়েছে। কিন্তু দেবর! উর্ম্মিলার আত্মত্যাগের সঙ্গে সীতার কোন গুণেরই তুলনা হ'তে পারে না।

লক্ষ্মণ। কেন মা?

সীতা। আমি জগতের শ্রেষ্ঠ রূপগুণবান স্বামীর বিরহভরে পাগলিনীর মত স্বামীর সঙ্গে বনগামিনী হ'য়েছিলাম—আর উর্ম্মিলা! কি মহা আত্মত্যাগিনী দেখ দেখি! পুত্র-শোকাতুরা মৃতকল্পা তিনটি মায়ের সেবার জন্য অকাতরে স্বামী-বিরহ, ভগিনী-বিরহ, সূর্য্যকুলদেবতা নারায়ণরূপী দেবতার বিরহ সহ্য ক'রে—নীরবে অন্তঃপুরে বাস ক'রে নিজ কর্ত্তব্যপালন ক'রেছে! সীতা আত্মপরায়ণা—উর্ম্মিলা আত্মত্যাগিনী। স্নেহের দেবর! আশীর্ব্বাদ করি, এই অমূল্য রত্নের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য-গৌরবে চিরদিন গৌরবান্বিত হ'য়ে সুখে থাক।

(লক্ষ্মণের হস্তে উর্ম্মিলার করদ্বয় দান)।

লক্ষ্মণ। মা! মাতৃ-দত্ত আশীর্ব্বাদের দান আমার জীবনের পুণ্যধর্ম্ম স্বরূপ অক্ষয় হ'ক্। (উর্ম্মিলার করদ্বয় গ্রহণ)।

লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলা। (উভয়ে সীতাকে প্রণাম)।

সীতা। (উর্ম্মিলার মুখ ধরিয়া) উমা আজ চতুর্দ্দশ বৎসর যে সেবাব্রত পালন ক'রে দেবী ব'লে গণ্য হ'য়েছ আজ সেই ব্রতের কিঞ্চিৎ অংশ আমাকে দান কর। আমার পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হ'ক্। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি ততক্ষণ এই পুরীমধ্যে তোমরা বন্দী-বন্দিনী স্বরূপ আবদ্ধ থাক।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। বল দেখি উর্ম্মিলা! এটি মায়ের কি লীলা? এ লীলার উদ্দেশ্য কি?

উর্ম্মিলা। এটি মায়ের স্নেহলীলা। এ লীলার মূলে একটু অনুতাপের অংশ আছে। তাদের মিলনের জন্ম আমাদের বিচ্ছেদ—এই তাঁর ধারণা। কিন্তু আমরা যে তাঁদের দাসদাসী—আমাদের আবার স্বতন্ত্র আমিত্ব কি?

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা! তোমার এই আনন্দময় হৃদয় স্বামী-বিরহে কাতর হ'ত না কি?

উর্ম্মিলা। উহু! ভয়ানক কাতর হ'ত! শুনে ভয় পাবে না ত'? তবে যখন আমি দিবারাত্রি হা নাথ! হা প্রাণেশ্বর! হা প্রাণকান্ত! ব'লে অযোধ্যায় রাজপথে ছুটে বেড়াতাম—আমার সখীরা রাজনন্দিনি! ধৈর্য্য ধর ব'লে বক্ষে করাঘাত কর্‌তে কর্‌তে আমার পশ্চাতে ছুটে যেত—পৌষ-মাঘ মাসে রাত্রি-শেষে সরযুর পুলিনে ব'সে সখীরা আমার গায়ে চন্দন লেপন ক'রে বাতাস দিত! উহঃ! সে বিরহ বিষের কি জ্বালা!

লক্ষ্মণ। রক্ষা কর—রক্ষা কর বিরহিণি! আর তোমার বিরহ বর্ণনা শুনতে চাই না ক্ষান্ত হও!

ঊর্ম্মিলা। তুমি বিচার কর—দোষ কার? তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর্‌লে যে বিরহে তোমার মন কাতর হ'ত কি না? আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী। স্বামী ধর্ম্মপত্নীর ইষ্টদেবতা। হৃদয়ে কি তার ইষ্টদেবতার অদর্শনে কোন বিরহজ্বালা উপস্থিত হয়?

লক্ষ্মণ। সতি! সতি! আজ তোমার সঙ্গলাভে আমার চতুর্দ্দশ বৎসরের নিরানন্দ একদিনে দূর হয়ে গেল।

ঊর্ম্মিলা। দেব! আমায় অত উচ্চ আসনে স্থান দিও না। আমার গুণপণা কিছুই নাই। আমি যা' কিছু ক'রেছি—কেবল তোমার শ্রীপদে স্থান পাবার জন্য। তুমি দেব! সেবাধর্ম্মের অবতার। যে দিন দেখ্‌লাম যে তুমি স্বর্গীয় আনন্দে আকুল হ'য়ে তোমার ইষ্টদেব-দেবীর সেবার জন্য হেলায় যৌবনলালসা, রাজসুখ-ভোগ ত্যাগ ক'রে বনে গমন কর্‌লে—সুমিত্রাদেবীও হাস্‌তে হাস্‌তে স্বচ্ছন্দে মাতৃস্নেহ-ডোরের বন্ধন খুলে দিলেন—ঊর্ম্মিলা নামে একটি জীব যে এই অযোধ্যাপুরীতে আছে, তা' তোমার মনে হ'লনা! সেইদিন তোমার সেবাধর্ম্ম অবতার দেবমূর্ত্তি দেখে, সেই মূর্ত্তিকে সাক্ষী রেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যদি কখনও তাঁর শ্রীপদের যোগ্যা দাসী হ'তে পারি—তবে আবার তাঁর নিকটবর্ত্তিনী হ'ব। না হ'লে এই বিচ্ছেদই' এই অধম নারীজন্মের শেষ বিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণ। তবে আমাকে কেন দেব-অবতার ব'লে অন্যায় সম্ভাষণ কর্‌ছ? আমিও আমার কর্ত্তব্যপালন ক'রেছি।

ঊর্ম্মিলা। দেব! তোমার ব্রত নিষ্কাম—আমার ব্রত সকাম।

সীতার পুনঃপ্রবেশ।

সীতা। উমা! কি মোহিনীমন্ত্রে তুমি অযোধ্যা-রাজপুরীর পৌরজন সকলকে মুগ্ধ করেছ, তা আমি বুঝ্‌তে পারি নাই! যার সম্মুখে যাই, সকলেই জিজ্ঞাসা করে আমাদের মা লক্ষ্মী কোথায়? বালক-বালিকারা আমাকে চিনতেই পার্‌লে না। কিছুদিন গত না হ'লে আমি তোমার কার্য্যভারের অংশ গ্রহণ করতে পারব না।

ঊর্ম্মিলা। দিদি! আমার চাঁদের হাট দেখে এসেছ ত? তুমি এখন কিছুকাল বিশ্রাম কর। তোমার চৌদ্দবৎসরের প্রাপ্য আমাদের সেবা-পূজা গ্রহণ কর।

লক্ষ্মণ। মা জানকী! বন্দী-বন্দিনীকে মুক্তির অনুমতি দাও! অযোধ্যার প্রধান নাগরিকগণ রাজসভায় আমাদের দেখ্‌তে এনেছে। আমার অন্তঃপুরে বিলম্ব দেখ্‌লে বন্ধু বান্ধবেরা পরিহাস কর্‌বে।

সীতা। তারা কি বলে পরিহাস কর্‌বে? দেবর! চতুর্দ্দশবৎসর পরে ক্ষণমাত্র অন্তঃপুরে এসেছ ব'লে কি তোমায় স্ত্রৈণ বল্‌বে যদি ব'লে —তার উত্তরে তুমি ব'ল যে আমাদের অন্তঃপুরে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার যুক্ত দেবী-প্রতিমার আবির্ভাব হ'য়েছে! সেই দেবীর অঞ্চলের ছায়ায় ব'সে সুদীর্ঘ বনবাস যন্ত্রণার শান্তি ভোগ কর্‌ছিলাম!

রতনের হস্তধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম। জানকী! দেখ দেখি, কে এসেছে!

সীতা। এস বাবা রতন! আমার কথা তোমার এখনও মনে আছে।

রতন। (অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা) রাজা! এঘরে জল আছে—খাবার আছে, আমি ত' এ ঘরে যা'ব

না। আমাকে যে'তে নাই! আমি যে চণ্ডাল! রাজা তুমি ভুলে গে'ছ কি? আমি কে জান না।

সীতা। (উঠিয়া রতনে হস্তধারণপূর্ব্বক) তুমি কে আমি জানি! তুমি আমার পুত্র রতন! মায়ের ঘরে আস্‌তে কোন বাধা নাই। তুমি, অযোধ্যার রাজরাণীর পুত্র—কা'র সাধ্য তোমায় চণ্ডাল বলে?

উর্ম্মিলা। (জনান্তিকে সীতার প্রতি) দিদি! আর্য্যদেব এসেছেন, আমি যাই। সকলে আমার জন্য অপেক্ষায় আছেন।

রাম। মা! যেও না! একটু দাঁড়াও! পুরবাসীদের মুখে উর্ম্মিলা দেবীর অন্নপূর্ণা নামের মহিমা-কীর্ত্তন শুনে আমি অন্নপূর্ণা দর্শনকর্‌তে এসেছি। যেও না, মা!

উর্ম্মিলা। (গললগ্নীকৃতাঞ্চলে রামচন্দ্রকে প্রণাম)।

রাম। (দক্ষিণ হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক) চির-সিন্দুর-সীমন্তিনী হও, গণেশজননী হও মা!

সীতা। (উর্ম্মিলাকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক রতনের প্রতি) বল দেখি, রতন! উনি কে?

রতন। রাণী ব'লে বোধ হচ্ছে!

সীতা। রাণী ব'লে বোধ হয় কেন? দাসীও ত' হতে পারে।

রতন। দাসীর কি অমন দেবতার মত চেহারা হয়? মা লক্ষ্মী! ঠিক যেন মা তোমার মত—সে নিশ্চয়ই রাণী!

সীতা। যে আমার মত—সে তোমার কে হয়?

রতন। মা লক্ষ্মীর বোন—মা সরস্বতী! কেমন নয় মা লক্ষ্মী?

সীতা। হাঁ বাবা! তুমি যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রিয় পুত্র হ'য়ে চির জীবন সুখে থাক।

লক্ষ্মণ। তুমি এ গৃহমধ্যে আসতে অসম্মত হ'চ্ছিলে কেন রতন ?

রতন। ছোট রাজা! ওটা চণ্ডালের স্বভাব। তোমাদের দু'দিনের স্নেহ-ভালবাসায় কি আমি চৌদ্দপুরুষে-স্বভাব ভুলতে পারি ?

সীতা। এস রতন! আমরা যাই। এস উর্ম্মিলা।

[সীতা এবং উর্ম্মিলা রতনের উভয় হস্তধারণপূর্ব্বক প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। দাদা! তোমাকে একটি মনের কথা বলি। এতদিন আমার একটি অতি উচ্চ অহঙ্কার ছিল যে, আমার মত ভ্রাতৃভক্ত ত্রিজগতে কেহ নাই! কিন্তু অযোধ্যায় ফিরে এসে আমার মধ্যমাগ্রজকে দেখে সকল অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়েছে। বনবাসী হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করার কোন গৌরব নাই। কিন্তু রাজসুখ ভোগবিলাসের মধ্যে রাজপুরীতে বাস ক'রে—রাজসিংহাসনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা কি কঠোর আত্মসংযম! এ ভ্রাতৃভক্তি স্বর্গেও দুর্ল্লভ! দাদা! আমায় ক্ষমা কর! আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে।

(পদধারণ)।

রাম। লক্ষ্মণ! এরূপ শত দৃষ্টান্ত উপস্থিত থাক্‌লেও, তুমি অদ্বিতীয় ভ্রাতৃভক্ত। এস রাজসভায় যাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা-রাজসভা

বশিষ্ঠ এবং জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। (বশিষ্ঠের প্রতি) দেব! অভিষেকের সমুদয় মাঙ্গল্য দ্রব্য প্রস্তুত হ'য়েছে। শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ সমুদয় তীর্থবারি আনীত হ'য়েছে।

রামসীতার মঙ্গল-স্নানের মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'তে যদি বিলম্ব না থাকে, তবে অনুমতি করুন, রাজমাতারা আপনার অনুমতির অপেক্ষা কর্‌ছেন।

বশিষ্ঠ। জয়ন্ত। মঙ্গল-স্নানের শুভ-মুহূর্ত্তের আর দণ্ডমাত্র বিলম্ব আছে। তুমি যাও—অন্তঃপুরে গিয়ে রাজমাতা কৌশল্যাদেবীকে আমার অনুমতি জানাওগে'।

জয়ন্ত। আপনি অধিক বিলম্ব কর্‌বেন না। সুমন্ত্র সভাসজ্জার ভার গ্রহণ ক'রেছেন। অভিষেকের মন্ত্রপাঠ কর্‌তে আপনার উপস্থিতি আবশ্যক হবে।

বশিষ্ঠ। জয়ন্ত! ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই—আজ উদয় হ'তে অস্ত পর্য্যন্ত অতি প্রশস্ত শুভদিন। আজকার মত শুভদিন কদাচিৎ পাওয়া যায়। তুমি কৌশল্যাদেবীকে বল যে, ব্যস্ততার কোন কারণ নাই। ধীরে সুস্থতায় সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করা চাই। আমি যথাসময়ে অন্তঃপুরে উপস্থিত হ'ব।

জয়ন্ত। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। রাজগুরুদেব! রাজমাতা কৌশল্যাদেবী আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন। তিনি রাজমাতা কৈকেয়ীদেবীর জন্য অত্যন্ত চিন্তিতা হ'য়ে সত্বর অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে ব্যস্ত হ'য়েছেন। কৈকেয়ীদেবী এখনও প্রায়োপবেশন ত্যাগ করেন নাই।

বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র! কৈকেয়ীদেবীর উদ্দেশ্য কি? কিছু জান কি? তাঁর প্রায়োপবেশন কেন?

সুমন্ত্র। উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নয়, কেবল অনুতাপ—অনুশোচনা! যতক্ষণ শ্রীরামচন্দ্র রাজমুকুট ধারণ ক'রে রাজসিংহাসনে উপবেশন না করবেন, ততক্ষণ তিনি প্রায়োপবেশন ত্যাগ করবেন না। দেব! আপনাদের মুখেই শুনেছি—শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান ! চারি অংশে নররূপে সূর্য্যকুলে অযোধ্যায় অবতীর্ণ। রাবণ-বধরূপ দেবকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে তাঁর বনবাস অবশ্যম্ভাবী। তবে কেন কৈকেয়ীদেবীর নাম পৃথিবীতে চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত হ'য়ে র'হিল ?

বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র! একটি প্রদীপে একসময়ে দুইটি গৃহ আলোকিত করা যায় না। স্থানান্তরিত হ'লে পূর্ব্বস্থান অন্ধকারাবৃত হয়। কৈকেয়ীদেবীর কর্ম্মপ্রদীপ পৃথিবী হতে স্বর্গধামে স্থানান্তরিত হয়েছে। সে প্রদীপের যশোরশ্মিতে স্বর্গধাম আলোকিত হ'য়েছে। পৃথিবী তাঁর কলঙ্ক অন্ধকারে আবৃতা হ'য়েছে। এ কলঙ্ক তাঁর অসার পার্থিব। সুমন্ত্র! আমরা অভিষেক-পূজা সম্পন্ন করে অযোধ্যার রাজরাণী রামসীতাকে সভাস্থলে আনয়ন করব ! তোমরা প্রস্তুত থাক।

[প্রস্থান।

সুমন্ত্র। (স্বগতঃ) গত চৌদ্দবৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও মনে আশা হয় নাই—আমরা রামসীতাকে রাজসিংহাসনে বসা'তে পারব। শ্রীরামচন্দ্রের মহাজীবনের মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছে। এখন আমাদের প্রার্থনা যে কিছুকাল রাজত্ব ক'রে পৃথিবীতে আদর্শ রাজত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

বন্দিগণের প্রবেশ এবং শ্রীরামচন্দ্রের জয় কীর্ত্তন।

গীত

শ্রীরাম দয়াময়, ত্রিভুবনাশ্রয়, সুররিপুগণ নিধনকারী।
দুরিত তারণ, দুরিত রাবণ, দুরিত নাশন, বিপদহারি॥

নব দূর্ব্বাদল শ্যাম কলেবর, চরণ সরোজে নব বিভাকর,
ধনুর্ব্বাণ সুশোভিত যুগ্মকর, ভুবনমোহন মুরতিধারী ॥
ধরাপাতার নিবারণ তরে, অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম ধরাওরে,
অবাধ করুণা চণ্ডাল বানরে, তপোধনগণ তপ বিঘ্নবারী।

উপরোক্ত গীতের অবসরে সুমন্ত্রের সজ্জা এবং তৎপরে রাজবসনভূষণে ভূষিত শূন্যমস্তকে শ্রীরামসীতার প্রবেশ। তৎপশ্চাৎ যথাযোগ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ। সর্ব্বপশ্চাৎ বশিষ্ঠের পশ্চাতে ছত্র-চামরাদি হস্তে জয়ন্তের প্রবেশ। বন্দীগণের প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। (শ্রীরাম সীতার হস্তধারণপূর্ব্বক) আজ শুভলগ্নে স্বর্গবাসী দেবগণের—মর্ত্ত্যবাসী মানবগণের সুখসন্তোষ বর্দ্ধনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বিরাজিত দর্শন কর্‌বার জন্য আমরা অভিলাষী হ'য়েছি। উপস্থিত রাজন্যবর্গ! তোমরা সকলেই সম্মতিসূচক জয়ধ্বনি কর।

সকলে। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!

বশিষ্ঠ। বৎস রামচন্দ্র! যে বিধাতা তোমাকে অভিষেকের দিনে রাজচ্যুত বনবাসী ক'রে লৌকিক-নির্ম্মমতা প্রকাশ ক'রেছিলেন—সেই তিনিই তোমাকে রাবণ-বধ উপলক্ষে ত্রিলোক-বিজয়ী নাম-গৌরব বিভূষিত ক'রে চতুর্গুণ ক্ষতি পূরণ ক'রেছেন। অতএব হে ত্রিলোক-বিজয়ী মহাপুরুষ রামচন্দ্র! আজ তুমি শুভক্ষণে অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে উপবেশন ক'রে স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনের আনন্দ বর্দ্ধন কর। মা! রাজলক্ষ্মী সীতাদেবী! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের বামে উপবেশন ক'রে ভারত-রাজশ্রী সম্পূর্ণা কর।

(উভয়কে সিংহাসনে উপবেশন করান)।

সকলে। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!

বশিষ্ঠ। বৎস ভরত! লক্ষ্মণ! শত্রুঘ্ন! তোমরা তিনভ্রাতায় সম্মিলিত হস্তে আমাকে রাজমুকুট দাও! আমি মহারাজ মহারাণীর মস্তকে পরিধান করাই।

ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন মুকুটদ্বয় একত্রে ধারণপূর্ব্বক বশিষ্ঠের হস্তে দান।

বশিষ্ঠ। (মুকুটদ্বয় হস্তে লইয়া) জয় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর! জয় মা সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলে! অযোধ্যার নবভূপতি রামচন্দ্রের লক্ষ্মীরূপী সম্রাজ্ঞী সীতাদেবীর সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধন কর! রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার আপদ, বিপদ, কুগ্রহ, অশান্তি চিরদিনের মত দূরীভূত হও! বৎস রামচন্দ্র! তোমার রাজশ্রী, রাজলক্ষ্মী সীতাদেবীর মূর্ত্তিতে তোমার বামে বিরাজিতা থাকুন! উপস্থিত রাজন্যবর্গ! প্রজাবর্গ! তোমরা সকলেই মনে মনে শ্রীভগবানের রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তির পাদপদ্ম ধ্যান কর। আমি মহারাজ-মহারাণীর মস্তকে রাজমুকুট পরিধান করাই।

শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে মুকুট স্থাপন।

সকলে। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম!

রাম ও সীতা। (বশিষ্ঠকে প্রণাম)।

বশিষ্ঠ। (রামসীতার মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ) চিরকাল অযোধ্যার রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত ক'রে—অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রজাকে নিরাপদে অখণ্ড রাজ্যসুখ ভোগ কর। ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রঘুনন্দন রামনাম প্রতি কণ্ঠে পরমানন্দে প্রতিধ্বনিত হউক! দেবকার্য্য সাধন ক'রে চিরদিন দেবলোকের শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। (লক্ষ্মণের হস্তে রাজচ্ছত্র দান করিয়া) বৎস সৌমিত্র-কেশরী লক্ষ্মণ। তুমি বর্ত্তমান ত্রেতাযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর! মহারাজ রামচন্দ্রের মস্তকে ছত্রধারণ ক'রে ত্রিবিধ শত্রু হ'তে তাঁর মস্তক রক্ষা কর।

লক্ষ্মণ। (বশিষ্ঠকে প্রণামপূর্ব্বক ছত্রগ্রহণ করিয়া রামসীতার মস্তকে ছত্রধারণ)।

বশিষ্ঠ। বৎস ভরত শত্রুঘ্ন! তোমরা দু'ভাই মহারাজ রামচন্দ্র আর রাজলক্ষ্মী মহারাণী সীতাদেবীর অঙ্গে চামর ব্যজন কর।

ভরত ও শত্রুঘ্ন। (বশিষ্ঠকে প্রণাম এবং চামর লইয়া উভয়কে ব্যজন)।

সকলে। জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় সীতারাম! জয় রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন! চারি ভ্রাতার জয়!

ভরত। (প্রস্থানপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে রামপাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক পুনঃপ্রবেশ) (করযোড়ে) আর্য্য অগ্রজদেব! আমি আপনার দত্ত যে রাজপ্রতিনিধিকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আজ চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যশাসন ক'রেছি—আজ আপনি সেই রাজপ্রতিনিধিকে চরণে স্থান দিয়ে সেই রাজ্যভার পুনঃ গ্রহণ করুন। (সিংহাসন সম্মুখে উক্ত পাদুকাদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম)।

রাম। (ভরতের মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক) বৎস ভরত! ত্রিসংসারে যেখানে যতপ্রকার উজ্জ্বল ভ্রাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে' তোমার ভ্রাতৃভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তোমার ভ্রাতৃভক্তির তুলনা নাই। আশীর্বাদ করি, এই ভ্রাতৃভক্তির মহাপুণ্যে তুমি সুদীর্ঘ নীরোগ দেহে, অকলঙ্ক যশোরাশি লাভ ক'রে চিরদিন আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ অযোধ্যার রাজশক্তির পরিচালক হ'য়ে আমার দক্ষিণে বিরাজিত থাক।

ভরত। (প্রণামপূর্ব্বক চামরহস্তে পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান)।

ভৈরব-ভৈরবীর বেশে মহাদেব এবং ভগবতীর রাজসভায় আবির্ভাব।

ভৈরব। (দক্ষিণ হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক) স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি শ্রীমহারাজ রামচন্দ্রের আয়ুঃ, স্বাস্থ্য, সুখ, কীর্ত্তি, কল্যাণ, প্রতাপ অক্ষয় হ'ক!

ভৈরবী। জনকনন্দিনী সীতাদেবীর সীমন্তভূষিত সিন্দুরপ্রভা অক্ষয় হ'ক্ !

রাম ও সীতা। (সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানের চেষ্টা)।

ভৈরব। (হস্তসঙ্কেতে নিষেধ করিয়া) মহারাজ! প্রণামের জন্য সিংহাসন ত্যাগ কর্‌বেন না। আমরা আপনার রাজশ্রী দর্শন কর্‌তে এসেছি—বিনয়-সৌজন্য দর্শন কর্‌তে আসি নাই।

রাম। (নিরস্ত হইয়া) আপনারা কে ?

ভৈরব। আমরা কাশীবাসী ভৈরব-ভৈরবী।

রাম। অযোধ্যার রাজসভায় কি উদ্দেশ্যে আগমন ক'রেছেন ?

ভৈরবী। মহারাজ রামচন্দ্র বোধ হয় অবগত আছেন যে, কাশীধামে অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের প্রতি পর্ব্বদিনে স্বর্গবাসী দেবদেবীগণের আবির্ভাব হয় ?

রাম। হাঁ! সে বিষয়ে অবগত আছি।

ভৈরব। বর্ত্তমানে কাশীধামে সমবেত সমুদয় দেবদেবীগণের পক্ষ হ'তে আমরা দু'জন মহারাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে অভিনন্দন দান কর্‌তে এসেছি।

রাম। দেবদেবীগণের পক্ষ হ'তে তাদের মুখপাত্ররূপ ভৈরব-ভৈরবী আগমন যে বড় আশ্চর্য্য কথা! তাহ'লে ত' আপনারা সামান্য ভৈরব-ভৈরবী নন। দয়া ক'রে বলুন—আপনারা কে ?

ভৈরবী। আমরা কাশীবাসী ভৈরব-ভৈরবী।

রাম। আমার বিশ্বাস—আপনারা কাশীধামের ভৈরবী-ভৈরবী নন—সনাতন ভৈরব-ভৈরবী। যা হ'ক্—আপনারা যেই হ'ন দেবদত্ত অভিনন্দন দান করুন—আমরা মস্তকে ধারণ ক'রে কৃতার্থ হই।

ভৈরব। (ঝুলি হইতে ক্রমান্বয়ে এক একটি বাহির করিয়া) এই বিরিঞ্চিদত্ত বিজয়মুকুট পরিধান করুন।

(রামচন্দ্রের মস্তকে মুকুট পরাইয়া দেওয়া।)

ভৈরবী। (ঝাঁপি হইতে বাহির করিয়া) মা জানকী! তুমি এই সাবিত্রীদেবীদত্ত অক্ষয় সিন্দুর ধারণ কর।

(সীতার সীমন্তে সিন্দুর দান)

ভৈরব। মহারাজ রামচন্দ্র! (বাহির করিয়া) এই ইন্দ্রদত্ত বৈজয়ন্তী মালা পরিধান করুন।

(রামের কণ্ঠে মালা দান।)

ভৈরবী। জনকনন্দিনী! তুমি এই দেবরাণী শচীদত্ত বৈদূর্য্যমণিমালা পরিধান কর। (মালা দান।)

ভৈরব। অযোধ্যাপতি! এই সূর্য্যদত্ত রত্নকুণ্ডল পরিধান করুন।

(কুণ্ডল পরাইয়া দেওন।)

ভৈরবী। সীতে! তুমি সংজ্ঞা আর ছায়াদত্ত এই কঙ্কণদ্বয় পরিধান কর। (পরাইয়া দেওন।)

ভৈরব। মহারাজ! এই বরুণদেব দত্ত মুক্তাহার পরিধান করুন।

(হার পরাইয়া দেওন।)

ভৈরবী। বৈদেহি! তুমি এই বারুণীদত্ত মণিময় অঙ্গদ পরিধান কর। (পরাইয়া দেওয়া।)

রাম। ভৈরবদেব! এই সমুদয় দেবদত্ত প্রসাদ আমার নিকটে যেন অসার ব'লে বোধ হ'চ্ছে!

ভৈরব। কেন মহারাজ?

রাম। দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর আর মা অন্নপূর্ণা ত' আমাকে কোন প্রসাদ দান করেন নাই! তাঁদের শ্রীচরণে আমি কি দোষে অপরাধী?

ভৈরব। বিশ্বেশ্বর ত' তাঁর অন্তের দেওয়া নাম। তিনি ত' ভাঙ্গড় ভোলা ভিখারী। তিনি স্বর্ণ মণিরত্ন মুক্তা হীরক আভরণ কোথায় পাবেন? অন্নপূর্ণার কথা বল্‌তে পারেন মহারাজ! অন্নপূর্ণা রাজকন্যা—কাশীশ্বরী! তিনি যে আপনাকে কেন কোন ভূষণ দান করেন নাই, তা' ত' জানি না!

ভৈরবী। জানকি! তুমি ত' পৃথিবীর আদর্শ সতী। তুমি বল দেখি—ধনবতী রমণীর স্বামী কি কখন ভিখারী হয়? না ভিখারী রমণী ধনবতী হয়!

সীতা। (সহাস্যে) কি জানি মা! ও ক্ষ্যাপা-ক্ষেপীর তত্ত্ব আমরা মানুষে কি বুঝ্‌ব বল! আমরা কেবল অবাক্ হ'য়ে ব'সে দেখ্‌ছি।

ভৈরব। মহারাজ! সেই ভিখারী ভোলা আপনাকে এই চারিটি ফল খেতে দিয়েছে। ভিখারী দত্ত সামান্য ফল আদরে গ্রহণ কর্‌লে সে চরিতার্থ হবে। এই নিন—ফল গ্রহণ করুন। (ফল দান।)

রাম। (গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্থাপন) আজ আমি মানবভাগ্যের অতীত ফললাভ কর্‌লাম। সমুদয় দেবদত্ত প্রসাদ অপেক্ষা এই ফল শ্রেষ্ঠ। এই চারিটি ফল মহাদেব বিশ্বেশ্বর দত্ত চতুর্ব্বর্গ ফল।

ভৈরবী। জানকি কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা দত্ত এই ক্ষীর-প্রসাদ আহার কর। এ প্রসাদের বিন্দুমাত্র স্বাদ গ্রহণে পরমা তৃপ্তি লাভ হয়।

সীতা। (গ্রহণপূর্ব্বক স্বাদ করিয়া) আঃ! কি মধুর! সুস্বাদ প্রসাদ! বুঝেছি মা! আজ আমাকে প্রসাদচ্ছলে সুধা পান করালে। এমন সুস্বাদ পৃথিবীর কোন দ্রব্যে সম্ভব নয়। (ভৈরবীর মুখপানে সোৎসুক দৃষ্টি।)

ভৈরবী। মহারাণী সীতে! আমার মুখপানে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছ?

সীতা। (সহাস্যে) দেখ্‌ছি মা ভৈরবী! তোমার মুখে সেই

কৈলাসধামের গুপ্ত সৌন্দর্য্য! মা! সবই ঢেকেছ! কিন্তু একটি বস্তু ত' এখনও ঢাক্‌তে পারনি! আধ অবগুণ্ঠনে ললাটদেশ ঢাকা প'ড়েছে সত্য—কিন্তু মা! ললাটের তৃতীয় নয়নটি ঢাকৃতে যে মা ভুলে গেছ! মা! সন্তানের কাছে এত লুকোচুরী কেন? (ভৈরবীর হস্তধারণ)।

রাম। হে কাশীধামবাসী ভৈরব-দম্পতি! আপনারা যেই হ'ন, আজ অযোধ্যার রাজভবন পবিত্র হ'ল। ইক্ষ্বাকুকুল পবিত্র হ'ল। আমার জীবন ধন্য হ'ল! আমাদের ইচ্ছা—একবার সিংহাসনে উপবেশন করে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

ভৈরব। মহারাজ। আজকার মত আমরা আসি। অন্য আর একদিন এসে আপনার আতিথ্য গ্রহণ কর্‌ব। আপনার পূজা গ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার নাই। (ভৈরবীর প্রতি) পূজ্য চান পূজক হ'তে! গুরুদেব! তুমি যে আমার চিরপূজ্য যোগের ধন চিন্তামণি!

[প্রস্থান।

ভৈরবী। (সীতার প্রতি) মা ধরানন্দিনি! আমি ধরা দিলাম কিন্তু প্রতিদানে তুমি ত' ধরা দিলে না। আসি আজ!

[প্রস্থান।

সুমন্ত্র। হায়! হায়! আমাদেরই পাপদৃষ্টির ভয়ে শিব-শিবানীর ছদ্মবেশ। আহা! এখনও যেন সভাস্থল সেই অপূর্ব্ব সৌরভে পরিপূর্ণ র'য়েছে!

শত্রুঘ্ন। কি আশ্চর্য্য রূপের পরিবর্ত্তন! যাঁর জটাজালে ত্রিভুবন প্লাবিনী সুরধুনী কল কল কর্‌ছে, সেই গঙ্গাধর কি ঐ ভৈরব! যাঁর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র—সেই ফণীভূষণ কৃত্তিবাস শশাঙ্কশেখর কি ঐ ভৈরব! তা' হবে! দেবলীলায় অসম্ভব কিছুই নাই!

বন্দিনীগণের প্রবেশ এবং নৃত্যগীত।

বন্দিনীগণ— গীত।

হের ঐ হের নয়নে।
কিবা রূপ যুগলমিলনে ;
রাম-জানকী সিংহাসনে, সানন্দ মন।
স্বর্ণলতা শ্যাম তমালে, চপলা জলদজালে,
কিংবা সিন্ধু নীল জলে, হেমনলিনী দোলে হেলে,
সবাকার মনের মতন, ভুবনমোহন রঘুনন্দন,
ত্রিলোক মোহিনী বামে, অতুল ভুবনে।
নিরানন্দ ছিল পুরী দ্বিসপ্তবৎসর।
আজি সদানন্দনীরে ভাসিল সবার অন্তর।
কৃষ্ণপক্ষ হ'ল গত, শুক্লপক্ষ সমাগত,
হাস সবে বাসনা যত :—
আনন্দে মাতিল সবে আবাল বৃদ্ধ নারী-নর।

[নিদ্রাবিষ্ট লক্ষ্মণের হস্ত হইতে ছত্র পতন এবং লক্ষ্মণ সলজ্জভাবে ভূতল হইতে ছত্র তুলিয়া লইয়া অধোমুখে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান]

সীতা। (সস্নেহ ভাবে লক্ষ্মণের প্রতি) স্নেহের দেবর! স্বভাবের নিয়মের বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করা চলে না। যাও বৎস! অন্তঃপুরে বিশ্রাম কর। (রামচন্দ্রের প্রতি) মহারাজ! বৎস লক্ষ্মণ অতিশয় শ্রান্ত—তাকে বিশ্রামে অনুমতি দান কর।

রাম। আজ চতুর্দ্দশ বৎসরের অমানুষিক পরিশ্রমের অবসাদ, আমার প্রাণাধিক অনুজের দেহ আক্রমণ ক'রেছে, স্নেহের প্রাণাধিক ভাই আমার! আমি সরল প্রাণে তোমাকে অনুমতি করছি, তুমি যাও—অন্তঃপুরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

লক্ষ্মণ। (রামের সম্মুখে নতজানু হইয়া) অগ্রজদেব! অসংযমীর অপরাধ ক্ষমা করুন! আজ এখন যদি আমাকে অন্তঃপুরে গিয়ে বিশ্রামের অনুমতি করেন, তা'হলে আমার চৌদ্দবৎসরের আশা অপূর্ণ থাকে।

বশিষ্ঠ। (লক্ষ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক) উঠ বৎস! আজ আমি এই প্রকাশ্য রাজসভায়—লক্ষ্মণ! তোমার প্রকৃত পরিচয় দান ক'রে সকলের—বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রম দূর কর্‌ব! সভাস্থ সকলে স্থির হ'য়ে শোন। আজ সকলে একজন মহাপুরুষের গুপ্ত মহত্ত্ব শ্রবণ কর। (রামের প্রতি) বৎস রামচন্দ্র! তোমরা দু'ভাই লঙ্কাপুরে যে সকল রাক্ষসকে সম্মুখ-সমরে বধ ক'রেছ,তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহাবীর কে?

রাম। গুরুদেব! মহাবীর ত্রিলোক-বিজয়ী রাবণ।

বশিষ্ঠ। তোমরা দু'ভাই কে কোন্ মহাবীরকে বধ ক'রেছিলে?

রাম। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর রাবণ, কুম্ভকর্ণ দুই ভ্রাতাকে আমি বধ ক'রেছিলাম। অতিকায় ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্মণ বধ ক'রেছিল।

বশিষ্ঠ। তা'হলে লক্ষ্মণ অপেক্ষা বীরত্ব-কীর্ত্তি তোমার অধিক?

রাম। কার্য্যতঃ লোকের তাই উপলব্ধি হয়।

বশিষ্ঠ। বৎস রামচন্দ্র! সে ভ্রম ত্যাগ কর। ত্রেতাযুগে ত্রিজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর কুমার লক্ষ্মণ।

রাম। গুরুদেব! কোন কৌতুকজনক পরিহাসের সূত্রপাত কর্‌ছেন নাকি?

বশিষ্ঠ। না বৎস রামচন্দ্র! আমি পরিহাস কিংবা ব্যঙ্গ কর্‌ছি না। পরিহাসের সময়, বিষয় কিংবা ব্যক্তি স্বতন্ত্র। আজ আমি একটি গুপ্ত সত্য-তত্ত্ব প্রকাশ কর্‌ছি—শ্রবণ কর।

লক্ষ্মণ। (করজোড়ে) গুরুদেব! ক্ষমা করুন! আপনার সর্ব্বদর্শী জ্ঞান-নয়নের অগোচর এজগতে কিছুই নাই। আমি আমার পরমগুরু

ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে কোন প্রকার গুণ-গৌরবে গৌরবান্বিত হ'তে ইচ্ছা করি না। আমি তাঁর শ্রীচরণের যে দাস—সেই দাস।

বশিষ্ঠ। বৎস লক্ষ্মণ! আমার অনুরোধে নিরস্ত হও। বৎস রামচন্দ্র! এতদিন পরে আজ আমার মুখে লক্ষ্মণ-চরিত্রের গুপ্ত মহত্ত্ব শ্রবণ কর। মাত্র শারীরিক বলে বলবান যোদ্ধাকে বীর বলে না—তাকে শূর বলে। শারীরিক, মানসিক উভয় বলে বলবান যোদ্ধাকেই বীর বলে। যে প্রকৃত বীর সে আত্মসংযমে যোগীর ন্যায় সংযমী। যোগবলেই তা'র শিক্ষার সম্পূর্ণতা। রামচন্দ্র! তুমি বোধ হয় জান যে রাবণ বিরিঞ্চির নিকটে কি বরলাভ ক'রেছিল?

রাম। জানি গুরুদেব! লঙ্কেশ্বর প্রথমে অমরত্ব প্রার্থনা করে। কিন্তু বরদাতা ব্রহ্মা অমরত্ব প্রদানে অস্বীকৃত হ'লে রাবণ কৌশলে অমরত্ব লাভ কর্‌বার চেষ্টা করে। দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ সকলের অজেয় হ'বার বর প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা তথাস্তু ব'লে অন্তর্হিত হ'লেন। রাবণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মানবের নাম বর-প্রার্থনা কালে উল্লেখ করে নাই। সেই জন্য রাবণ ত্রিলোক-বিজয়ী হ'য়েও মানবের হস্তেই প্রাণত্যাগ করে।

বশিষ্ঠ। হাঁ বৎস! এ কথা সত্য! কিন্তু রাবণের ত্রিলোক-বিজয়ের মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। রাবণ অসংযমী ব'লে সে বীরপদ-বাচ্য নয়—সে একজন শ্রেষ্ঠ শূর। সে ত্রিলোক-বিজয়ী হ'লেও সংযমী বীরগণের নিকটে পরাজয় স্বীকার ক'রেছিল। দৈত্যরাজ বলী—কপিরাজ বালী—ক্ষত্রিয়-সম্রাট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন—আর মহাপুরুষ মান্ধাতা এঁরা সকলেই যোগধর্ম্মী সংযমী বীরপুরুষ ছিলেন ব'লে রাবণ এঁদের নিকট পরাজিত হ'য়েছিল। এই কারণে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে শেষে রাবণপুত্র মেঘনাদের মায়াযুদ্ধ-বলে ইন্দ্রকে

জয় করে। রাবণ অন্য মানবের হস্তে পরাজিত হ'ত না। তুমি রামচন্দ্র—বর্ত্তমান যুগে একজন সংযমী বীর ব'লে রাবণ তোমার হস্তে প্রাণত্যাগ ক'রেছিল। কিন্তু বিরিঞ্চি লঙ্কায় গমন ক'রে যখন বন্দী দেবরাজকে মুক্ত করেন, তখন ইন্দ্রজিতকে কি বর দান ক'রেছিলেন, তা' জান কি ?

রাম। না গুরুদেব ! সে বরের বিবরণ আমি জানি না।

বশিষ্ঠ। বৎস ! পিতামহ ব্রহ্মা রাবণপুত্র মেঘনাদকে গুপ্তভাবে বড় বিষম বর দিয়েছিলেন। সে বর গোপনীয় দান ব'লে আরও বিষম। প্রকাশ্যভাবে বর দিলে তা'র বধার্থীরা তা'র কোন প্রকার প্রতিবিধান কর্‌তে পার্‌বে ব'লে কৌশলী রাক্ষস গুপ্তভাবে বর গ্রহণ ক'রেছিল। সেই জন্য ত্রেতাযুগের সমস্ত রাক্ষস দৈত্য অপেক্ষা মেঘনাদ অধিকতর দুর্জ্জয়। ত্রিলোক-বিজয়ী রাবণ অপেক্ষা দুর্জ্জয়। সে কৌশলী গুপ্তবর-প্রভাবে প্রায় অমরত্ব লাভ ক'রেছিল।

রাম। (সোৎসুকে) গুরুদেব ! বলুন—বলুন ! মেঘনাদের সেই গুপ্ত বরের বিবরণ বলুন !

বশিষ্ঠ। সে বরের বিবরণ বলছি—শোন বৎস ! মেঘনাদ নিকুম্ভিলা নামক যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে যুদ্ধ-যাত্রা কর্‌লে যুদ্ধে সে সর্ব্বজয়ী হ'বেই হ'বে। আর যদি যজ্ঞানুষ্ঠানে যুদ্ধযাত্রা করে, তা হ'লে মেঘনাদ সে যুদ্ধে পরাজিত হ'লেও জেতার হস্তে তার মৃত্যু হ'বে না সেই জেতা যদি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় সংযমী বীর হন, তবে তার হস্তে মেঘনাদের মৃত্যু হ'বে। যিনি চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহারে, অনিদ্রায়, বিনা রমণীমুখ দর্শনে দিনযাপন কর্‌তে পারে, তাঁরই হস্তে মেঘনাদের মৃত্যু হবে।

রাম। গুরুদেব ! বলেন কি ? লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে, সীতার সঙ্গে, চতুর্দ্দশ বৎসর একত্র বাস ক'রে অনাহারে, অনিদ্রায়, বিনা

রমণীমুখ দর্শনে দিন যাপন ক'রেছে? লক্ষ্মণ স্বয়ং আমার সম্মুখে ফল গ্রহণ ক'রেছে—অথচ আহার করে নাই, এও কি সম্ভব! লক্ষ্মণ প্রতি রাত্রিতে দ্বিতীয় স্বতন্ত্র কুটিরে শয়ন করেছে—অথচ এই দীর্ঘকাল অনিদ্রায় কালযাপন ক'রেছে—এও কি সম্ভব? লক্ষ্মণ প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে পুত্রের ন্যায় মাতৃজ্ঞানে সীতাকে সেবা-শুশ্রূষা ক'রেছে—অথচ সীতার মুখদর্শন করে নাই—এও কি সম্ভব?

বশিষ্ঠ। তুমি লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা কর।

রাম। (লক্ষ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক) ভাই! স্নেহের লক্ষ্মণ! প্রাণাধিক আমার! আমার আদেশ—অকপটে, অকুণ্ঠিত ভাবে, সরল মনে, মুক্তকণ্ঠে, এই প্রকাশ্য রাজসভায় সকল কথা সত্য বর্ণনা ক'রে আমাকে সন্দেহ হ'তে মুক্ত কর!

লক্ষ্মণ। (অধোমুখে) অগ্রজদেব! আগে আমায় অভয় দিন! আপন-মুখে আত্মসংযম ব্রত ব্যক্ত কর্‌লে আমার কোন পাপ হ'বে না ত'? আমার ইষ্টদেব দত্ত অভয় বাক্যে আমার মনের সকল কুণ্ঠা দূর হ'বে!

রাম। ভাই! ছদ্মবেশী দেবতা তুমি! তোমার মস্তকস্পর্শ ক'রে (মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক) আমি অকপট চিত্তে তোমাকে অভয় দিচ্ছি —তোমার কোন পাপ হবে না ভাই!

লক্ষ্মণ। (করযোড়ে) অগ্রজদেব! আমি মেঘনাদবধের জন্য আত্মসংযমব্রতের দীক্ষিত হই নাই। রামসীতা আমার জীবনের ইষ্টদেব ইষ্টদেবী। আমি আমার ইষ্টদেব-দেবীর সেবার জন্য আত্মসংযম ধারণ ক'রেছিলাম। যে দিন আপনি পিতৃসত্যপালনের জন্য হেলায় হাস্যমুখে রাজবেশ ত্যাগ ক'রে জটা-বল্কল পরিধান কর্‌লেন—মা জানকী আমার স্বামী সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীর পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন; আমি তখন

সেই আত্মত্যাগী আমার ইষ্টদেবদেবীর মূর্ত্তি দেখে স্তম্ভিত হ'লাম। তাঁর সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নবযোগিনী বেশ দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম যে, যতদিন না মা জানকীকে আবার অযোধ্যার রাজসিংহাসনে রাজরাজেশ্বরী বেশে রামচন্দ্রের বামে না দেখ্‌তে পাব—ততদিন আমি মায়ের যোগিনীমূর্ত্তির মুখদর্শন কর্‌ব না। এইটি আমার প্রথম প্রতিজ্ঞা।

রাম। বৎস! এ প্রতিজ্ঞা কি তুমি সম্পূর্ণরূপে পালন কর্‌তে পেরেছিলে?

লক্ষ্মণ। হাঁ দেব! সম্পূর্ণরূপে পালন ক'রেছি। আপনি স্বয়ং তার সাক্ষী।

রাম। আমি সাক্ষী?

লক্ষ্মণ। হাঁ দেব। আপনিই সাক্ষী! স্মরণ ক'রে দেখুন, যে দিন দুর্ব্বৃত্ত দশানন মা জানকীকে হরণ ক'রে অদৃশ্য হ'ল, আপনি শোকোন্মত্ত ভাবে ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'লেন; তখন আমি শোক প্রকাশের অবসর পেলাম না। অগ্নিবমনের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্ত আগ্নেয় গিরির মত আমি মা জানকীর শোকের আগুন হৃদয়ে চেপে রেখে আপনার অঙ্গরক্ষক প্রহরীস্বরূপ অনুসরণ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে আপনি মা জানকীর হস্ত নিক্ষিপ্ত রত্ন-মণি-মুক্তা জড়িত সুবর্ণালঙ্কার কয়েকখানি ভূমিতলে পতিত দেখ্‌তে পেলেন! আপনি সে সকল অলঙ্কার মা জানকীর ব'লে চিন্‌তে পেরেছিলেন। সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি কোন অলঙ্কার চিন্‌তে পা'রলাম না। কেবল মায়ের পায়ের মণি-মঞ্জীর নূপুরমাত্র চিন্‌তে পেরেছিলাম। ঐ মাকে জিজ্ঞাসা করুন—আমি বনবাসে কোন দিন মায়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রেছি কি না?

সীতা। আর্য্যপুত্র! সত্যই দেবর কোন দিনও আমার মুখপানে তাকিয়ে কথা ক'ন নাই! আমি সে জন্য কত স্নেহের অনুযোগ ক'রেছি, কিছুই সফল হয় নাই।

রাম। এখন আমার সেই সীতার রত্নালঙ্কারের কথা স্মরণ হ'চ্ছে। সত্যই সে দিন ভাই আমার সীতার পায়ের মণি-মঞ্জীর ভিন্ন কিছুই চিন্‌তে পারে নাই। ভাই! তোমার প্রথম প্রতিজ্ঞা-পালনের বিবরণ শুন্‌লাম—শুনে স্তম্ভিত হ'লাম। অন্য কি প্রতিজ্ঞা ছিল, বল?

লক্ষ্মণ। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা আমার এই ছিল যে, আমি যখন আমার ইষ্টদেবদেবীর সেবাব্রত গ্রহণ ক'রেছি, তখন আমি তাঁদের সেবক। সেবক কোন বিষয়েও স্বাধীন নয়—আহার নিদ্রাতেও নয়। আপনি কোন দিনও আমাকে আহার-নিদ্রার অনুমতি করেন নাই। প্রতিদিন যখন আমার হস্তে আমার অংশের ফলদান কর্‌তেন, তখন আপনি অনুমতি দিতেন যে, "ভাই! এই নাও—ফল ধর।" আমি ফল ধারণ ক'রেছি মাত্র। আপনি আহার কর্‌তে অনুমতি করেন নাই, আমিও আহার করি নাই। সেই চতুর্দ্দশ বৎসরের সমুদয় ফল এখনও আমার তূণমধ্যে সঞ্চিত আছে। অতি ক্ষুদ্রাকারে শুষ্ক অবস্থায় সঞ্চিত আছে।

রাম। আমি আমার কৌতূহল নিবারণ কর্‌তে ইচ্ছা করি! কেহ গিয়ে সেই ফলগুলি প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রে আস্‌তে পার কি?

সহসা ভৈরবশর্ম্মার বেশে হনুমানের প্রবেশ।

ভৈরব। প্রভু! আমায় অনুমতি করুন। আমি গিয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রে আসি!

রাম। (সবিস্ময়ে) তুমি কে?

ভৈরব। প্রভুর চিরদাস! প্রভুর অনুমতি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণমূর্ত্তিধারী ভৈরবশর্ম্মা।

রাম। ও! তুমি! এখনও তোমার অদৃষ্টে বিশ্রাম ঘটে নাই? জানি না, কত জন্মজন্মান্তরে যে তোমার ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব। যাও বৎস!

ভৈরবের প্রস্থান।

ভরত। ইনি কে—এই ব্রাহ্মণ?

রাম। সীতা উদ্ধারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ প্রধান ভক্ত পবন-নন্দন হনুমান। আমার অনুমতিক্রমে অযোধ্যায় এসে মনুষ্যমুর্ত্তিতে বিচরণ কর্‌ছে! জানকীর স্নেহে বাধ্য হ'য়ে এখনও আমাদের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে পারে নাই। (লক্ষ্মণের প্রতি) ভাই! তোমার নিদ্রার বিষয়ে আমার কি অনুমতি ছিল—বল শুনি

লক্ষ্মণ। দেব! বনবাসকালে আমি স্বতন্ত্র কুটীরে রাত্রিযাপন কর্‌তাম ব'লে আপনার ধারণা ছিল। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে আপনি প্রতিরাত্রে শয়নের পূর্ব্বে আমাকে অনুমতি কর্‌তেন যে, "ভাই! কুটীরে যাও।" আপনি কোনও দিন আমাকে নিদ্রার অনুমতি করেন নাই। আমি পরমানন্দে আমার কুটীরদ্বারে ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান হ'য়ে আপনার কুটীরদ্বার রক্ষা কর্‌তাম।

রাম। সত্য বল ভাই! তুমি কি উপায়ে নিদ্রা জয় ক'রেছিলে?

লক্ষ্মণ। প্রথম দিনের রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরে মূর্ত্তিমতী নিদ্রাদেবী আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন। আমি তাঁকে পরাজয় কর্‌বার জন্য ধনুকে শরযোজনা কর্‌লাম, তখন তিনি পরাজয় স্বীকার ক'রে হাস্যবদনে বল্‌লেন, "বৎস! আমাকে চির-পরাজিতা করা মানবের অসাধ্য। বল বৎস! তুমি কত দিনের অবসর প্রার্থনা কর?" আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অবসর প্রার্থনা ক'রে বল্‌লাম যে, যে দিন রামচন্দ্র আমার মা জানকীকে বামে ল'য়ে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে উপবেশন কর্‌বেন,

নিদ্রাদেবি ! তুমি সেই দিনে এসে যথেচ্ছভাবে আমায় আশ্রয় কর্‌বেন ! সে জন্য আজ আমার নিদ্রাবিষ্ট অবস্থায় রাজচ্ছত্র হস্তচ্যুত হ'য়ে আমার ত্রুটি প্রকাশ হ'য়েছিল।

রাম। বৎস! যোগাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে যোগস্থ না হ'লে ত' ক্ষুধা নিদ্রাকে জয় করা যায় না! কোন মহাযোগী মহাপুরুষ ত' আজও পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ কর্‌বার সময় ক্ষুধানিদ্রাকে জয় কর্‌তে পারেন নাই। তুমি কি বিদ্যার প্রভাবে এই অসাধ্য সাধন ক'রছে—বল দেখি ভাই!

লক্ষ্মণ। অগ্রজদেব! বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে—আমাদের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ক্রমকালে আমরা যে দিন বিশ্বামিত্র ঋষির সঙ্গে তাঁদের রাক্ষসকৃত যজ্ঞবিঘ্ন দূর কর্‌বার জন্য তপোবন যাত্রা করি, সেই দিন ঋষিরাজ বিশ্বামিত্র তাড়কা রাক্ষসীর বাসস্থান বন-সীমান্তস্থানে আমাদের দুই ভাইকে 'বলা' আর 'অতিবলা' নামক দুইটি বিদ্যা দান ক'রেছিলেন! সেই 'অতিবলা' বিদ্যাপ্রভাবে আমি ক্ষুধা-নিদ্রাকে জয় ক'রেছি। আমি আমার পরম ইষ্টদেব-দেবীকে সেবা কর্‌বার জন্য—নির্ম্মল আনন্দের সঙ্গে এই আত্মসংযমে কৃতকার্য্য হ'য়েছি। মেঘনাদ বধের উদ্দেশ্য থাকৃলে বোধ হয় কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌তাম না।

ভৈরবশর্ম্মার প্রবেশ এবং অধোবদনে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান।

রাম। বৎস ভৈরব শর্ম্মা! লজ্জিতভাবে অধোবদন কেন? সঞ্চিত ফলপূর্ণ তূণ এনেছ কি? নীরব কেন?

ভৈরব। (করযোড়ে) প্রভু! আজ আমার শারীরিক বলের দর্প চূর্ণ হ'য়েছে!

রাম। কে তোমার দর্প চূর্ণ ক'রেছে? বৎস! এমন মহাবীর পৃথিবীতে কে?

ভৈরব। মহাপুরুষ লক্ষ্মণ!

রাম। কিরূপে ?

ভৈরব। আমি যখন ফলপূর্ণ তূণ আন্‌তে যাত্রা করি, তখন আমার মনে মনে অহঙ্কার জন্মে যে, এই সামান্য কর্ম্মে আমি যাচ্ছি কেন? গন্ধমাদন পর্ব্বতভার—যার ভারবোধ হয়নি, তার পক্ষে ক্ষুদ্র ফলের তূণ আনয়ন কর্‌তে যাওয়া অপমানজনক! কুমারের শয়নকক্ষে গিয়ে ছোটমা উর্ম্মিলাদেবীর নিকটে ফলের তূণ চাইলাম। মা হাস্‌তে হাস্‌তে হেলায় দু'টি ক্ষুদ্র তূণ আমার হাতে দিলেন! আমি প্রাণপণ শক্তিতেও সে তূণের ভার ধারণ কর্‌তে পার্‌লাম না। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন। শেষে ভারধারণে অক্ষম হ'য়ে সেইখানে ব'সে ফলগণনা ক'রে এসেছি।

রাম। গণনায় চতুর্দ্দশ বৎসরের ফলের সংখ্যা সমান হ'য়েছে ?

ভৈরব। সাতদিনের উপযোগী ফল সংখ্যায় কম হ'য়েছে।

রাম। ভাই। সে সাতদিনের ফল কি তুমি আহার ক'রেছিলে ?

লক্ষ্মণ। না দেব! আমি একদিনও আহার করি নাই। ঐ সাত দিন আমি ফল-আহরণ কর্‌তে পারি নাই।

রাম। সে কোন্ কোন্ সাত দিন ? মনে আছে ?

লক্ষ্মণ। আছে বইকি দাদা! সেই ভয়ঙ্কর সাতদিনের সাতটি বিষম দাগ্ হৃদয়ে অঙ্কিত হ'য়ে আছে। প্রথম—সীতাহরণের দিন। দ্বিতীয়—ইন্দ্রজিতের হস্তে মায়াসীতা বধের দিন। তৃতীয়—ঐ ইন্দ্রজিতের হস্তে নাগপাশ বন্ধনের দিন। চতুর্থ—যেদিন আমার সেই শক্তিশেলে পতন হয়। পঞ্চম—যেদিন মহীরাবণের হস্তে বন্দী হ'য়ে পাতালপুরে বাস করি। ষষ্ঠ—যেদিন রাবণ বধের সংকল্পে আপনি অকাল বোধন করেন। সপ্তম—মা জানকীর অগ্নি-পরীক্ষার দিন। এই সাতদিন আমি ফল আহরণ কর্‌তে পারি নাই।

বশিষ্ঠ। বৎস রামচন্দ্র! তুমি ত্রেতাযুগে আদর্শপুরুষ সর্ব্বপ্রধান মানব। কুমার লক্ষ্মণ ত্রেতাযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় মহাবীর। আত্মজয়ে, শত্রুজয়ে ইহা বীরত্ব জগতে অতুলনীয়!

রাম। (সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন) ভাই! সত্য বল তুমি ছদ্মবেশী কোন্ দেবতা? মানবমূর্ত্তিতে আমাকে দাদা ব'লে ডেকে আমার মানবজন্ম পবিত্র কর্‌তে এসেছ কে তুমি মহাপুরুষ? কোন্ দেবতা তুমি? মানবের মানবজন্মে, মানবদেহে এমন অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, আত্মসংযম কল্পনার অতীত—স্বপ্নযোগেও কল্পনার অতীত—অসাধ্য সাধন!

বশিষ্ঠ। বৎস রামচন্দ্র! তোমার স্নেহের অনুজভ্রাতা সাধারণ মানব ন'ন। কুমার লক্ষ্মণ তোমার আধাররূপী শক্তির অবতার স্বয়ং অনন্তদেব!

রাম। গুরুদেব! আপনার কথা প্রতিবর্ণে সত্য ব'লে আমার বিশ্বাস হ'য়েছে। লক্ষ্মণের যা কিছু সবই অনন্ত। রূপ অনন্ত। গুণ—অনন্ত শারীরিক শক্তি—মানসিক শক্তি—উভয়ই অনন্ত। অনন্ত অপেক্ষা মহাঅনন্ত লক্ষ্মণের রামসীতা-সেবায় আত্মত্যাগ—আত্মসংযম!

ফল-পাত্রহস্তে অগ্রে গুহক এবং পুষ্পমাল্য-পাত্রহস্তে তৎপশ্চাৎ
রতনের প্রবেশ ও রাম-সীতাকে প্রণাম।

গুহক। মিতে! তুমি রাজা হ'য়েছ। মা জানকীকে বামে ল'য়ে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে ব'সেছ—আমরা দেখ্‌তে এসেছি।

রাম। এস! এস! মিতে! তুমি সকলের শেষে এসেছ কেন?

গুহক। মহারাজ! আমি যে সকলের শেষের মানুষ। বিধাতা যে আমাকে সকলের শেষে সৃষ্টি ক'রেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্য অন্য শত শত জাতি ক'রে—তবে যে বিধাতা সকলের শেষে চণ্ডালকে

সৃষ্টি ক'রেছেন। আমি সকলের শেষের মানুষ—তাই সকলের শেষে এসেছি!

রাম। না মিতে! তুমি শেষের মানুষ নও। তুমি সকলের আগেকার মানুষ। আমার জীবনে সকলের আগে—তোমার সঙ্গে মিত্রতা হ'য়েছিল। তুমি আমার সকলের আগেকার মানুষ। তোমার সকলের আগে আসা উচিত ছিল। মিতে! আমার জন্য কি এনেছ?

গুহক। মিতে! তোমার জন্য এই ফল কয়টি এনেছি! তোমাকে বড় বড় লোকে বড় বড় যৌতুক দিয়েছে। স্বর্গের দেবতারা কুবেরের ভাণ্ডার থেকে বেছে বেছে দেবযৌতুক এনেছে। পৃথিবীর রাজারা কত হীরামণিমাণিক্যের যৌতুক এনেছে। আমি যেমন কাঙ্গাল—আমার যৌতুকও তেম্‌নি গাছের ফল!

রতন। (সীতার সম্মুখে যাইয়া) মা লক্ষ্মি! তুমি এখন আমার মহারাণী মা হ'য়েছ। তাই মা! এই তোমার জন্য বনফুলের মালা এনেছি। মা! তুমি অনেক দিন বনে ছিলে, বন-ফুল ভালবাস্‌তে, আর ত' এ জীবনে বনফুল দেখ্‌তে পাবে না। তাই তোমার জন্য আমি আপন হাতে গেঁথে এই বন ফুলের মালা এনেছি। এই নাও মা! তোমরা রাজারাণী দু'জনা দু'ছড়া পর!

[রামসীতার জানুর উপর মালা দু'ছড়া রাখিয়া উভয়কে পুনঃপুনঃ প্রণাম]

রাম। (গুহকদত্ত ফলপাত্র গ্রহণ এবং রতনদত্ত ফুলের মালা একছড়া নিজকণ্ঠে পরিধান; অপর ছড়া সীতার কণ্ঠে দিলেন)। রাজরাজেশ্বরী জানকি! রতনকে বনফুল মালার মূল্য দান কর!

সীতা। রতন! আমার কাছে এস!

রতন। (সীতার নিকটে গমন)।

সীতা। এস বাবা! কোলে এস! (রতনকে ক্রোড়ে ধারণ)।

সীতার ক্রোড়ে বসিয়া গীত।

রতন। গীত।

রাজকুমারী, তুমি রাজ-রাজেশ্বরী (তোমার) কোলে আমি চণ্ডাল নন্দন।
কি সাধে মা সোনার অঙ্গে লোহার শৃঙ্খলের বন্ধন ॥
(আমি যে মা চণ্ডাল-নন্দন)।
তোমার স্নেহের নাই উপমা, কিন্তু লোকে কি বোল্‌বে মা,
বোল্‌বে লক্ষ্মী নীচগামিনী ;—স্নেহ-মায়া নীচগামিনী ;—
যেমন রুচি তোমার! ফল পেয়েছ তার, বিধি তাই বিধাতার,—
তাই বনে গিয়েছিলে ছেড়ে রাজভবন ॥ (কোলে লয়ে চণ্ডাল নন্দন।)
স্বর্গের দেবতা বনের বানর সকলেরই মা তুই যে মা।
(মরি! মরি! মা তোর মায়ার কি মহিমা)
যে ডাকে মা সেই ভাবে মা, মা তুই শুধু আমারই মা।
স্নেহে সিন্ধু সমা, মাতৃ প্রতিমা, মা তোর তুই উপমা ;
যেন জীবনান্তে এম্নি পাই মা দরশন ॥

জয়ন্ত। (করযোড়ে রামের প্রতি) মহারাজ! রাজমাতা কৌশল্যাদেবী আপনাদের মঙ্গলকামনায় সর্ব্বমঙ্গলার পূজায় ব'সেছেন। পূজার শেষে আপনাদের রাজবেশ দর্শন ক'রে সদ্যাভিষিক্ত রাজারাণীকে নির্ম্মাল্য যোগে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন। আপনারা সকলেই একবার অন্তঃপুরে চলুন।

রাম। ভরত! লক্ষ্মণ! শত্রুঘ্ন! এস আমরা চারি ভ্রাতা এক সঙ্গে তিন মাতৃদেবীর চরণ বন্দনা করিগে। এস! মিতে!

সীতা। (রতনের মুখ ধরিয়া) রতনমণি! চল—অন্তঃপুর দর্শন কর্‌বে চল! (রতনের হস্তধারণপূর্ব্বক উত্থান)।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যার দক্ষিণ পল্লী—রাজকালয়।

আনন্দের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ।

আনন্দ— গীত।

নাম শুনে রাম দেখ্‌তে এলাম, সেই নাম ভাল কি—ভাল এই রাম।
দূরে শুনেছিলাম ভাল, কছে এসে ভাব হারালাম।
যে নাম করে' মহাপাপী চরমে পায় পরম ধাম।
(হায়রে) কর্ম্মঘোরে ঘোরেন তিনি, মুহূর্ত্ত তাঁর নাইক বিরাম॥
রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী পত্নীহারা শেষ পরিণাম।
(হায়রে) তাঁর চেয়ে যে আমি ভাল পদে পদে দেখে এলাম॥
আমি বরং সুখে আছি ভাব্‌তে হয়না সুনাম কুনাম।
(হায়রে) নামের তরে বড় লোকের দুঃখভোগের নাইক বিরাম॥

ভৈরবশর্ম্মার প্রবেশ।

ভৈরব। কে বাপু! তুমি? রামের নিন্দা ক'রে নামের মহিমা-কীর্ত্তন কর্‌ছ—কে তুমি?

আনন্দ। আমি আনন্দ। তুমি কে?

ভৈরব। আমি ভৈরব। অর্থাৎ আমরা দু'জন আনন্দ-ভৈরব।

আনন্দ। অর্থাৎ হাসি-কান্না। আনন্দের হাসি—আর ভৈরবের ভয়ে কান্না!

ভৈরব। আমায় দেখে কি তোমার ভয়ে কান্না পাচ্ছে?

আনন্দ। তোমার ভয়ে নয়—তোমার নামের ভয়ে। এত সুন্দর নাম থাকতে ভৈরব নাম পছন্দ ক'রেছ কেন? সদানন্দ, সদাশিব, আশুতোষ, উমাপতি এই সব সুন্দর নাম থাকতে ভৈরব নাম কেন?

ভৈরব। ঐ সব নাম যে মহাদেবের নাম!

আনন্দ। ভৈরব নামও ত' মহাদেবের নাম, মহাদেবের নাম হ'লে যদি মহাদেব হওয়া যায়, তবে হ'লেই বা মহাদেব—ক্ষতি কি?

ভৈরব। না বাবা! মহাদেব হ'তে চাই না। পত্নী এসে বুকে চেপে দাঁড়াবে।

আনন্দ। মহাদেব পত্নীর দেহ কাঁধে ক'রে কেঁদে কেঁদে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন! মহাদেব নেহাত্ ভোলানাথ কি না তাইতে তাঁর অমন দশা। আর তাতেই বা তোমার ভয় কেন? দোষের ভয়? দোষ হ'য়েছিল—না হয় দেবতার সমাজে। তুমি ত' আর সে দেবতা নও। মানুষের ঘরে ঘরেই দেখ্‌তে পাবে পতির বুকে চেপে পত্নী দাঁড়িয়ে আছে। মানুষে যে সাধ ক'রে বুক পেতে দেয়। যে বনে সকল শিয়ালের ল্যাজ কাটা, সে বনে ল্যাজ-কাটা শিয়ালের লজ্জা ভয় কিসের!

ভৈরব। সীতাদেবী'ত রামচন্দ্রের বুকে চাপ্‌তে পারেন নি?

আনন্দ! রামচন্দ্র মানব হ'লেও আদর্শ মানব। রামচন্দ্র পুরুষার্থ আর পুরুষকারের যুক্ত অবতার। তিনি আত্মসংযমী মহাবীর। সেই জন্য সীতাদেবী তাঁর সাধিকা ভক্ত—সেবিকা সহধর্ম্মিণী। কিন্তু রামচন্দ্রের পিতা মহারাজ দশরথ একজন খাঁটী ভোলানাথ। সেইজন্য কৈকেয়ী তাঁর বুকে চেপে আবদার ধর্‌লেন "আমি রাজার মা হ'ব—রামচন্দ্রকে বনে পাঠাও।" ভোলানাথ দশরথ উভয় সঙ্কটে প'ড়ে মরে গিয়ে বেঁচে গেলেন।

ভৈরব। দেবতাদের আদর্শ দেখে মানুষ শেখে; বড় লোকের

দেখে সাধারণে শেখে। দোষটা যেমন শেখে—গুণ শিখ্তে ত' কেউ পারে না। মানুষের পত্নীরা কালীর মত পতির বুকে চাপ্তে শিখেছে, কিন্তু উমার মত তপস্যা করা কেউ শিখেছে কি? কৈকেয়ীর মতন নারী অনেক আছে, কিন্তু সীতার মতন ক'জন আছে? দশরথের মত স্বামী অনেক আছে, কিন্তু রাম লক্ষ্মণের মত ভাই কোথায়ও আছে কি?

আনন্দ। রামলক্ষ্মণের মত ভাই—রামলক্ষ্মণ ভিন্ন আর নাই। সংসারে পুত্রবৎসল পিতা, পিতৃভক্ত পুত্র, পত্নীবৎসল পতি, পতিপরায়ণা পত্নী অনেক আছে; কিন্তু ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা, সংসারে বড় দুর্ল্লভ।

ভৈরব। তুমি গৃহসংসারের সকলকে অমন অশ্রদ্ধার চোখে দেখ কেন? তোমার বোধ হয় মা বাপ ভাই বোন কেহ নাই। কেমন?

আনন্দ। সংসারে আমার এক মা বই আর কেউ নাই। আমার ব'লে নয়। এ সংসারে সকলেই আমার মত। আপনার বল্‌তে এক মা বই অন্য কেউ নাই। পিতা বল, ভ্রাতাভগ্নী বল, পুত্রকন্যা বল, সকলেরই গরজের ভালবাসা—কেবল স্বার্থের খাতির। একমাত্র মা বই সংসারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা কা'রও নাই।

ভৈরব। আনন্দ! তুমি কি সংসার ত্যাগ ক'রেছ?

আনন্দ। আমি সংসার ত্যাগ করিনি—সংসার আমাকে ত্যাগ ক'রেছে। আমি মায়ের কাছে থাকি—মা-ই আমার সর্ব্বস্ব!

ভৈরব। তুমি বিবাহ কর—সংসারী হও।

আনন্দ। বিবাহ! সংসার। কেন! তার চেয়ে আমাকে রাজবাড়ীর কারাগারে দিয়ে এসনা কেন ঠাকুর! কারাধ্যক্ষ লোহার অলঙ্কার পরিয়ে ঠাণ্ডাবাসরে পাঠিয়ে দেবে—আমারও বিয়ের সাধ মিটে যাবে।

ভৈরব। কেন? বিবাহিত পুরুষ কি কারাগারের কয়েদীর মতন?

আনন্দ। তারও বেশী! তবে প্রভেদ এই—সে কারাগারের কর্ত্তা পুরুষ, আর এ কারাগারের কর্ত্তা স্ত্রীলোক।

ভৈরব। তা' হলে কি এই পৃথিবীর যত সংসারী গৃহস্থ সকলেই কারাগারের কয়েদী?

আনন্দ। দু'শবার! ঠাকুর! এই সংসারে যত মানুষ দেখ্‌তে পাও! এর মধ্যে মানুষ কয়টি?

ভৈরব। কটি?

আনন্দ। যা আছে তা অতি নগণ্য!

ভৈরব। আচ্ছা, এই সংসারধর্ম্ম দেখ্‌লে তোমার কি বোধ হয়? এই সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করা ঈশ্বরের ইচ্ছা—না সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করা ঈশ্বরের ইচ্ছা?

আনন্দ। ঈশ্বরের ইচ্ছা কি ক'রে বুঝ্‌ব? ঠাকুর! একটা বোকাসোকা মানুষের মনে ভিতর ঢুকতে পারিনে, আর ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝ্‌তে পার্‌ব? ভাল ঠাকুর! তুমি ত' আমার সকল কথা জেনে নিলে তোমার কোন কথা ত' আমি জান্‌তে পার্‌লাম না। বলত' বাবা! তোমার মা-বাপ, ভাইভগ্নী, ছেলেমেয়ে সংসারের সকলেই বর্ত্তমান আছেন? তাঁদের নাম কি?

ভৈরব। সংসারে আমার সকলেই বর্ত্তমান আছেন। আমার বড় সুখের সংসার! তাঁদের নাম ভিন্ন ভিন্ন নয়—সকলেরই একটি নাম।

আনন্দ। সেকি কথা! এক নাম! মা-বাপ, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলেরই এক নাম? সে নামটি বলত' ঠাকুর?

ভৈরব। সে নাম শ্রীরামচন্দ্র।

আনন্দ। (করযোড়ে) বাবা! তুমি কে? এক কথায় আমার ভ্রম ভেঙ্গে দিলে—তুমি কে? তুমি যেই হও, তুমি আমার সেই

মহাদেব! তুমি আমার মহাগুরু! এই অধমকে চরণে স্থান দাও! (প্রণাম)।

ভৈরব। (উঠাইয়া) আমি যদি তোমার মহাদেব—তাহ'লে তুমিও আমার সেই নন্দী—কেমন ?

আনন্দ। (পুনঃ প্রণাম করিয়া) ও বাবা! তোমার পেটে এত! আমাকেও বোকা বানিয়েছ! মা কোথায় ?

ভৈরব। আরে বাবা! সেই ত' আমার মাথা খেয়েছে! সে যে এখন অযোধ্যা ছাড়তে চায় না। মনে মনে লজ্জা হ'য়েছে। লঙ্কায় যখন ছিল, তখন রাবণের মায়ায় প'ড়ে রামচন্দ্রকে কষ্ট দিয়েছিল! এখন অযোধ্যায় এসে আবার সেই লজ্জায় রামচন্দ্রের কাছে দ্বিগুণ মাত্রায় বাঁধা প'ড়েছে। কখনও সীতাদেবীর সঙ্গে মিশে রামচন্দ্রের স্নেহ ভোগ কর্‌ছেন—কখনও কৌশল্যার সঙ্গে মিশে রামচন্দ্রের মাতৃভক্তি ভোগ কর্‌ছেন। পাগলী—বিষম পাগলী! আমাকে শুদ্ধ পাগল ক'রেছে! রাম! রাম!

আনন্দ— গীত।

ক্ষ্যাপা ক্ষেপী তারা দু'জন চাল চলন সব সৃষ্টি ছাড়া।
ন্যাংটা ক্ষেপী বহুরূপী ক্ষ্যাপা মিন্‌সের কপাল পোড়া॥
মদখেয়ে নাচে ক্ষেপী তাতে রক্তমাখা খাঁড়া।
ক্ষ্যাপা পড়ে পায়ের তলে ভয়ে যেন বাসি মড়া॥
ক্ষেপী যখন খুজে বেড়ায় ক্ষ্যাপা তখন দেয়না সাড়া।
কখনও বা বেড়ায় ক্ষ্যাপা কাঁধে লয়ে ক্ষেপীর মড়া॥
কর্ত্তা গিন্নীর সমান দশা অর্থ সম্বল ঝুলিঝাড়া।
(তবু) কোটি কোটি ছেলে মেয়ে ঘর-কন্না তিন জগৎ জোড়া॥

বিরক্তভাবে রঞ্জনরাজের প্রবেশ।

রঞ্জনরাজ। কেরে ব্যাটারা? ভদ্রলোকের বাড়ীর ধারে দাঁড়িয়ে খেউড় গান গাচ্ছিস?

ভৈরব। (উদ্দেশে) হে মধুসূদন! তোমার সৃষ্টি মানুষের কথায় এত মধু!

আনন্দ। কে বাবা! ঠ্যাঙ্গা হাতে মধুমঙ্গল! খেউর গান কোথায় শুনলে?

রঞ্জনরাজ। খেউড নয় ত' কি? চা'ল-চলন, ন্যাংটা মদ খেয়ে সাড়া দেয় না, "কর্ত্তা-গিন্নী—এসব অশ্লীল কথা খেউড় নয় ত' কি?

আনন্দ। কর্ত্তা-গিন্নি কি অসভ্য কথা? বাপু! তোমার স্ত্রী তোমার বাপমাকে কর্ত্তা-গিন্নী বলে না? তা'হলে কি তোমার বাপ-মা অশ্লীল? আমরা যে ভগবানের লীলাগান করছি। তোমার কানে খারাপ লাগল?

রঞ্জনরাজ। আরে ব্যাটা মূর্খ! ঐ লীলা কথাটাই যে খারাপ! ভগবান আর ভগবতী অর্থাৎ বেজায় অশ্লীল!

অশ্লীলতা অশ্লীলতা ঘোর অশ্লীলতা।
যে দিকে ফিরাই আঁখি ঘোর অশ্লীলতা।
রাজপথে চ'লি যবে হেরি দুই পাশে
যুবক যুবতী চলে পাশাপাশি,
কুসুম উদ্যানে হেরি প্রস্ফুটিত ফুল
মনে পড়ে প্রেমিকার কবরীর মালা।
পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী সবই অশ্লীল!
কোথা যাই, কি যে করি বুঝিতে না পারি,

ইচ্ছাহয় ত্যজিবারে অশ্লীল জগত
ঝাঁপ দিব জলে বাঁধি গলে সে কলসী।
মরিব মরিব আমি নিশ্চয় মরিব।

ব্যস্তভাবে রজকগৃহিণী তুরার প্রবেশ :

তুরা। ষাট্! ষাট্! ষেটের বাছা! শক্তুর ম'রুক্! তুই কেন মর্‌বি বাছা! শক্তুর ম'রুক্! হায়! হায়! হায়! আমার লোচনমণির কি হ'য়েছে, একবার দেখনা—বাবারা! আমি এক বচ্ছর মিনি কড়িতে তোমাদের কাপড় কেচে দেব! তোমাদের পায়ে পড়ি—একবার দয়া কর!

ভৈরব। হাঁগা বাছা! তুমি কে? এটি কি তোমার ব্যাটা?

তুরা। হ্যাঁ বাবা—হ্যাঁ! আমার সাত না—পাঁচ না—ঐ একটি নাড়ী ছেঁড়া ধন—বুকের ধন আমার! বাবা! কি কুক্ষণে বাড়ী থেকে পালিয়ে যেয়ে কোথায় কোন্ বামুনের কাছে যেয়ে ছাই লেখাপড়া শিখে এসে আমার মাথা খেয়েছে। বই প'ড়ে বাছার আমর ঘাড়ে কোন অপদেবতার ভর ক'রেছে!

রঞ্জনরাজ। তোর সাত গোষ্ঠীর ঘাড়ে ভর ক'রেছে! তুই এখানে মর্‌তে এলি কেনরে হতভাগা মাগী! চল্লাম আমি! জলে ঝাঁপ দেব! দেখি! আমায় কে রাখে!

তুরা। (আনন্দের প্রতি) ঐ দেখ বাবা! ঐ ওর ব্যারাম! আপন মনে খাবে দাবে, বেড়াবে, কোন কথা বল্‌লে, জলে ঝাঁপ দিতে যায়—গলায় ছুরি দিতে—বিষ খেতে যায়! আমরা মাগী মিন্‌সে ভয়ে ভয়ে মরি! জাত-ব্যবসা কর্‌বে না। ব'লে ইতর কাজ—ছোটলোকের কাজ কর্‌তে পার্‌বে না। কুটি গাছটা তুলে ফেলে না। কেবল—

রঞ্জনরাজ। (তুরার মুখে হাত দিয়া) গ্যাখ্ মাগী। ফের কথা কইবি ত' আমি এখুনি মজা দেখাব'।

আনন্দ। (রঞ্জনরাজের হস্তধারণপূর্ব্বক মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টি এবং সম্মোহন বিদ্যা প্রভাবে মুগ্ধ করণ) স্থিরো ভব! নীরবো ভব!

রঞ্জনরাজ। (একদৃষ্টে আনন্দের মুখপানে চাহিয়া নীরবে দণ্ডায়মান)।

আনন্দ। (তুরার প্রতি) বাছা! তোমার পুত্রের প্রকৃত নাম কি?

তুরা। আমরা আদর ক'রে নাম রেখেছিনু লোচন—ও নিজে নিজে নাম বা'র ক'রেছে, রঞ্জনরাজ।

আনন্দ। তোমাদের জাতীয় ব্যবসায় শিখেছে কি?

তুরা। না বাবা! ও কিছুই করে না। খায়-দায়, আপন মনে বেড়ায়। আর বই-কেতাব নিয়ে থাকে।

আনন্দ। লোচনের বিবাহ দিয়েছ কি?

তুরা। দিইছি বৈ কি! আমার ঘরভরা সোণার প্রতিমে লক্ষ্মীবউ! আহা! সে পরের বাছা! ওর জ্বালায় তিত-বিরক্ত হ'য়ে পালিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে গেচে!

আনন্দ। তা'র প্রতি কিরূপ ব্যবহার করত'?

তুরা। সে কথা আর ব'ল না, গোঁসাই ঠাকুর! বউটিকে আমার হাড়ে-নাড়ে জ্বালিয়েছে।

আনন্দ। ছেলেটি তোমার বাছা! ঐ লেখাপড়া একটু শিখেই বিগড়ে গেছে? ও'র দুইকুল গেছে! ঐ সামান্য লেখাপড়ায় অর্থ উপার্জ্জন হবেও না জাতীয় ব্যবসায়ও পারবে না। প্রথমে শাসন কর নাই, এখন তা'র ফল হাতে ভোগ কর, বাছা।

ক্রোধন রজকের প্রবেশ।

ক্রোধন। বাবাঠাকুর প্রণাম! প্রণাম! (উভয়কে প্রণাম) আমি

বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম! আজ তোমরা আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়েছ—আজ আমার সুপ্রভাত! বাবা! আমার কপাল বড় খারাপ! অমন জোয়ান ব্যাটা আমার, বাবা! ষাঁড়ের গোবর হ'য়ে গেল! খাটতে খাটতে প্রাণ ম'রে গেছে। ঘরখরচ চালাতে পারিনে! যা উপায় করি, তা'র বার আনা ওর খরচ। যদি দশখানা কাপড় ঘাটে এগিয়ে দেয়, তবুও আমরা বেঁচে যাই! দিন-রাত্তির খেটে মরি। ব্যাটা আমার রাজপুত্তুরের মতন মনের সুখে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তি হ'য়ে বেড়ায়। লোকে বলে ওটা পাগল! ব্যাটা আমায় বলে,—ও ছোটলোকের ব্যবসা কর কেন? হায়! হায়! কি কপাল আমার! ব্যাটা যদি ম'রে যেতো, তবুও মনকে বুঝাতে পারতাম যে আমার কেউ নাই!—(চক্ষু মুছিল)।

আনন্দ। ক্রোধন! কিছুদিনের মত তোমার ছেলেকে আমার হাতে দিতে পার? আমি এক মাসের মধ্যে ওকে মানুষ ক'রে দিব।

ক্রোধন। বাবা! এক্ষুণি! এই দণ্ডেই! তুমি নিয়ে যাও বাবা! তোমাদের কৃপায় ও যদি মানুষ হয়, বাবা! আমি জন্ম জন্ম তোমাদের দাস হ'য়ে থাকব! পায়ের ধূলা দাও বাবা! এমন জেতের ঘরে এমন ব্যাটা কেন জন্মাল বাবা! (পদধূলি গ্রহণ।)

আনন্দ। (রঞ্জনরাজের হাত ধরিয়া) চল লোচন! আমার পাঠশালে পড়বে, আর রাজবাড়ীতে প্রসাদ পাবে! চল!

রঞ্জনরাজ। (নীরবে আনন্দ এবং ভৈরবের অনুগমন।)

[আনন্দ, ভৈরব এবং রঞ্জনরাজের প্রস্থান।

ক্রোধন। তুরা! ভাবিস্‌নে! আমি ও ঠাকুরদের দু'জনকেই চিনি। খুব ভালমানুষ! রাজবাড়ীতে খুব খাতির। ওঁরা ভয় দেখিয়ে, নীতি কথা শুনিয়ে, একটু চেষ্টা কর্‌লেই লোচনা মানুষ হ'য়ে যাবে—বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস।

তুরা। আমি লোচ্‌নার কথা ভাব্‌ছিনে। একে রামরাজ্যি—তাতে আবার ওঁরা হ'চ্ছেন বামুনঠাকুর! ওঁদের দয়ার শরীর। ওঁরা কি গরীবের ছেলেকে কষ্ট দিতে পারেন? না নষ্ট কর্‌তে পারেন! আমি ভাব্‌ছি—আমাদের বউটির কথা! কি সাহস রে বাবা! যদি লোক জান্‌তে পারে, কথাই তুল্‌বে! হ'লই নাই ছেলেটা আমার অবোধ—কিন্তু সোমত্ত মেয়ে তোরই বা বুকের পাটা কি?

ক্রোধন। হাঁরে হাবি! তুই বলিস্‌ কি? সাধে কি সে পালিয়ে যায়! হাড়ে হাড়ে জ্ব'লে—না সইতে পেরে—তবে পালিয়েছে। তোর নিজের পেটের মেয়ে হ'লে কি কর্‌তিস্‌ বল দেখি! সে জামাই ব্যাটার বাপের বিয়ে দেখিয়ে দিতিস্‌!

তুরা। আরে, হাজার হোক্‌, মেয়েমানুষ যে! তুমি কি বুঝ্‌বে বল? আমরা মেয়েমানুষ—কাচের বাসন, একটু চিড় খেলেই ফেলে দিতে হয়! সেই নন্দী গাঁ—দু'ক্রোশ পথ। রাত্তির দুপুর, ঝাঁ ঝাঁ করছে—ঘুরঘুটি অন্ধকার! কোলের মানুষ চেনা যায় না! একলা! এই তেপান্তর মাঠ! এই অযোধ্যার দুর্জ্জয় সহর! ওরে বাপ্‌রে মনে হ'লে গা শিউরে জল হ'য়ে ওঠে! পথে পালে পালে যমদূতের মতন পাহারা দিচ্ছে—তাদের চেহারা কি! সে সব যমের হাত এড়িয়ে গেল কি ক'রে, ভাব্‌লে গা কাঁটা দেয়! লোকে শুনে বল্‌বে কি।

ক্রোধন। দৈবত্বো, না বুঝতে পেরে, ছেলে মানুষ ক'রে ফেলেছে যখন হাত কি! খুন ক'রে ফেল্‌বার ত' আর দস্তুর নেই!

তুরা। আমি কি খুন কর্‌তেই বল্‌ছি! যদি জানাজানি হয়—যদি জেতে খোঁটা পড়ে, তখন যে আমরাই খুন হ'ব! আমরা কাঙ্গাল গরীব মানুষ। আমাদের কপাল ছোট—কপালের ফের বড়! রাজা-রাজড়া হ'লে সবই মানিয়ে যেতো রে মানিয়ে যেতো! তাদের যে হ'ল

কপাল বড়—ফের ছোট। ছোট লোক আমরা, আমাদের সব কাজেই ভয়।

ক্রোধন। ছোট লোক বই কি, আমি বল্‌ছি, আমরা বড়লোক। আমি ত রামরাজা নই যে ডাঙ্গা দিয়ে ডিঙ্গি চালাব!

তুরা। ছোটলোকের—গরীবলোকের নানান দোষ। বল্‌তে নেই বড় ঘরের বড় বড় কাজ! সেই রাক্ষসের পুরী! ওমা আমি কোথায় যাব! কত কাল কাটিয়ে এল গো! আবার শুন্‌তে পাই নাকি কোন সন্ধানও ছিল না। ঐ আগুনের ফুল্‌কী—কি হ'ল না হ'ল তা ঐ ওপর-ওয়ালাই জানেন। কেমন দিব্যি ঘর ঘরকন্না কর্‌ছে! এদিকে আবার পাঁচমাস পোয়াতি! ও রাজা রাজড়ার সবই সাজে!

ক্রোধন। এই রে! পোড়ারমুখী মরে দেখ্‌ছি! চুপ কর—চুপ কর! ও কথায় তোর কাজ কি? ছোট মুখে বড় কথা! তাই ছাই ছোট ক'রে বল! গলা বড় ক'রে বলা এখুনি বেরিয়ে যাবে। কেউ শুন্‌তে পেলে এখুনি গর্দ্দানী যাবে। চল—চল—,এক গাদা সাবান মাখান কাপড় প'ড়ে আছে। চল ঘাটে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অন্যদিক দিয়া রাজার গুপ্তচর অনিবার গুপ্তের প্রবেশ।

অনিবার। (স্বগতঃ) ওঃ সেই বিষম কথা! এতদিন কানাকানি শুন্‌ছিলাম। আজ ত' স্পষ্টাক্ষরে শুন্‌লাম! অন্তরালে ছিলাম ব'লেই শুন্‌লাম? সম্মুখে এলে ত' শুন্‌তে পেতাম না! রাজলক্ষ্মী সীতাদেবীর চরিত্রে অবিশ্বাস! দুরপনেয় কলঙ্কারোপ! ওঃ! আমি মহারাজ রামচন্দ্রের গুপ্তচর। রাজ্যের গুহ্য সংবাদ সংগ্রহ ক'রে সেই সংবাদ যথার্থ ভাবে মহারাজকে জ্ঞাপন করা আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু আজ আমি কেমন ক'রে—কোন্ প্রাণে এই বিষম বিষময় বাক্য মহারাজের সমক্ষে ব্যক্ত

করব। আমার রসনা যে দগ্ধ হ'য়ে যাবে! অব্যক্ত অপ্রকাশিত থাকলেও আমার হৃদয় দগ্ধ হ'য়ে যাবে—আমিও কর্ত্তব্যচ্যুত হ'য়ে ধর্ম্মভ্রষ্ট হব। হে সর্ব্বদর্শী ধর্ম্মদেব! আপনি আমার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন, এই সর্ব্বনাশকর বিষম কর্ম্মে আমার কোন প্রকার অপরাধ নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা রাজান্তঃপুর—সীতাদেবীর গৃহ

কৌশল্যা এবং সুমিত্রার প্রবেশ।

কৌশল্যা। সুমিত্রা! আমাদের কি এমন দিন হ'বে! সূর্য্যকুলের এমন শুভলগ্ন কি বিনা সাধনায় উদয় হ'বে! আমি পৌত্র-মুখদর্শনের আশায় এতকাল বৈধব্য-দুঃখ ভোগ করতে বেঁচে আছি। সে আশা কি আমার বিনা সাধনায় পূর্ণ হ'বে!

সুমিত্রা। দিদি! আমার কথা বিশ্বাস কর! আমি বিশেষ অনুসন্ধান না ক'রে—বিশেষ লক্ষণ না দেখে তোমাকে বলি নাই। আমার কথায় বিশ্বাস কর।

সীতার প্রবেশ।

সীতা। (উভয়কে প্রণাম) মা! আমার জন্য কি প্রতীক্ষা করছিলেন? আমাকে ত' কেউ সংবাদ দেয় নাই মা!

কৌশল্যা। মা কুললক্ষ্মি আমার অযোধ্যারাজ্যের রাজলক্ষ্মি! তোমার জন্য সকল সময়েই প্রতীক্ষা করি। তবে কি জান মা! তুমি সকলেরই আনন্দময়ী প্রতিমা! এ আনন্দ আমি একা ভোগ করলে

অন্য সকলে যে দুঃখিত হ'বে! সেইজন্য তোমাকে চোখের অন্তরাল করতে হয়। মা! আজ আমি তোমাকে কতকগুলি উপদেশ দিতে এসেছি।

সীতা। (কৌশল্যার অঞ্চল ধরিয়া) মা! আপনার এই অঞ্চলই যে আমার সংসার-জ্ঞান শিখ্‌বার পাঠশালা। এই অঞ্চলের আশ্রয়ে যে আমি নিশ্চিন্তে আনন্দে বাস করছি! মা! কি উপদেশ দিবার ইচ্ছা, ক'রছেন দিন—আমি মাথায় ক'রে গ্রহণ করব!

কৌশল্যা। মা! এখন হ'তে আর আগেকার মত যথেচ্ছ স্বাধীন-ভাবে সন্ধ্যার পরে উদ্যান-ভ্রমণ ক'রনা। একাকিনী কোন স্থানে ব'সে চিন্তা ক'রনা! দিবাভাগে আলস্যবোধ হ'লে দিবানিদ্রার দোষ বিবেচনা ক'রনা! আহারের সময়ে যে কোন দ্রব্যে অভিরুচি হ'বে—তখনই তা' ব্যক্ত করবে। সে বিষয়ে লজ্জাবোধ ক'র না! অধিক শারীরিক পরিশ্রমের কোন কর্ম্ম ক'র না।

সীতা। (সুমিত্রার হস্তধারণপূর্ব্বক) ছোটমা। আমাকে আজ এই সব উপদেশ দিচ্ছেন কেন? আমি কি স্বেচ্ছাচারে কোন মন্দ কর্ম্ম ক'রেছি—হাঁ ছোট মা?

সুমিত্রা। মা আনন্দময়ী আমাদের! তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হ'বে! চন্দ্রমার পূর্ণিমার কিরণ উষ্ণ হ'বে। আমরা তোমাকে এইসব উপদেশ দিতে এসেছি কেন—জান মা? কিছুদিন পূর্ব্ব হ'তে বিধাতা তোমার প্রতি একটি নূতন জীবনের দায়িত্বভার অর্পণ ক'রেছেন।

সীতা। কে সে ছোটমা?

কৌশল্যা। (সহাস্যে) মা! ভাবী সূর্য্যকুলতিলক আমাদের পৌত্র নবকুমার তোমার উদরে আবির্ভূত হ'য়েছে! কিছুদিন পরে তার মাতৃত্বভার তোমাকে গ্রহণ করতে হবে মা!

সীতা। (সলজ্জভাবে) ছোটমা! উমা আমায় ডাকৃছে—যাই !

[অঞ্চলাবৃত হাস্যমুখে প্রস্থান।

সুমিত্রা। মা লক্ষ্মী আমার অতি লজ্জাবতী! এস দিদি! উর্ম্মিলা-বধূকে সকল কথা বুঝিয়ে বলিগে। মা উর্ম্মিলা আমার জ্ঞানবতী স্বয়ং সরস্বতী! উর্ম্মিলাই সীতার সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অন্যদিক দিয়া লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) ভগবান করুন যেন উর্ম্মিলার কথা সত্য হয়! মা জানকী আমার পুত্রবতী হ'বেন। তাঁর গণেশ-জননী মূর্ত্তি দেখে নয়ন সার্থক করব! নবকুমারের নবনী-কোমল দেবদেহ হৃদয়ে ধারণ ক'রে শক্তি-শেলাহত হৃদয় সুশীতল করব। এতদিনে আমার চতুর্দ্দশ বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যব্রত সার্থক হ'ল।

সীতার পুনঃ প্রবেশ।

সীতা। দেবর! বড়মা, ছোটমা দু'জনেই আমার গৃহে এসেছিলেন, তাঁরা কি চ'লে গেছেন? তুমি কি তাঁদের কাকেও দেখ নাই ?

লক্ষ্মণ। না মা! আমি মায়ের গৃহে এসে—বড়মা, ছোটমা, ভান মা! কোন মাকে দেখতে পাইনি! যা কিছু দেখলাম—এই মা তোমাকে!

সীতা। স্নেহের দেবর! আজকাল তুমি একটু আমার অবাধ্য হ'য়েছ! আমি যত অনুরোধ করি—তুমি আমার কথা রাখনা। আমি এত বলি যে, এখন ত' বনবাস শেষ হ'য়েছে—এখন অযোধ্যার রাজভবনে এসেছ! অযোধ্যা-রাজ্যের দ্বিতীয় মূর্ত্তি তুমি—তুমি রাজার মত কেশবেশ বিন্যাস কর! তুমি আমার কথা রাখনা। সত্যই বলছি—তোমার শরীরের অযত্ন দেখলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। মনে হয়—

একটা অমূল্য জীবনের শারীরিক মানসিক সকল সুখ আমরাই নষ্ট কর্‌লাম!

লক্ষ্মণ। মা! তোমার অপার স্নেহ। আমি আমার শরীরের সহস্র যত্ন কর্‌লেও মনঃপূত হ'বে না। মা! এই অযোধ্যার রাজভবনে এসে মনে হয়—আমি বনবাসে কুটীরে বড় সুখে ছিলাম! তখন তোমার অখণ্ডস্নেহ দিবানিশি ভোগ কর্‌তাম! এখন মা তোমার খণ্ডস্নেহ পেয়ে মনের স্নেহপিপাসা পূর্ণ হয়না।

সীতা। দেবর! আজ তুমি আমার মনের কথা অনুমান ক'রে ব'লেছ! আমিও বনবাসে বড় সুখে ছিলাম। তপোবনের সেই নীরব গম্ভীর সৌন্দর্য্য—আর এই অযোধ্যানগরের জনকোলাহলপূর্ণ অশান্ত শোভায় অনেক প্রভেদ। সেই অত্রি মুনিপত্নী অনসূয়ার সেই স্বভাবজাত মাতৃভাব কি আর এজীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব! জননীর মত আমাকে কোলে ক'রে বসিয়ে কেমন অকৃত্রিম স্নেহভাবে আমাকে বসনভূষণে সাজাতেন—আমার কেশ-রচনা ক'রে দিতেন—বনকুসুম সাজে সজ্জিতা ক'রে আমাকে বনদেবী ব'লে সম্ভাষণ কর্‌তেন। আহা! সেই জননী-মূর্ত্তি আর একবার দেখ্‌বার আশা কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ছি না।

হাস্যমুখে রামচন্দ্রের প্রবেশ।

[সীতা ও লক্ষ্মণের উভয়ে প্রণাম]।

রাম। জানকি! তুমি আমার বনবাস সঙ্গিনী বনদেবী! রাজ-সিংহাসনে রাজরাজেশ্বরী রাজ্যের রাজলক্ষ্মী। গৃহসংসারে গৃহলক্ষ্মী—অদৃষ্টের ভাগ্যলক্ষ্মী! যদি তোমার আবার বনদেবী সাজ্‌তে অভিলাষ হ'য়ে থাকে, তবে আমি তোমার সে অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ কর্‌ব!

সীতা। (করযোড়ে) প্রভু! তুমি সীতার অন্তর্যামী দেবতা! আমার বোধ হয় তোমার চরণ-সেবিকা সীতাকে বিধাতা রাজসিংহাসনের

জন্য সৃষ্টি করেন নাই! তপোবনের পবিত্র স্বভাব-সৌন্দর্য্য আমার এখনও মনোময় হ'য়ে আছে!

রাম। ভাই! আমার অনুমতি রইল! সীতা যখনই তপোবন দর্শন করতে ইচ্ছা করবেন, তখনই তুমি উপযুক্ত শরীর-রক্ষক অনুচর-বর্গের সহিত রথ সজ্জিত ক'রে সীতার সঙ্গে তপোবন-দর্শনে যাত্রা করবে! আমার দ্বিতীয় অনুমতির ক'রনা!

লক্ষ্মণ। দেখ! কোন্ তপোবন অযোধ্যার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী?

রাম। ভাগীরথী তীরে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। সেই পুণ্যাশ্রম একটি শ্রেষ্ঠ তপোবন।

সীতা। প্রভু! অধিক অনুচর সঙ্গে গেলে সে পুণ্যাশ্রমের শান্তি-ভঙ্গ হবে। আমার ইচ্ছা অল্পসংখ্যক অনুচর ভাগীরথীর এই পারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। তপোবন-ভ্রমণে একাকী দেবর আমার সঙ্গে থাকলে—আমি লক্ষ সঙ্গীর সঙ্গলাভ করব!

রাম। তোমার যেমন ইচ্ছা—যেমন অনুমতি—লক্ষ্মণ তাই পূর্ণ করবে। ভাই! গতকল্য নবীন প্রমোদ-উদ্যান অশোকবন নির্ম্মাণ শেষ হ'য়েছে। তুমি সীতাকে সঙ্গে ল'য়ে অশোকবন দর্শন ক'রে এসগে! যাও!

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা! (সীতার প্রতি) এস মা! (রামকে প্রণাম)

[প্রস্থান।

সীতা। চল!

[রামকে প্রণাম ও প্রস্থান।

রাম। (স্বগতঃ) হায়! হায়! এই মূর্ত্তিমতী শিব-সতীরূপা নারী মূর্ত্তিধারিণী দেবীকে আমি রাক্ষসপুরী বাসজনিত দোষে অবিশ্বাসিনী

অসতী জ্ঞানে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ ক'রে পরীক্ষা ক'রেছিলাম। উঃ! কি নিষ্ঠুর আমি।

দুর্ম্মুখের (অন্য নাম অনিবার গুপ্ত) প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন! (ভুমিষ্ঠ প্রণাম)।

রাম। স্বধর্ম্ম পরায়ণ হও! চিরকাল সুখে থাক!

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! চিরকাল সুখে থাক্‌বার আশীর্ব্বাদ বিড়ম্বনা মাত্র। অযোধ্যাবাসীর অদৃষ্টে সুখ নাই। অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ ঈর্ষাদ্বেষ, পরশ্রীকাতর। তারা—

রাম। তারা?

দুর্ম্মুখ। ক্ষমা করবেন মহারাজ, আমি বলতে পারব না।

রাম। বল—বল দুর্ম্মুখ! আমি সমস্ত নিন্দা-প্রশংসা শোনাবার জন্যই তোমাকে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছি।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! তারা বলে—রাজা বলবান—তাই তিনি সচ্ছন্দে অসতী স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করছেন।

রাম। দুর্ম্মুখ! না—না—, তোমার কি দোষ! আমি ভেবেছিলাম আমার প্রজারা আমার কথা অবিশ্বাস করবে না। সেইজন্য আমি লঙ্কাপুরে অগ্নি-পরীক্ষিত সীতাকে গ্রহণ ক'রেছিলাম। আমি যাঁ'কে সতী ব'লে গ্রহণ ক'রেছি, প্রজারা যে তাঁকে সতী বল্‌বেনা—একথা আমি পূর্ব্বে মনে স্থান দিই নাই! বল দুর্ম্মুখ! তুমি রাজনীতি-বিশারদ বুদ্ধিমান! বল—বর্ত্তমান সঙ্কটময় ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য কি?

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! আপনি অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র? না সীতা-পতি রামচন্দ্র? আপনি অসংখ্য প্রজার ধন-মান-প্রাণ-রক্ষক রাজা! না সতী স্ত্রীর স্বামী! আপনার সহধর্ম্মিণী সীতা একদিকে—আর এই অযোধ্যারাজ্য একদিকে—আপনি কোন্ দিক্ রক্ষা করবেন?

রাম। তুমি বল দুর্ম্মুখ—আমি কোন্ দিক্ রক্ষা করি!

দুর্ম্মুখ। মহারাজ আদর্শ মানব, মহাবীর, আদর্শ মহাপুরুষ, আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞানের শিক্ষাদাতা একজন সামান্য গুপ্তচর কথনই হ'তে পারে না। একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করুন।

রাম। দুর্ম্মুখ! হরধনুভঙ্গের দিন হ'তেই আমি সীতার স্বামী। আমি যদি একমাত্র সীতার স্বামিত্বে আমার জীবনযাপন কর্‌তাম, তা হ'লে কোন কথা ছিল না। কিন্তু যথন অযোধ্যার রাজত্ব গ্রহণ ক'রেছি, তথন আমাকে স্বামিত্ব রাজত্ব উভয় ধর্ম্মই রক্ষা কর্‌তে হ'বে। কিন্তু এথন দেখতে হ'বে কোন্ ধর্ম্ম আমার গুরুতর! রাজ্য আর সহধর্ম্মিণী! সহধর্ম্মিণী আমার—কিন্তু রাজ্য আমার নয়। আমি রাজ্যের—রাজার রাজ্য নয়। রাজ্যের রাজা। আমি প্রজাগণের একজন সাধারণ উপযুক্ত রক্ষক। এই সঙ্কটময় ক্ষেত্রে আবার সীতা পরিত্যাগ ক'রে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য! কিন্তু—

দুর্ম্মুখ। কিন্তু কি মহারাজ! ধর্ম্মরক্ষার জন্য ধার্ম্মিকের হৃদয়ে কিন্তু কি? মহারাজ! আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজ দশরথ সত্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য আপনাকে—তাঁর নিজের জীবনকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রেছিলেন! আপনি সেই স্বর্গীয় মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ধর্ম্মরক্ষার্থে আপনার হৃদয়ে কিন্তু কি? মহারাজ।

রাম। কিন্তু—দুর্ম্মুখ। সীতা স্বর্ণলতিকা যে আমার অস্থি-পঞ্জরে, মজ্জা-মর্ম্মে, শাখা-পঞ্জর পত্র-মুঞ্জরী বিস্তার ক'রেছে! কেমন ক'রে তাকে পরিত্যাগ কর্‌ব? যে আমার বনবাসকালে আমার সঙ্গত্যাগ ক'রেনি—আজ আমি রাজ্যবাস কালে কেমন ক'রে তাকে পরিত্যাগ কর্‌ব?

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! আপনি ত' মনে জানেন সীতা দেবী সতী?

রাম। হাঁ দুর্ম্মুখ! আমি জানি—আমার হৃদয়ের প্রতিরক্তবিন্দু প্রতি অস্থিমজ্জার পরমাণু জানে যে, আমার সীতা পবিত্রা সতী।

দুর্ম্মুখ। তবে কেন আপনি অযথা ব্যথিত হ'য়ে কাতরতা প্রকাশ করছেন? কার সাধ্য প্রকৃত সতীকে পতিবিরহিতা ক'রে! স্বয়ং যমরাজ সাবিত্রীকে সত্যবান্ বিরহিতা ক'রতে পারেন নাই। সত্যবানের পরমায়ু শেষ ক'রে তাঁকে মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত ক'রে সাবিত্রী হ'তে বিরহিত ক'রতে পারেন নাই! মহারাজ! আপনি নির্ব্বিকার চিত্তে সাধারণ লোকচোক্ষের সমক্ষ সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করুন। দু'দিনেই অজ্ঞান প্রজাগণ প্রবুদ্ধ হ'বে। সত্যজ্ঞানের আলোকে সকলেই সত্যতত্ত্ব দেখ্‌তে পাবে। হাস্যমুখী সতীদেবী এসে পতির বামে বিরাজ করবেন!

রাম। তবে—তবে যাও দুর্ম্মুখ! এই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মণকেআমার নিকটে আনয়ন কর। যাও—যাও! দুর্ম্মুখ!—

দুর্ম্মুখ। যে আজ্ঞা! (প্রস্থান)।

রাম। (স্বগতঃ) সেই সীতা—সেই হরধনুর্ভঙ্গের দিন সেই শরদিন্দু জ্যোতির্ম্ময়ী অবনত স্মিতবদনা কিশোরী—যে সীতা সুধাস্পর্শে আমার কিশোর দেহে সঞ্জীবনী শক্তিদান ক'রে আমার বামে এসে অবস্থান ক'রেছিল—যে সীতা নবযৌবনে আমাকে অযোধ্যার অন্তঃপুরে অমরাবতীর বৈজয়ন্ত শোভা দেখিয়েছিল—যে সীতা আমার বনবাস যাত্রাকালে নবযৌবন যোগিনী সেজে আমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আমার হৃদয়ে পিতৃসত্যপালনের ধর্ম্মশক্তি দান ক'রেছিল—যে সীতা দুর্বৃত্ত দশানন কর্ত্তৃক অন্তর্হিতা হ'য়ে আমাকে ত্রিভুবনব্যাপী অনন্ত অপার শ্মশান দৃশ্য দেখিয়েছিল, তাকে আজ কেমন ক'রে—কোন্ প্রাণে—এক কথায় পরিত্যাগ করব।

ব্যস্তভাবে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। অগ্রজদেব! আমাকে স্মরণ ক'রেছেন?

রাম। (গাত্রত্থানপূর্ব্বক) ভাই! ভাই! অনন্তরূপী অনন্ত বলদেব লক্ষ্মণ! তুমি একদিন সীতার জন্য বক্ষে শক্তিশেলের আঘাত ধারণ ক'রেছিলে—আজ আর একটি মহাশক্তিশেলের আঘাত হৃদয়ে ধারণ কর্‌তে হ'বে। প্রস্তুত হও ভাই! সে শক্তিশেল রাবণের! এ মহা-শক্তিশেল রামের! (উচ্চতর স্বরে) দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি ভাই! বুকপেতে দাঁড়া! আমি আঘাত করি!—ভাই!

(লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া রোদন)।

লক্ষ্মণ। (রামচন্দ্রের নয়নমার্জ্জনপূর্ব্বক) দাদা! দাদা! কি হ'য়েছ? কি এমন মহা অনর্থপাত হ'য়েছে যে, তুমি এত বিচলিত হ'য়েছ? বল দাদা! বল! আমার প্রাণ বড় চঞ্চল হ'য়েছে! বল দাদা! বল!

রাম। ভাই! শোন! শুনে চঞ্চল হ'য়ো না—শিউরে উঠ' না! শোন লক্ষ্মণ! সীতা দশমাসকাল রাক্ষসপুরীতে একাকিনী বাস ক'রেছিল—সেই জন্য এই অযোধ্যার জনসাধারণ সীতার সতীত্বে সন্দেহ ক'রে পরোক্ষে সীতা-চরিত্রের কুৎসা জল্পনা করে! জনসাধারণের এই ভ্রম দূর কর্‌বার কোন উপায় নাই! সুতরাং আমি কৃতসংকল্প হ'য়েছি—সীতাকে পরিত্যাগ কর্‌ব!

লক্ষ্মণ। দাদা! এ কথা সত্য?

রাম। ভাই! বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি সত্যই লোকে সীতা-চরিত্রে সন্দিহান। সত্যই লোকে সীতার কুৎসা জল্পনা করে।

লক্ষ্মণ। ওঃ! এতদূর! একটু অপেক্ষা কর দাদা!

(অসি-নিষ্কাশন পূর্ব্বক বেগে প্রস্থানোদ্যত)।

রাম। (লক্ষ্মণকে বাধা দিয়া) কোথা যাও ভাই অসি হস্তে কোথায় যাও?

লক্ষ্মণ। আমায় ছেড়ে দাও দাদা! আমি যাই! আমার কর্ণ অপবিত্র হ'য়েছে! পবিত্র ক'রে এখনই ফিরে আস্‌ব। দাদা! ছেড়ে দাও!

রাম। কোথায় যাবি? রে উন্মত্ত!

লক্ষ্মণ। দাদা! যা'রা আমার মা-জানকীর কুৎসা জল্পনা করে তাদের রসনা কর্ত্তন কর্‌ব! যাদের হৃদয়ে মা সীতার সতীত্বে সন্দেহ—তা'দের হৃদয়ে এই অসি আমূল প্রোথিত ক'রে—সে সব পাপহৃদয় উৎপাটন কর্‌ব! সেই রক্তে অপবিত্র কর্ণ অপবিত্র দেহ স্নান করাব! আমি যাই!

রাম। ত'াহলে, যে ভাই! সাধারণের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হ'বে। চিত্ত স্থির কর ভাই! বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সীতাকে ত্যাগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই!

লক্ষ্মণ। দাদা! তুমি মহাপুরুষ! বিধাতা ধর্ম্মের পাষাণ আবরণ দিয়ে তোমার হৃদয় গ'ড়েছেন। দাদা! তুমি সব কর্‌তে পার! তুমি পিতৃসত্য পালনের জন্য পিতার অপমৃত্যু ঘ'টিয়েছিলে। এইবার স্বহস্তে পত্নীহত্যা কর্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছ! দাদা! দাদা! আমার সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে ব'ল—মা আমার সতী—না অসতী?

রাম। ভাই! ভাই! তোমার ঐ তীক্ষ্ণধার তরবারি দিয়ে আমার এই পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে দেখ দেখি—আমার হৃদয়ের কোন রক্ত বিন্দুতে—কোন পরমাণুতে, সীতার সতীত্বে অবিশ্বাসের কোন চিহ্ন আছে কি না! আমি জগন্মাতা জগদম্বার মাতৃত্বে অবিশ্বাস কর্‌তে পারি। গোলোকবাসিনী লক্ষ্মী-সরস্বতীর সতীত্বে অবিশ্বাস কর্‌তে পারি, কিন্তু সীতার সতীত্বে অবিশ্বাস কর্‌তে পারিনি। আমি জানি, ভাই! সীতা

আমার কোরকমধ্যস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় নির্ম্মল! নারায়ণ পদার্পিতা, গঙ্গাজল বিধৌতা তুলসীপত্রের ন্যায় পবিত্রা।

লক্ষ্মণ। তবে দাদা! মাকে পরিত্যাগ কর্‌ছেন কেন? প্রজাগণের মনোরঞ্জনের জন্য? দাদা! তুমি আমার পরমগুরু, ইষ্টদেব! তোমার আদেশ পালন কর্‌তে আমি ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কিন্তু দাদা! তুমি নিশ্চয় জেনো—যে হস্তে আমি মাতৃ-নির্ব্বাসন কার্য্য সমাধা কর্‌ব—সেই হস্তে আমি আমার মাতৃদ্বেষী প্রজাকুল নির্ম্মূল কর্‌ব— নিশ্চয়ই কর্‌ব! স্বয়ং ত্রিশূলপাণি মহাদেব এসে যদি আমার বিরোধী হন—তবুও আমায় নিরস্ত কর্‌তে পার্‌বেন না।

রাম। তাহ'লে ত' ভাই! সতীনিন্দা আরও বৃদ্ধি হ'বে। লক্ষ্মণ! তুমি কি সতী-মাহাত্ম্য জান না? কার সাধ্য সতীকে দুঃখভাগিনী করে। তুমি দেখ্‌তে পাবে—দু'দিন পরে সীতা আমার সতীত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিতা হ'য়ে আবার এসে রাজরাজেশ্বরী হ'বেন। ভাই! ভাগীরথী পারে বাল্মীকির তপোবন অযোধ্যার অতি নিকটে। সীতা তপোবন দর্শনে অভিলাষিণী আছেন। তুমি তাঁকে তপোবন দর্শনাচ্ছলে, সেই বাল্মীকির তপোবনে রেখে এস! আমার সতীপূজার সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী গত হ'য়েছে! আজ বিজয়ায় বিসর্জ্জন ক'রে আসি, এস ভাই।

লক্ষ্মণ। আজ জান্‌লাম—মা জানকী! এই ঈর্ষাহিংসাদ্বেষপূর্ণ অপবিত্র মানবসংসার তোমার যোগ্যস্থান নয়! যেখানে মৃগ-ব্যাঘ্র, সর্প-ময়ূর একত্র বাস করে—স্বর্গীয় শান্তিময় সেই তপোবন তোমার যোগ্য স্থান। জানলাম-মা! তুমি এই রাজসিংহাসনের উপযোগিনী, রাজরাণী নও! তুমি মা! তপোবনবাসী তাপসের তপস্যারূপিণী গায়ত্রী দেবী! চল মা! তোমার স্থানে তোমাকে রেখে আসি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যার রাজন্তঃপুরস্থ নবনির্ম্মিত অশোকবন।

সীতা ও উর্ম্মিলার প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ এবং নৃত্যগীত।

নর্ত্তকীগণ— গীত।

মিলি আয় সখীগণে, সাধের সোণার অশোকবনে।
সোণার গাছে মণির কুসুম ফুটেছে হের নয়নে॥
সুরভি আমোদ ভরে, গুঞ্জে অলি ফুল' পরে,
কোকিল পঞ্চম স্বরে ডাকিছে প্রেমিক জনে॥
স্বভাবের শোভারাশি, শিল্পীর কৌশলে আসি,
মিশিতেছে হাসি হাসি অনন্ত বসন্ত সনে॥

নর্ত্তকীগণের দ্বিতীয় গীত।

নর্ত্তকীগণ। ২য় গীত।

রূপে নাইক উপমা, (যেন) ভারতী রমা।
অলোক ললামভূতা যুগল সুষমা॥
যেন দুটি স্বর্ণলতা, দু'য়ে দুই বিজড়িতা,
হাসি, হাসি মুখশশী যুগ চন্দ্রমা॥

সীতা। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) যাও! তোমরা বিশ্রাম করগে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

উর্ম্মিলা। দিদি! অশোকবন সার্থক নাম! সত্যই এখানে এলে মনে কোন শোক স্থান পায় না। এই পৃথিবীতে রাজরাজেশ্বরী রমণী অনেক আছেন—কিন্তু আমাদের মত আদরিণী ভাগ্যবতী কেহ আছেন ব'লে বোধ হয় না!

সীতা। স্নেহের ভগিনি উমা! কি ছার সৌন্দর্য্যের আধার এই সোণার অশোকবন! স্বামীর হৃদয়ই সতীর স্বর্গের নন্দন বন! যে নারী স্বামীর আদরিণী স্ত্রী—সেই ভাগ্যবতী ত্রিভুবনের আদরিণী।

উর্ম্মিলা। তাইবা আমাদের মত স্বামিসোহাগিনী কে আছে দিদি?

সীতা। উমা! সুখদুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়! সুখদুঃখে আত্মহারা হ'তে নাই! বিধাতা কার অদৃষ্টে কি বিধান ক'রেছেন—তা' কেউ জান্‌তে পারে না। আজ আমরা ত্রিভুবন-দুর্ল্লভ অতুল সুখে সুখিনী—কিন্তু বিধাতার বিধানে কাল হয়ত' আবার বনবাসিনী হ'তে হ'বে। আজ যে রাজরাজেশ্বরী—কাল হয়ত' সে পথের ভিখারী! মানুষে যদি অদৃষ্টলিপি জান্‌তে পারৃত—তাহ'লে অনেকে দুঃখভোগের পূর্ব্বে সাবধান হ'তে পারৃত।

উর্ম্মিলা। দিদি! পাপপুণ্যের ফলে জীব সুখদুঃখ ভোগ করে! যদি পাপের পথে আমি না যাই—তবে আমার অদৃষ্টে দুঃখভোগের বিধান বিধাতা কেন কর্‌বেন?

বিষণ্নমুখে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

উর্ম্মিলা। দিদি! আমি বড়মা'র কাছে যাই। তিনি আমার ডেকেছিলেন।

[প্রস্থান।

সীতা। বৎস! মুখখানি অমন বিষণ্ন কেন? চক্ষু দু'টি রক্তিমাভা ধারণ ক'রেছে—চক্ষুর পল্লবে জলবিন্দু লুকান র'য়েছে! বৎস! কি বিষাদে বিষণ্ন হ'য়েছ—আমায় বল!

লক্ষ্মণ। মা! বিষাদের কিছু নয়! তোমার শোন্‌বার যোগ্য কিছু নয় রাজসভায় ছিলাম—একটি বিষাদমূলক বিষাদের মীমাংসা দেখ্‌ছিলাম! পরোক্ষ বিষাদে হৃদয় আচ্ছন্ন ক'রেছিল। মা

তোমার চিরপ্রসাদময়ী মূর্ত্তি দর্শনে আমি প্রসন্ন হ'য়েছি। বিষাদে বিষণ্ণ হয়েছিলাম, এখন তোমার প্রসাদে প্রসন্ন হ'লাম! মা! একটি সুখ সংবাদ তোমাকে জানাতে এসেছি!

সীতা। কি বৎস! কি সুখ সংবাদ?

লক্ষ্মণ। মা! তুমি তপোবন দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলে! আজ অগ্রজদেব আমাকে অনুমতি ক'রেছেন—অযোধ্যার রাজসুখ ভোগের অবসাদে তপোবন দর্শনসুখ অধিকতর মনোরম বোধ হবে। সুন্দর সুযোগ উপস্থিত! চল মা। এই দণ্ডেই যাত্রা করতে হ'বে! চল মা!

[নয়নাবরণপূর্ব্বক অগ্রগমন।

সীতা। চল বৎস! সত্যই বড় সুখের সংবাদ! আমার অনেক-দিনের আশা আজ পূর্ণ হ'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ভাগীরথী তীরবর্ত্তী বাল্মীকির তপোবনের প্রান্তভাগ

সীতা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

সীতা। চেয়ে দেখ বৎস! কেমন শান্ত শোভায় বনান্তদেশ ধীর সৌন্দর্য্যে বিরাজ করছে। গুল্মলতা তরুরাজির কেমন অবিচ্ছিন্ন শ্যামশোভা! কেমন সমশিরে সমান্তরে নব-পল্লব মুঞ্জরী ভারে সুশোভিত র'য়েছে। এমন সুন্দর বনশোভা দর্শন ক'রে তুমি আনন্দলাভ করছ না কেন? অযোধ্যা রাজভবনে এই তপোবন যাত্রাকাল হ'তে তোমার মলিন মুখ, চির হাস্যময় নয়ন বিষাদমাখা! সমস্ত লক্ষ্য ক'রে

আস্‌ছি বৎস! আমায় সত্য-কথায় বল—কেন এমন নিরানন্দ ভাব তোমার? তোমার বিষণ্নমুখ দেখ্‌লে আমি মনে ব্যথা পাই—তাত' তুমি জান?

লক্ষ্মণ। মা! মা! ইষ্টদেবী আমার! (করযোড়ে) একবার আনন্দ মনে—স্নেহময় কণ্ঠে—আশ্বাসের স্বরে অভয়বাণীতে বল! মা! আমার কোন অপরাধ গ্রহণ কর্‌বে না?

সীতা। স্নেহের দেবর! ব'ল ব'ল! রঘুনাথের কোন অমঙ্গল ঘটনার আশঙ্কা নয় ত'? তাঁর চরণকমলে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হয় নাই ত'? তাঁর চিরমঙ্গল সুখশান্তির কোন ব্যাঘাতের আশঙ্কা নাই ত'?

লক্ষ্মণ। না মা! না মা! মা সতীদেবী আমার! তোমার পরম ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের কুশলের কণামাত্র নষ্ট হ'বার আশঙ্কা নাই!

সীতা। তবে, তবে বৎস! ব'ল—কি কারণে তুমি এত বিষণ্ন? ব'ল, আর আমায় উৎকণ্ঠার কণ্টকে বিদ্ধ ক'র না।

লক্ষ্মণ। (জানু পাতিয়া করযোড়ে) মা! চিরদুঃখিনী মা আমার! দু'দিনের জন্য তোমায় সুখভাগিনী দেখ্‌তে পেলাম না! হায় রে বিধাতঃ! তুমি কত পুত্র-কন্যা-পত্নী-শোকের কত বজ্রাঘাত প্রাপ্ত হ'য়ে এই চিরদুঃখিনী সীতামূর্ত্তি সৃষ্টি ক'রেছিলে! মাগো! বল্‌তে যে বুক ফেটে যায়—কণ্ঠ যে রুদ্ধ হ'য়ে আসে—মা! অগ্রজদেব রামচন্দ্র তোমাকে এই তপোবনে নির্ব্বাসন কর্‌তে অনুমতি করেছেন!

সীতা। নির্ব্বাসন! আমাকে! বল—বল বৎস আমি কি অপরাধে অপরাধিনী?

লক্ষ্মণ। মা! তুমি দীর্ঘকাল একাকিনী সেই দুশ্চরিত্র

দশাননের গৃহে বাস ক'রেছিলে—সেইজন্য অযোধ্যার প্রজা-সাধারণে তোমার সতীত্বের বিরুদ্ধে কুৎসার জল্পনা করে। শ্রীরামচন্দ্র এখন আদর্শ রাজা। তিনি প্রজারঞ্জনের জন্য—জনসাধারণের মনস্তুষ্টি সাধারণের জন্য তোমাকে নির্ব্বাসন ক'রেছেন।

সীতা। (উদ্দেশে) মা বসুন্ধরে! আমি অসতী! হে বিশ্বনাথ! তুমি সর্ব্ববিশ্বদর্শী বিশ্বসংসারের অণু পরমাণু বিন্দু-অণুবিন্দু দর্শন ক'রছ—তবুও আমি অসতী! হে জ্ঞানময় সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বনাথ! আমি অসতী! হে অযোধ্যারাজ্য! সুখে থাক! আমি তোমাদের দত্ত নির্ব্বাসন গ্রহণ ক'রে আশীর্ব্বাদ করছি—সুখে থাক! সুখে থাক! শতশত নিষ্কলঙ্ক চরিত্রা সতীর—সীতাধিকা মহাসতীর আবাসস্থল হ'য়ে—হে অযোধ্যা! সুখে থাক! সুখে থাক!

লক্ষ্মণ। মা! আমি—(দুই হস্তে বদনাবরণপূর্ব্বক রোদন) আসি তবে! (রোদন গদগদকণ্ঠে) মা! আমায় বি—দা—য় দাও! এ অধম নিষ্ঠুর সন্তানকে মনে রেখ' মা!

সীতা। দেবর! তোমায় মনে রাখ্‌বনা ত কা'কে মনে রাখব বৎস! মহিমময় রঘুনাথের সঙ্গে আমার ইহজীবনের সম্বন্ধ শেষ হয়েছে! আজ হ'তে তিনি আমার পরলোকের উপাস্য দেবতা। বৎস! যদি এ জীবনে আমার কোন স্নেহের স্মৃতি থাকে—তবে সে তুমি! যদি এ জীবনে আমার কোন চিন্তা থাকে—তবে সে তুমি! যদি এ জীবনে এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকে—তবে সে তুমি!

লক্ষ্মণ। (সীতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সীতার মুখপানে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) মা—মা! আমার একটি ভিক্ষা আছে!

সীতা। কি চাও? বল বৎস!

লক্ষ্মণ। মা! তোমার চরণের একটি মণিমঞ্জীর আমার বিশেষ আবশ্যক আছে মা!

সীতা। (চরণ হইতে মঞ্জীর-মোচন করিয়া লক্ষ্মণের হস্তে দিল) এই লও! এ মঞ্জীর কি হ'বে—দেবর?

লক্ষ্মণ। মা! আর ত' তোমাকে প্রণাম করতে পা'ব না! আর ত' তোমার পদধূলি পা'বনা। তাই মা! যতদিন বেঁচে থাকব—তোমার ঐ চরণালঙ্কার মণিমঞ্জীর আমার এই শিরস্ত্রাণের মধ্যে গোপনে রেখে (মুকুটের মধ্যে মঞ্জীর রক্ষাপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মুকুট পরিধান) এইভাবে মস্তকে ধারণ করব।

[করপুটে নয়নাবরণপূর্ব্বক প্রস্থান।

সীতা। যাও বৎস। দেবপুরুষ! জন্মদুঃখিনী সীতার চিরদুঃখময়ী স্মৃতি যদি এ সংসারে কোথাও থাকে—তবে সে বৎস! তোমার হৃদয়ে মাত্র! (নীরবে কিছুক্ষণ অবস্থানানন্তর) হা বিধাতঃ! যদি আমাকে চিরবনবাসিনী করবে ব'লে মনে ছিল, তবে রাজ-কুলবধূ ক'রেছিলে কেন? এতদূর অধঃপতন হ'বে ব'লে কি এত উচ্চে তুলেছিলে মা! ভাগীরথি! তোমার শীতল কোলে আশ্রয় গ্রহণ করতাম—কিন্তু মা! স্বামীর বংশধরকে গর্ভে ধারণ ক'রেছি—তার জীবনের দায়িত্ব যে এখন আমার! মা! তোমার চরণে আত্ম-সমর্পণ ক'রে তোমার কূলে ব'সে রইলাম।

ধীরে ধীরে বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। মা! জনকনন্দিনি! আমি তোমার পুত্র বাল্মীকি ঋষি! এই তপোবন মা! তোমার এই পুত্রের! পুত্রের আশ্রম নিকটে থাকতে কেন মা তুমি আশ্রয়হীনার মত ভাগীরথির কূলে বসে আছ?

সীতা। হে ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ! আপনি ত' আমার বর্ত্তমান

অবস্থা জানেন? আপনার সর্ব্বদর্শী জ্ঞানের গোচরে আমার কোন অবস্থা ত' অজ্ঞাত নাই!—ঋষিরাজ! অসতীত্বের কলঙ্কে কলঙ্কিনী ব'লে এই নিবিড় বনে আমি নির্ব্বাসিতা!

বাল্মিকী। কে কলঙ্কিনী? কে অসতী? মা তুমি! মন্দার পারিজাতে পূতিগন্ধ! সুধার বিষক্রিয়া! গায়ত্রীমন্ত্রে অর্থদোষ মা! তুমি আমার পূর্ব্ব-বিচরিত রামায়ণ মহাকাব্যের আদি নায়িকারূপিণী স্বয়ং সীতা আজ আমার সম্মুখে। চল মা নির্ব্বিকার চিত্তে পুত্রের আশ্রমে চল। আমার আশ্রম পবিত্র কর! আমার জন্ম-জীবন কর্ম্ম সাধনা সমুদয় পবিত্র কর!

সীতা। পিতঃ! দুঃখিনী কন্যার প্রতি যে আপনার অপার করুণা! আপনি মুক্তপুরুষ! কেন স্বেচ্ছায় একটি দুঃখভার-পীড়িত জীবের ভার গ্রহণ কর্‌ছেন?

বাল্মিকী। মা! এ ভার গ্রহণ যে পুণ্যফলের ভার গ্রহণ! এ ভার যে আমার অদৃষ্টলিপি! নিয়তির নির্দ্দিষ্ট সূচনা। রামায়ণ-কাব্যের কল্পনার যোজনা! আর কেন মা ছলনা! উঠ—চল মা! আশ্রমে চল!

সীতা। পিতঃ! আপনার নির্ব্বন্ধ অপরিহার্য্য! চলুন—আপনি অগ্রবর্ত্তী হ'ন।

বাল্মিকী। মা! আমার একটি বিশেষ অনুরোধ! তুমি মা ভগবতী—আমি ভক্ত। আমাকে "আপনি" সম্ভাষণ ক'র না! "আপনি" সম্ভাষণে মাতৃস্নেহ ব্যক্ত হয় না।

সীতা। (মৃদুহাস্যে) চল বাবা!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা রাজভবনের অন্তঃপুর-তোরণ

সুমিত্রা ও কৌশলাদেবীর প্রবেশ।

সুমিত্রা। দিদি! আমি ত' বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পার্‌লাম না। বশিষ্ঠ বামদেব দু'জনারই কোন সংবাদ পেলাম না। সেনাপতি জয়ন্ত বল্‌লেন—"মা সীতাদেবী তপোবন-দর্শনে গমন ক'রেছেন। সুমন্ত্র সারথীবেশে রথ-চালনা ক'রে গেছেন। রাজকুমার লক্ষ্মণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হ'য়ে সীতাদেবীর রক্ষকস্বরূপ যাত্রা ক'রেছেন।" সেনাপতির নিকটে আর বিশেষ কোন বিবরণ শুনতে পেলাম না।

কৌশল্যা। সুমিত্রা! এ সংবাদ ত' বিশ্বাসযোগ্য নয়! প্রাতঃকাল হ'তে ত' আমি আমার মা লক্ষ্মীকে দেখ্‌তে পাইনি! দিনমান গত হ'য়ে গেল—প্রায় সন্ধ্যা আগত। কোথায় তপোবন—কত ক্রোশ দূরে! আমার অনুমতি গ্রহণ না ক'রে—মা যে আমার এতদূরে গমন ক'রেছে—এত' বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। আমায় বুকে কেমন একটা তোলপাড় হ'চ্ছে।

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। দেবি! আমায় অনুসন্ধান করছিলেন কেন?

কৌশল। সুমন্ত্র! তুমি রথচালনা ক'রে কোথায় গিয়েছিলে! তোমার রথে আরোহণ ক'রে লক্ষ্মণ আর মা-লক্ষ্মী জানকী আমার কোথায় গিয়েছিল? তা'রা এখন কোথায়?

সুমন্ত্র। দেবি! আমি ত' কিছু জানি না। আজ প্রাতে কুমার লক্ষ্মণ আমাকে অনুমতি কর্‌লেন যে, মা-জানকী তপোবন দর্শনে গমন করবেন—রথ সজ্জিত কর! আমি রথ সজ্জিত ক'রে আনলাম।

লক্ষ্মণ আর মা-জানকী এসে রথে আরোহণ ক'রে অনুমতি করলেন যে, ভাগীরথী তীরে মহর্ষি বাল্মিকীর তপোবন-সীমায় গমন কর! আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'লাম! তাঁরা উভয়ে অবতীর্ণ হ'য়ে তপোবনে গমন করলেন। তিন চারিদণ্ড পরে লক্ষ্মণ একাকী প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে আমাকে অনুমতি করলেন যে. রথ ল'য়ে অযোধ্যায় ফিরে যাও! কুমার লক্ষ্মণ পদব্রজে ধীরে ধীরে আমার অনুসরণ করতে লাগলেন। আমি দ্রুতবেগে অশ্বচালনা ক'রে শূন্যরথ ল'য়ে অযোধ্যায় ফিরে এলাম। মহারাণি! আর ত' আমি কিছু জানি না। কুমারের অস্বাভাবিক বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য দেখে আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হই নাই। আমি প্রায় এক প্রহর পূর্ব্বে রাজভবনে উপস্থিত হ'য়ে নির্জ্জনে ব'সে চিন্তা করছিলাম। আপনাদের নিকটে আসবার সময়ে প্রহরিমুখে শুনলাম—কুমার লক্ষ্মণ ফিরে এসে সরযূতীরে একাকী ব'সে আছেন।

সুমিত্রা। লক্ষ্মণ সরযূতীরে ব'সে আছে কেন? আমাদের গৃহলক্ষ্মী মা জানকী কোথায়? সুমন্ত্র! তুমিই বা শূন্যরথ ল'য়ে এলে কেন? লক্ষ্মণই বা পদব্রজে একাকী এসে সরযূতীরে ব'সে আছে কেন? এ প্রহেলিকার অর্থ ত' কিছুই বুঝতে পারছি না!

সুমন্ত্র। দেবি! আমার বোধ হয় জনকনন্দিনী কিছুদিন তপোবনে বাস করতে ইচ্ছা ক'রেছেন।

কৌশল্যা। সুমন্ত্র! তুমি বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী প্রবীণ হ'য়ে অমন বালকের মত কথা ক'ইছ কেন! মা লক্ষ্মী সীতা যে আমার অন্তঃসত্বা! এখন যে প্রতি দণ্ডে তার প্রতি কার্য্যে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হ'বে। কার অনুমতিতে—কার ব্যবস্থায় সীতাকে তপোবন-বাস করতে পাঠান হ'য়েছে! আমাদের গৃহসংসারে এমন ঘোর স্বেচ্ছাচারের বিদ্রোহ

কে উপস্থিত ক'রেছে ? একি সর্ব্বনাশের কথা! এমন গৃহশত্রু কে ? এমন সর্ব্বনাশের সূচনা ক'রেছে কে ?

উদ্‌ভ্রান্তভাবে লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। আমি—আমি—বড়মা আমি! বড়মা! যে পাষাণ বুকে বেঁধে তোমার রামলক্ষ্মণ সীতাকে চৌদ্দবৎসরের জন্য বনবাস যাত্রা করতে দেখেছিলে—আজ সে পাষাণে বুক বাঁধলেও বুকভেঙ্গে যাবে! অন্য কোন কঠিন পাষাণ—যে পাষাণে এক সময়ে শত বজ্রাঘাত হ'লে ও চূর্ণ হয় না—মা! আজ সেই পাষাণে বুক বাঁধ! আজ তোর সংসার সুখের দুর্গোৎসব শেষ হ'য়ে গেল! আজ আমাদের বিজয়াদশমী! আজ মা তোর সোণার সীতা প্রতিমা বিসর্জ্জন ক'রে এলাম।

কৌশল্যা। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ। আমার সীতা নাই!

(ধীরে ধীরে সুমিত্রার ক্রোড়ে পতন)

সুমিত্রা। লক্ষ্মণ! ধর্ ধর্—দেখ্ দেখ্—দিদির বোধ হয় মৃত্যু হ'ল! জল—জল আন্—

লক্ষ্মণ। ভয় কি মা! ও পাষাণী মরবে না। ও পাষাণী যখন জগতের প্রধান ধার্ম্মিক পুত্র রামচন্দ্রকে গর্ভে ধারণ ক'রেছে—তখন মা! নিশ্চয় জেনো—বিধাতা, বজ্রাঘাত সহ্য করতে পারে—এমন পাষাণ দিয়ে ও পাষাণীর বুক বেঁধে দিয়েছেন। ভয় কি মা! ঐ দেখ্—ধীরে ধীরে নয়ন মেলে উঠে বস্‌ছেন।

কৌশল্যা। লক্ষ্মণ! বল্—বল্ কেমন ক'রে সীতা আমার পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গেল? বল্ রে বল্—এক একটি ক'রে সব কথা আমাকে বুঝিয়ে বল্—আমি পাষাণে বুক বেঁধেছি—তুই বল!

লক্ষ্মণ। মা! তোমার বধূ সীতা পৃথিবী ছেড়ে চ'লে যাননি—অযোধ্যার রাজপুরী ছেড়ে চ'লে গেছেন। বোধ হয় এ জন্মের

মত চ'লে গেছেন। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের আজ্ঞায় তাঁকে বনবাস দিয়ে এসেছি। তাঁর অপরাধ—যে তিনি দুশ্চরিত্র রাবণের পুরীতে একাকিনী বাস ক'রেছিলেন। অযোধ্যার প্রজাগণের মনে বিশ্বাস—জনকনন্দিনী অসতী। তাই তোমাদের সকলের অজ্ঞাতে আমি সেই সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন ক'রে এসেছি।

সুমিত্রা। বলিস্ কি ! সত্যই তুই মা-লক্ষ্মী সীতাকে একাকিনী বনে পরিত্যাগ ক'রে এসেছিস্ ? একবার আমাদের নিকটে এসে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লি না ?

কৌশল্যা। একবার আমাদের শুন্‌তে দিলি না—দেখ্‌তে দিলি না! আমার সোণার প্রতিমা আমাকে না ব'লে গঙ্গায় ভাসিয়ে এসেছিস—তবে কেন একেবারে পাপের শেষ ক'রে এলি না! কেন একটা অস্ত্রাঘাতে একেবারেই হত্যা ক'রে এলি না।

লক্ষ্মণ। (অট্টহাস্যে) হা—হা—হা! মা—মা! মহারাজ রামচন্দ্র যদি তেমন আজ্ঞা কর্‌তেন—তাহ'লে আমি স্বচ্ছন্দে সে কার্য্য শেষ ক'রে এতক্ষণ সেই সোণার শতদলপদ্মের মতন মুণ্ডটা কেটে হাতে ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে তোমাদের দেখাতাম—তোমরা বক্ষে করাঘাত ক'রে কাঁদ্‌তে—দেখে আমি হা—হা—হা ক'রে হাস্‌তাম। মা—মা! আমি সব কর্‌তে পারি—আমি দৈত্য-রাক্ষসের অপেক্ষাও নিষ্ঠুর মহাঘোর নৃশংস চণ্ডাল!

সুমিত্রা। লক্ষ্মণ! তুমি এখনই সেই তপোবনে যাও! সুমন্ত্র রথ লয়ে যান! যাও বাবা! মাকে আমাদের রথে ক'রে ল'য়ে এস! যা কিছু দোষ অপরাধ হয়—তার জন্য আমরা দায়ী।

লক্ষ্মণ। মা! তোমরা এতদিন লালন পালন ক'রেও—

তোমাদের কুলবধূ সীতাকে চিন্‌তে পার নাই—মা। চিন্‌তে পার নাই! তাঁর স্বভাব মধুর কোমল প্রকৃতি মা—তোমরা দেখেছ! তাঁর সেই সতীত্ব তেজোদ্দীপ্ত—বিদ্যুদ্দাম বিস্ফুরিত প্রভাময়ী ভগবতী মহাশক্তির দেবীমূর্ত্তি ত' কখনও তোমরা দেখ নাই! এই অযোধ্যা-নগরীর প্রতি—.য অযোধ্যায় সামান্য নগণ্য প্রজাগণ যাঁর সুধাধবল নির্ম্মল সতীত্বের প্রতি কালিমাময় কলঙ্কারোপ ক'রেছিল—সেই অযোধ্যানগরীর প্রতি—তিনি এখন নরকের ন্যায় ঘৃণার দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করেছেন। মা! আমাদের মতন তাঁর শতভক্তেরও সাধ্য নয় যে তাঁকে পুনরায় আনয়ন করে অযোধ্যামে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে।

কৌশল্যা। বলিস্ কি বাছা! মা আমার আর আস্‌বে না! কুলেরলক্ষ্মী আমার গৃহে আর আস্‌বে না?

সুমিত্রা। লক্ষ্মণ! কোন্ প্রজা মাকে আমার অসতী-ব'লেছে? আযাধ্যার কোন প্রজা লঙ্কাপুরিতে সীতার রাক্ষসী-পুরীমধ্যে প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রে এসেছে? কার কথায় বিশ্বাস ক'রে মা-জানকীকে বনবাসিনী ক'রে এলি?

কৌশল্যা। সুমিত্রা! আমার সঙ্গে এস! একবার রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি! যদি এই দণ্ডেই সীতাকে অযোধ্যায় আনয়ন ক'রে আমার সম্মুখে উপস্থিত না করে—তবে আমি তার সম্মুখেই আত্মঘাতিনী হ'ব! যে নিষ্ঠুর আমার লক্ষ্মীরূপিণী সীতাবধূকে বনবাসিনী করতে পারে—সে নিষ্ঠুর নিশ্চয়ই মাতৃহত্যা দেখ্‌তে পার্‌বে। আজ আমি আমার ধার্ম্মিক পুত্রের ধর্ম্মের ধ্বজা প্রতিষ্ঠা কর্‌ব। এস ভগ্নি! আমার সঙ্গে এস।

সুমিত্রা এবং কৌশল্যার প্রস্থান।

অন্যদিক দিয়া বশিষ্ঠ এবং জয়ন্তের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। এই যে! কুমার লক্ষ্মণ এইখানেই আছেন। কুমার! সত্যই কি মহারাজ রামচন্দ্র সীতাদেবীর নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা দান ক'রেছেন? সত্যই কি তুমি তাঁর আজ্ঞাপালন ক'রেছ?

লক্ষ্মণ। হাঁ দেব। আমি স্বয়ং সীতাদেবীকে নিবিড় বনে নির্ব্বাসন ক'রে এসেছি। আমার অগ্রজ মহারাজ রামচন্দ্র মহাধার্ম্মিক!—আমি তাঁর আজ্ঞাবাহী অনুজ!

বশিষ্ঠ। মা সীতাদেবীর কি অপরাধ?

লক্ষ্মণ। অযোধ্যার প্রজাগণ বলে সীতা অসতী। দুশ্চরিত্র দশাননের পুরীতে বাস ক'রেছিলেন!

বশিষ্ঠ। হায়—হায়! আমার ত্রিকালদর্শী বশিষ্ঠ নামে ধিক! আমার যোগ-তপস্যাও ধিক! আমি জানিনা সীতাদেবী সতী কি অসতী? সীতা-চরিত্রের ধর্ম্মাধর্ম্ম দর্শন কর্‌বার ক্ষমতা আমার নাই? আমি যাঁকে পাপবিন্দু স্পর্শহীনা দেবীজ্ঞানে অভিষেক ক'রে রাজরাজেশ্বরীরূপে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা ক'রেছি—সেই সীতাকে অজ্ঞান প্রজারা অসতী ব'লেছে ব'লে রামচন্দ্র বিশ্বাস ক'রেছেন? একবার আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন না?

লক্ষ্মণ। চলুন! বিজয়া-দশমীর পরদিন শূন্যবেদীর কেমন শোভা—একবার দেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যানগর—রজকালয়।

রজকগৃহিণী তুরা এবং রজকপুত্র (লোচন) রঞ্জনরাজের প্রবেশ।

তুরা। হাঁ বাবা! এমন ক'রে ক'টা দিন যাবে? আজ পনরদিন মিন্‌সে বাতে পঙ্গু হয়ে প'ড়েছিল—ঘরে যে একটা কাণাকড়িও আসেনি—আমি মেয়েমানুষ হ'য়ে কেমন ক'রে ঘরখরচ চালাই বল্ দেখি? আজ পাঁচদিন ধারধোর ক'রে চালাচ্ছি! লোকে আর ধার দেবে কেন? ধার চাইতে গেলে, লোকে তোর খোঁটা দিয়ে বলে যে, "মাগী! এমন পণ্ডিত ব্যাটা তোর—তবে তোর এমন দশা কেন?

রঞ্জনরাজ। এইত' দেখে এলাম—বাবা কাপড় পাট করছে।

তুরা। কি করে বল্! সবে কাল থেকে লাঠি ধ'রে একটু দাঁড়াতে পেরেছে—অম্‌নি পেটের দায়ে যা' পারে একা একা কাপড় পাট কর্‌ছে দেখে কি তোর মনে একটু কষ্ট হয় না? তোর মত লায়েক বেটা ঘরে থাকতে—অসুখ-বিসুখ হ'লেও দু'দিন শুয়ে থাক্‌তে পারে না! আমিও মেয়েমানুষ হ'য়ে লোকের কাছে ধার ক'রে বেড়াব? কাল রাত থেকে আমাদের দু'জনার খাওয়া হয়নি—তা' জানিস্? কাল কোথায়ও ধার পাইনি! যা দু'টি ঘরে ছিল—তোকে দিয়ে দুই মিন্‌সে মাগী আমরা পেটে কীল মেরে প'ড়েছিলাম। আজ যে ভিক্ষে করতে না বেরুলে আর উপায় নেই!

রঞ্জনরাজ। তা' আমায় কি করতে বল?

তুরা। আমি বল্‌ব—তবে তুই কর্‌বি? তোর আক্কেল কি বল্ দেখি? এতদিন কোন কথা ব'লিনি—তোর আক্কেলের মুখ চেয়েছিলাম

এখন যে আর না বল্‌লে চলে না—তোর মত লায়েক বেটা থাকৃতে আমরা মাগী মিনসে এই বয়সে খেটেখেটে মরব—আর তুই দিব্যি জামাজোড়া প'ড়ে ভদ্দর লোক সেজে বেড়াবি !

রঞ্জনরাজ। তা তুমি আমায় ধোপার কাজ কর্‌তে বল নাকি ?

তুরা। কেন ? দোষ কি—জাত যাবে ?

রঞ্জনরাজ। ছি মা ! তোমার প্রবৃত্তি বড় ছোট !

তুরা। আমার পিরবিত্তি ছোট বৈকি। তুমি চব্বিশ বছরের মরদ বেটা ব'সে ব'সে খাচ্ছ—ভদ্দর সেজে বেড়াচ্ছ—আর আমরা চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বুড়োবুড়ি—জলে, রোদ্দুরে ভিজে পুড়ে কাপড় ঠেঙ্গিয়ে মরছি—আমার পিরবিত্তি ছোট বৈকি ? আর কোন মা-বাপের হাতে প'ড়তে বাবা, তাহ'লে বুঝতে—কত ধানে কত চাল !

রঞ্জনরাজ। মা ! আমি ভদ্রসমাজে বেড়াই—সেটা কি তুমি ভাল দেখ না ?

তুরা। না—একটুও না ! আমিও ভাল দেখি না লোকেও ভাল দেখে না।

রঞ্জনরাজ। কেন ?

তুরা। তোর মা-বাপ্ ইতরবিত্তি ধোপার কাজ করবে—আর তুই বাবু, গায়ে ফুঁ দিয়ে ভদ্দর সেজে বেড়াবি—এটা কার চোখে ভাল দেখায়, এত কষ্ট ক'রে তোকে না পুষে—যদি একটা গাইগরু পুষতাম—তাহ'লে আজ যে তার দুধ বেচে খেয়ে বাঁচ্‌তাম। তাই বাপু ! আজ পষ্ট কথা বল্‌ছি তুমি নিজের খরচ নিজে চালাও !

রঞ্জনরাজ। তোমরা কি কর্‌বে ?

তুরা। আমরা ? এতকাল যা ক'রে আসছি—তাই করব ! এখন

দিন দিন শক্তিসামাথ্য কমে আস্‌ছে। বছরে তিন চারবার ব্যারামে ভুগ্‌তে হয়! এখনও যদি এই অবস্থায় তোমার খরচ চালাতে হয়—তাহ'লে আর দিনকতক পরে আমাদের ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে।

রঞ্জনরাজ। আমি হঠাৎ এখন অর্থসংগ্রহ করি কি উপায়ে?

তুরা। কেন বাপু! আমরা ধোপা-ধোপানী হ'লেও এই বয়সে আমাদের নিজের পেট চালিয়েছি—তোমার মত একজন ভদ্দর ছেলের জামাজোড়ার খরচ চালিয়েছি—আর তুমি চব্বিশ বছরের ভদ্দরলোক জোয়ান বয়সে নিজের খরচ নিজে চালাতে পার্‌বে না? সে কেমন কথা!

যষ্টিভর দিয়া বাতরোগক্লিষ্ট ক্রোধনের ধীরে ধীরে প্রবেশ।

ক্রোধন। (রঞ্জনরাজের প্রতি) ওহে বাপু! ভদ্দর লোকের ছেলে! আজ পাঁচটি টাকা যোগাড় ক'রে আন দেখি! দেখি ভদ্দরলোকের ছেলে ধোপা-ধোপানী মা-বাপের কোন কাজে আসে কিনা? আজ ত' কোন উপায়েও ঘরে মুখে হাত তুল্‌বার উপায় নেই!

রঞ্জনরাজ। পিতঃ! জন্মদাতা তুমি দেবতা সমান।
কহি সত্য কথা আজি শুন মন দিয়া।
অর্থ চিন্তা কোন দিন করি নাই আমি।
এতক্ষণ অবোধিনী মাতা মম আসি'
আমার সম্মুখে ভ্যান্‌-ভ্যানাইতেছিল—
অর্থহীন বাক্যে। তুমি বুদ্ধিমান পিতা।
(তাই) ভাবিয়াছি মনে কহিব স্বরূপ কথা।

ক্রোধন। বাপু হে! তোমার ওসব ধোপা ভুলান কথা ঢের ঢের শুনেছি! ও কথায় পেট ভরে না। অর্থ চিন্তে ত্যাগ ক'রেছ, বেশ

ক'রেছ! পেটের চিন্তেটাও কেন ত্যাগ কর না! সেটা কেন আমাদের ঘাড়ে দিয়ে রেখেছ!

রঞ্জনরাজ। পিতঃ! পিতঃ! ক্ষুধাজ্বালা অসহ্য সে জ্বালা।
না পারি সহিতে! জ্বালা জ্ব'লে উঠে যবে
কবিতা রচনাশক্তি কিছু নাহি থাকে।
তাই বলি শুন ওহে মম মাতা পিতা
তোমরা দু'জন! মম কর উপকার;
জ্বলিতে না হয় যেন জঠর জ্বালায়।

ক্রোধন। না বাবা! এ হাড়ে আর কুলোয় না! দয়া ক'রে তুমি এই উপকার ক'রে আমাদের বাঁচাও যে, তুমি এখন এই ধোপা-ধোপানীর ঘাড় থেকে নেমে যাও। বাপু! তুমি ভদ্দরলোকের ছেলে সেজেছ— কেন আর এই ধোপার ভাত খেয়ে অভদ্দর আচরণ কর! পথ দেখ।

রঞ্জনরাজ। শুন পিতঃ! সত্য কথা বলিব তোমায়।
উদার প্রকৃতি মম। তোমাদের অন্নে,
ধোপার রন্ধন অন্নে নাহিক বিকার।

ক্রোধন। আহা! বেটার কি দয়ার শরীর! বাপু হে! তোমার ধোপার ভাত খেতে বিকার হয় না—কিন্তু আমার যে এখন ভাত দিতে জ্বর আসে! তাই ব'লি বাপু! আর ঐ জ্বর-বিকারে দরকারে নেই। তুমি এখন চব্বিশ বছর বয়সের ভদ্দর লোক। নিজের ভাত নিজে চেষ্টা চরিত্তির ক'রে খাও।

রঞ্জনরাজ। কেমনে করিব চেষ্টা? না জানি রাঁধিতে!
ভিজে কাঠে ধোঁয়া হ'লে চক্ষু লাল হ'বে।

তুরা। কেন বাপু! তোর নিজে রাঁধতে হবে কেন? বউকে নিয়ে

আয়। সেই রেঁধে দেবে! তোর রেঁধে ভাত দেবার মানুষ কি আমরা ঘরে এনে দি'নিরে বেইমান! না হয় আমি রেঁধে দেব! তুই মাসে মাসে বেশী না পারিস্ দশটি ক'রে টাকা এনে আমার হাতে দে' দেখি! আমাদের রাজার হালে চ'লে যাবে! এ হাড়ীর হাল ঘুচে যাবে!

রঞ্জনরাজ। ব'লনা! ব'লনা! মাতঃ। ঐ অর্থের কথা।
অর্থ চিন্তা এলে মোর হয় মাথা-ব্যথা।
মাথাব্যথা হ'লে বল কেমন ক'রিয়ে,
রচিব কবিতা আমি ভাবিয়ে ভাবিয়ে?

ক্রোধন। তোর কবিতের কাঁথায় আগুন! ক্ষিধেয় আমার পেট জ্ব'ল্ছে! আর ও ব্যাটা এসে কবিতে ভাজছে! চলে যা—চলে যা—আমার সুমুখ থেকে চ'লে যা'! রাগের মাথায় হয় আমি খুন হ'ব—নয় তোকে খুন কর্‌ব। হায়! হায়! সেদিনে সেই রাজবাড়ীর এক বাবাঠাকুরের হাতে-পায়ে ধ'রে ব'লে ক'য়ে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম—দিয়ে নিশ্চিন্তি হ'লাম। ভাব্‌লাম এইবার হয়ত' মানুষ হ'বে। হায়! হায়! আমার কি তেমন কপাল যে, ও বেটার হাত থেকে বাঁচ্‌ব! দশদিন ত' গেল না—ওম্নি পালিয়ে এল'। তুই দূর হ' হতচ্ছাড়া! তোর চেয়ে আমি আঁটকুড়ো নির্ব্বংশে হ'য়ে বেশ থাক্‌ব!

হাস্যমুখে আনন্দের প্রবেশ।

আনন্দ। এই যে ঘরের যাদু ঘরে এসেছে। আমি রাজ্যময় খুঁজে বেড়াচ্ছি! ওহে বাপু রজকের পো। তোমার বেটা সহজে মানুষ হ'বে না। একটু গুরুতর আয়োজন কর্‌তে হ'বে।

তুরা। বাবাঠাকুর! দোহাই তোমার! গরীবের উপকার কর। যা' কর্‌তে হয় তুমি কর! আমাদের কোন কথা জিগ্যেস ক'র না! ওকে

মার, ধর, বাঁধ—যা ইচ্ছে কর বাবা! যাতে ওর ঘাড় থেকে ওর সেই কবিতে-পেত্নী নেমে যায় তাই কর।

আনন্দ। ভাল, তাই কর্‌ব! আমি সব আয়োজন ঠিক ক'রে এসেছি। ওকে একবার চক্রভ্রমণ যন্ত্রে নিযুক্ত কর্‌তে হ'বে!

রঞ্জনরাজ। চক্রভ্রমণ যন্ত্রের অর্থ কি?

আনন্দ। অর্থ ঘানিগাছ! রাজবাড়ীর কারাগারে ঐ যন্ত্র আছে।

রঞ্জনরাজ। কলুর বাড়ীতে যেমন ঘানিগাছ থাকে—তেম্নি ত'?

আনন্দ। হাঁ! হাঁ। তেম্নি! ধোপার ছেলে বাঁকা হ'লে কলুর ঘানিগাছে না যুত্‌লে সোজা হ'বে কেন?

রঞ্জনরাজ। ঘানিগাছের যে বলদ যোতে দেখেছি! মানুষ যুত্‌তে ত' দেখি নাই।

আনন্দ। তুমি যে বাপু! ধোপার বলদ! কোন কাজে আস্‌ছ না! বলদ ত' দূরের কথা। বাপু! তুমি যদি মানুষ না হ'য়ে গাধাও হ'তে—তা হ'লেও কাজে আস্‌তে। চল! এখনি আমার সঙ্গে চল আর বিলম্ব কর্‌ব না।

রঞ্জনরাজ। আমাকে ঘানিগাছে যুত্‌বে—আমি যদি টান্‌তে না পারি!

আনন্দ। দাঁড়ালেই পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত! সপাং! সপাং!

রঞ্জনরাজ। আমি যদি স্বেচ্ছায় না যাই?

আনন্দ। বাপু হে! তুমি যখন আমার মিষ্ট হিতোপদেশ অসহ্য বোধ ক'রে পালিয়ে এসেছ—তখন আমি আগে থেকে জানি যে, তুমি স্বেচ্ছায় যাবে না। যা'তে তুমি বাধ্য হ'য়ে যাও—তা'রও উপায় ক'রে তবে আমি তোমাকে নিতে এসেছি। এই দেখ, নগরের প্রধান

শান্তিরক্ষকের স্বাক্ষরিত আদেশ-পত্র। (আদেশ-পত্র দান) এই আদেশ পত্রের মর্ম্ম এই যে, এই দণ্ডেই আমার সঙ্গে তোমাকে অযোধ্যা কারাগারে যেতে হ'বে।

রঞ্জনরাজ। আমার অপরাধ কি? আমি কি চোর—না দস্যু?

আনন্দ। তুমি চোর-দস্যু অপেক্ষাও অপরাধী! তুমিতোমার মাতাপিতার কষ্টার্জ্জিত অর্থ জ্ঞানকৃত প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক আত্মসাৎ কর্‌ছ!

তুরা। বাবাঠাকুর! লোচন যাতে ভাল হয়, তাই কর। নিতান্ত কষ্ট হ'লে একটু দে'খ! আমরা বড় কষ্ট-যাতনা পেয়ে তবে এখন পাষাণ দিয়ে বুক বেঁধেছি। বাবা! পেটে জায়গা দিয়েছিলাম—আজ হাঁড়িতে জায়গা দিতে পার্‌লাম না।

আনন্দ! সে দোষ তোমাদের! লোহা দিয়ে কাস্‌তে গড়্‌তে হয়—আর পিতল-কাঁসা দিয়ে করতাল গড়্‌তে হয়! কিন্তু কাস্‌তে ভেঙ্গে করতাল গড়ালে ভাল বাজ্‌বে কেন?

রঞ্জনরাজ। ঠাকুর সত্য কথা বল দেখি, আমাকে ঘানিতে ঘুরিয়ে সাজিয়ে তোমার কি লাভ হ'বে?

আনন্দ। আমার কোন লাভ হ'বে না—লাভ হ'বে তোমার! তুমি অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে শিখ্‌বে—তোমার মা-বাপের দুঃখ দূর হ'বে—তোমার স্ত্রী ঘরে এসে লক্ষ্মীর মতন ঘরকন্যা কর্‌বেন।

রঞ্জনরাজ। আমার ধোপা নাম ত' ঘুচবে না!

আনন্দ। নাই বা ঘুচ্‌ল! বড়লোকের ছোট হওয়ার চেয়ে ছোট-লোকের বড় হওয়া ভাল নয় কি? অর্থবলে সকল দোষ ঢেকে যাবে।

রঞ্জনরাজ। অর্থের জন্য ছোটলোক হ'ব? ঠাকুর! তুমি জান না

আমার একখানি বই যদি ভাল রকম বিকিয়ে যায়—তা' হ'লে একদিনেই বড়লোক হ'তে পারি!

আনন্দ। এতদিন ত' দেখ্‌লে বাপু আর কেন?

রঞ্জনরাজ। হায়! হায়! বড় দুঃখ রইল যে, আমাকে কেউ চিন্‌লে না।

আনন্দ। চিনবে বাবা—সবাই চিনবে—যদি টাকা রোজগার করতে পার।

রঞ্জনরাজ। বেশ চল! একবার তোমার কথাই শুনে দেখি!

ক্রোধন। তুরা! ছোঁড়াটার বোধ হয় ভালই হ'বে! দেখা যাক্ কি হয়!

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বাল্মীকির তপোবন

অগ্রে কুশী-লব এবং পশ্চাতে মুনিকুমারগণের প্রবেশ।

আমোদ। ভাই হর্ষ! কুশীলবের শরীরে আশ্চর্য্য লক্ষণ আমি একটা দেখতে পাই!

হর্ষ। আমিও দেখতে পাই ভাই! দু'ভাইয়ের ঐ নবদুর্ব্বাদল শ্যামঅঙ্গে যেন কেমন একটি উজ্জ্বল লাবণ্যজ্যোতিঃ সর্ব্বদা লুকোচুরি খেলা করছে।

প্রমোদ। আমার বিশ্বাস—মা সীতাদেবী আমাদের কোন রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী! তা' না হ'লে অমন স্বর্গের দেবীর মত রূপ—দেবীর মতন স্নেহভালবাসা কি মুনিঋষি বামুনের ঘরের গৃহিণীর থাকতে পারে?

বিনোদ। আমি বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি মা সীতা ঠাকুর-দাদাকে বাবা বলে ডাকেন কিন্তু ঠাকুরদাদা মহর্ষি বাল্মিকী সীতার সঙ্গে কেমন ভক্তি গদগদভাবে কথা কন!

হর্ষ। আর একটি বিশেষ চিহ্ন দেখে আমার একান্ত বিশ্বাস জন্মেছে যে, মা সীতাদেবী রাজরাণী।

লব। কি চিহ্ন দেখেছ' ভাই হর্ষ!

হর্ষ! মায়ের সর্ব্বাঙ্গে যেন অলঙ্কার পরিধানের চিহ্ন!

আমোদ। মাকে শুধু রাজরাণী ব'লে বোধ হয় না! যেন কোন স্বর্গের মহাদেবী এসে কোন রাজ্যের রাজরাণী হ'য়েছিলেন! বনের পশুরাও মাকে ভালবাসে।

হর্ষ। ভাই! আরও একটি লক্ষণ দেখে আমার মনে একান্ত বিশ্বাস জ'ন্মেছে যে, কুশীলব দু'ভাই ক্ষত্রিয় রাজকুমার!

প্রমোদ। কি বিশেষ লক্ষণ দেখেছ ভাই, হর্ষ!

হর্ষ। কুশীলবের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার অনুরাগ! দু'ভাই আমাদের সঙ্গে ঠাকুরদাদার নিকটে সঙ্গীত সাহিত্য দর্শন শিক্ষা করে! যদিও এখন আমাদের অপেক্ষা সহজে অল্প সময়ের মধ্যে, হেলায় পাঠ শেষ করে—কিন্তু এসব বিষয়ের শিক্ষায় ওদের দু'ভাইয়ের ততদূর অনুরাগের চিহ্ন দেখ্‌তে পাইনা। আর—সেই যখন তমসার তীরপ্রান্তরে, ঠাকুরদাদার সম্মুখে দু'ভাই দু'দিকে দাঁড়িয়ে ধনুর্বিবদ্যা শিক্ষা করে তখন ঐ সুন্দর মুখ দু'খানিতে যেন আকুল অনুরাগের বিদ্যুৎরেখা চমকাতে থাকে।

কুশ। তা'হলে কি তোমরা কোন একটা দোষ দিয়ে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে চাও? জানিনা আমরা ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ! এ প্রশ্ন আমাদের মনে কখনও উদয় হয়নি।

লব। তা হ'ক ভাই হর্ষ! যদি আমরা ক্ষত্রিয় সন্তান হই—তাতেই বা দোষ কি? এতদিন ভাই-ভাইয়ের মত তোমাদের সঙ্গে খেলা ক'রেছি এখন হ'তে আমরা দু'ভাই দাস হ'য়ে তোমাদের সেবা করব। হ'লেই বা ক্ষত্রিয়—তোমরা কেন আমাদের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌বে?

হর্ষ। কে সঙ্গ ত্যাগ কর্‌বে? আমরা—না ভাই। আমরা কেন তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌ব?

কুশ। ভাই হর্ষ! ওসব কল্পনা মনে মনে চিত্র ক'রে কেন আমাদের দু'ভাইকে তোমাদের অমন নির্ম্মল—পবিত্র স্বর্গীয় অমায়িক স্নেহভালবাসা হ'তে বঞ্চিত কর! আমাদের কি ধনসম্পদ—কি ঐশ্বর্য্য দেখে তোমরা মনে কল্পনা কর্‌ছ যে, আমরা রাজপুত্র?

গীত।

মুনি বালকগণ। ঐ অতুল রূপরাশি, ঐ সুধাসম হাসি,
হেরে আঁখিনীরে ভাসি কখন হারাই কখন হারাই ;
(দেখে দেখে আরও বাড়ে আশা) (রূপে মাখা যেন ভালবাসা)
অপূর্ব্বগুণ ভূষণে, সাজায়ে বিধি যতনে,
রেখেছে বনে গোপনে, ভূতলে তুলনা না পাই ॥
কুশী-লব। তোমাদের সনে জনমিনু বনে তোমাদেরই জানি ভাই।
দূরে থেকে দেখে তোমাদের দু'জনে, ভাবি এখন কেন মুনির তপোবনে,
এ যে, রাজভাণ্ডারের ধন, সিংহাসন শোভন,
আমরা প্রেমে ভুলে, বনফুলে সাজাই ॥
মুনি বালকগণ। আমাদের ছেড়ে কোথাও যেও না ;
কুশী-লব। পর ভেবে মনে বেদনা দিও না ;
মুনি বালকগণ। তোমরা যদি পর হবে, আমরা কাঁদব কেন তবে,
কুশী-লব। এস ভাই মিলি সবে আনন্দে হৃদয় মাতাই ॥

হর্ষ। ভাই! সকলে স্থির হও! আমার একটি কথা শোন— শীতের পর গ্রীষ্ম আসবে ব'লে যে, আগে থাকতে কম্বল ফেলে ব'সে থাকব আর শীতে আতুর হব সেই বা কেমন কথা! ভগবান যখন যেমন রাখেন তখন তেমনই থাকব। কুশীলবকে হারাব ব'লে এখন থেকে কেঁদে কি হ'বে! এস ভাই! সবে আনন্দের খেলা করি।

প্রমোদ। কুশীলব ধনুর্ব্বাণের খেলা করুক আমরা সকলে দাঁড়িয়ে দেখি। দাদা কুশী! সেদিন তোমরা দু'ভাই ঠাকুরদাদার সম্মুখে যে একটা উন্নত দণ্ডের উপর একটা ফল রেখে দূর হ'তে বাণ নিক্ষেপ করে ফল বিদ্ধ করেছিলে সেই খেলা বেশ ভাল! আমরা তাই দেখব।

কুশ। ভাই! দণ্ডস্থ ফল বিদ্ধ ক'রে হস্তের লক্ষ্য স্থির করতে হয় লক্ষ্য সম্পূর্ণ স্থির হ'লে অনেক আশ্চর্য্য সন্ধান করা যায়। সেই সমুদয় সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদের একটা তোমাদের সকলকে এখনই দেখাব। ভাই! দু'টি যে কোন ফল আমাকে এনে দাও দেখি?

বিনোদ। ফল আমিই এনে দিচ্ছি। [বেগে প্রস্থান এবং দুইটি ফল লইয়া পুনঃপ্রবেশপূর্ব্বক কুশের হস্তে দান।] এই দু'টি ফল নাও ভাই।

কুশ। লব! মস্তকে ফল রেখে সেইভাবে দাঁড়িয়ে আমার মস্তকের ফল বিদ্ধ কর। উভয়ের বিদ্ধ ফল যেন এক সময়ে ভূমিতলে পতিত হয়—সাবধান!

উভয়ে দূরে দণ্ডায়মান হইয়া মস্তকে ফলস্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরের ফল লক্ষ করিয়া ধনুকে বাণ যোজনা।

হর্ষ। (সভয়ে) ভাই! ভাই লব! ভাই কুশ! ওকি? ওকি খেলা! ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল—তোমরা কি দেখাবে ভাই?

কুশ। আমরা উভয়ে একসময়ে পরস্পরের মস্তকের ফল বিদ্ধ কর্‌ব।

হর্ষ। ও বাবা! যদি কারও মস্তক বিদ্ধ হয়?

কুশ। তা'হলে আর শিক্ষার কৌশল কি—গৌরব কি?

আমোদ। (সভয়ে) না ভাই! ও সর্ব্বনেশে খেলায় কাজ নাই। ভাই! তোমাদের পায়ে পড়ি—ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ কর!

[নিষেধ করিবার উদ্দেশে লবকুশের নিকটে সকলের গমনোদ্যম।

লব। (সহাস্যে) তোমাদের মধ্যে যে বাধা দিতে আমাদের নিকটে আস্‌বে—তাকেই প্রথমে বাণবিদ্ধ কর্‌ব—সাবধান!

বিনোদ। (সভয়ে) ও বাবা! যাই মাকে ব'লে দিইগে—দু'ভাই আপনাআপনি হানাহানি কর্‌ছে!

[সকলের পলায়ন।

বাল্মিকীর প্রবেশ।

বাল্মিকি। (হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক) কুশীলব! ক্ষান্ত হও!

কুশীলব। (লজ্জিতভাবে অধোমুখে দণ্ডায়মান।)

বাল্মীকি। বল দেখি স্বেচ্ছাচারী বালক! গুরুআজ্ঞা লঙ্ঘনের ফল কি ?

কুশ। (অধোবদনে) ফল মহাপাপ!

বাল্মীকি। আমার কি বিশেষ আজ্ঞা ছিল? স্বেচ্ছাচারিন্! ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কি বিশেষ আজ্ঞা ছিল—বল?

কুশ। (পূর্ব্ববৎ অধোবদনে) রঙ্গভূমিতে আপনার সম্মুখে ব্যতীত অন্যত্র কোথাও কোনপ্রকার সন্ধানকৌশল দেখান আপনার বিশেষ নিষেধ আছে।

বাল্মীকি। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

কুশ। আপনি আজ্ঞা করুন।

লব। (বাল্মীকিকে আলিঙ্গন করিয়া) দাদা! দাদা! ক্ষমা কর! এমন কর্ম্ম আর কর্‌ব না! তুমি রাগ ক'রনা দাদা! আমরা খেলার আনন্দে মত্ত হ'য়ে—দাদা! তোমার আজ্ঞা ভুলে গিয়েছিলাম। দাদা! (সরোদনে) বড় অন্যায় ক'রেছি—মন কেমন কর্‌ছে। দাদা! ক্ষমা কর! আর কর্‌ব না (অশ্রুমার্জ্জন।)

কুশ। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রুমার্জ্জন।)

বাল্মীকি। (কুশীলবকে একত্র করিয়া উভয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক) ভাই! কেঁদনা। আর কি আমার ক্ষমা কর্‌বার বিলম্ব আছে। (স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা উভয়ের চক্ষু-মার্জ্জন) ভাই কুশীলব আমি বৃদ্ধবয়সে আমার বাল্যকালের মত পুতুলখেলা আরম্ভ ক'রেছি! তোমরা দু'টি আমার সেই পুতুলখেলার দু'টি পুতুল।

গুহক ও রতনের প্রবেশ।

গুহক। (আত্মগত) আ মরি! কিবা অপরূপ রূপ রে! যেন কুমার কামদেবের সম্মিলিত যুগল বাল্যমূর্ত্তি! কিবা নবদূর্ব্বাদল শ্যামল কোমল কান্তি বাল্যের তরুণ লাবণ্যে টলটল কর্‌ছে। আহা! এক মূর্ত্তির যুগলরূপ! মরি! মরি! শতদলের দলের মত বড় বড় চক্ষু দু'টিতে সুধার তরঙ্গের সঙ্গে যেন আনন্দজ্যোতির প্রতিবিম্ব খেলা কর্‌ছে। আহা! প্রতি অঙ্গে যেন শ্রীরাম-জানকীর প্রতি অঙ্গের ছবি দেখা যাচ্ছে! (রতনের প্রতি) চেয়ে দেখ রতন! চণ্ডাল-চক্ষু সার্থক কর।

রতন। আ মরি! মরি!—বাবা! আমি কথা কইতে পারছি না—কথা কই'তে গেলে দেখার ব্যাঘাত জন্মে!

বাল্মীকি। গুহক! নিকটে এস!

গুহক। (রতনের হস্তধারণপূর্ব্বক নিকটে আগমন)।

বাল্মীকি। কুশীলব! এঁরা আমাদের অতিথি—এঁদের অভ্যর্থনা কর!

কুশীলব। (উভয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক) আমাদের আশ্রমে আসুন!

গুহক। (কুশীলবের প্রতি) বাবা! আমরা পিতাপুত্র অস্পৃশ্য চণ্ডাল। আমাদের হস্তত্যাগ কর। গঙ্গাজলে স্নান ক'রে কুটিরে যাও।

লব। দাদা! (বাল্মীকির প্রতি) দাদা! ইনি কি ব'লছেন—শুনেছ'?

বাল্মীকি। কুশীলব! ওঁরা রামভক্ত মহাপুরুষ! জাতিতে চণ্ডাল হ'লেও রামনাম-মাহাত্ম্যে ওঁদের চণ্ডালত্ব দূর হ'য়ে পরম পবিত্র হ'য়েছেন!

গুহক। মহর্ষি! এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কোন্‌টি? আপনি লবকুশী ব'লে সম্ভাষণ কর্‌ছেন—জ্যেষ্ঠের নাম কি কুশী?

বাল্মীকি। গুহক! (কুশের হস্তধারণপূর্ব্বক) এইটি জ্যেষ্ঠ—এর

নাম কুশ। (লবের হস্তধারণপূর্ব্বক) এইটি কনিষ্ঠ এর নাম লব। শ্রুতি-মধুরতার জন্য কুশ-লব না ব'লে কুশীলব ব'লি ।

লব। (সহাস্যে) জ্যেষ্ঠ ! জ্যেষ্ঠ ! দাদা ! ঐ (কুশকে দেখাইয়া) দাদা আমার কত বৎসরের জ্যেষ্ঠ ? দশ বৎসরের ? না বার বৎসরের ?

বাল্মীকি। ভাই ! কুশী তোমার অর্দ্ধদণ্ডের জ্যেষ্ঠ !

কুশ। তবুও ত' আমি বড় ! আমায় ত' দাদা ব'লে ডাকৃতে হবে !

লব। কি ক'রি ! নাচার।

গুহক। মহাপুরুষ—আমার মা কেমন আছেন ?

বাল্মীকি। মা জনকনন্দিনী কুশলেই আছেন। চল। আমার আশ্রমে চল। দেখবে কুশী লবকে পেয়ে তাঁর নয়নে নীরব রোদনের অশ্রু—অধরে আনন্দের মৃদুহাসি।

গুহক। মহর্ষি। আমাকে দেখে যে মায়ের সুপ্ত শোক জাগ্রত হ'বে।

বাল্মীকি। সেজন্য কোন চিন্তা ক'রনা। এস।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা রাজভবন সাধারণ বহিঃপ্রকোষ্ঠ।

একাকী লক্ষ্মণের প্রবেশ এবং পাদচারণ

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) আজ দ্বাদশ বৎসর গত। তবুও সেই পাষাণভেদী মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য ভুল্‌তে পার্‌লাম না। সেই অলোকললামভূতা, মানবীমূর্ত্তি-ধারিণী দেবী গর্ভভারালসা হ'য়ে ঊর্ম্মিলার সঙ্গে আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে সবলচিত্তে অশোক-বনে বিরাজ কর্‌ছিলেন। আর আমি মা জানকীকে চণ্ডালের ন্যায় তপোবনে ভাগীরথী-তীরে বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম।

ভরতের প্রবেশ এবং লক্ষ্মণের স্কন্ধস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান।

ভরত। ভাই! আর কি এ জীবনে তোমার সেই চির হাস্যময় মূর্ত্তি দেখ্‌তে পা'ব না?

লক্ষ্মণ। মাকে আমার যখন প্রজাবৎসল ন্যায়বান্ শ্রীরামচন্দ্রের চিরনির্ব্বাসন আজ্ঞা জানালাম—তখন মা আমার দিকে ক্ষণকাল একদৃষ্টে চেয়ে র'ইলেন। তখন সেই মায়ের করুণ দৃষ্টি—

ভরত। ভাই! আমার কথা শোন—

লক্ষ্মণ দাদা! দাদা! বিধাতা কি দিয়ে মানুষের প্রাণ গ'ড়েছেন—বল্‌তে পার? আহা যে প্রাণে একসময়ে পুষ্পের আঘাত সহ্য হয় না আবার সেই প্রাণে ত' অন্য সময়ে বজ্রাঘাতও সহ্য হয়! হায় রে নির্ব্বোধ মানব! এত আঘাত স'ইতে এ পৃথিবীতে এসেছ কেন? এ পৃথিবী ছেড়ে চ'লে যাও—সকলে একদিনে চ'লে যাও! দেখি—সেই বিধাতা কাকে নিয়ে তাঁর স্বেচ্ছাচার রাজত্ব করেন!

ভরত। ভাই! আজ তুমি শোকে, দুঃখে প'ড়ে বিধাতার বিধানে দোষারোপ কর্‌ছ!

শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। দাদা! আমি কোথায় যাই? কার কাছে যাই—ব'লে দাও না! আর ত' অবিশ্রান্ত হাহাকার শুন্‌তে পারি না! আজ বার বৎসর আনন্দের মুখ দেখি নাই! প্রাণ যে আমার অস্থির হ'য়ে উঠেছে! আর কতদিন এমন ক'রে হতাশ প্রাণ ল'য়ে বেড়াব'?

সুমিত্রাদেবীর হস্তধরিয়া ধীরে ধীরে কৌশল্যাদেবীর প্রবেশ।

সুমিত্রা। এই যে! তোমরা তিন ভাই এখানে আছ! যাও দেখি শত্রুঘ্ন! তোমাদের জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে একবার এই স্থানে আমার নাম

ক'রে ডেকে আন! আজ সকলেই একসঙ্গে একটি যুক্তি স্থির ক'র্‌তে হবে।

শত্রুঘ্ন। যাই মা!

[প্রস্থান।

ভরত। কি যুক্তি ছোট মা?

সুমিত্রা। বৎস! দেবীর শোকাভিভূত হৃদয়ের ত' কোন পরিবর্ত্তন হ'লনা? আজ বার বৎসর সেই অশ্রুধারার সেই হাহাকারের কিছুমাত্র বিরাম নাই ত'? তোমাদের সকলকেই দেখি—যে যার মনের বেদনায় অস্থির হ'য়ে আছ। আর ত' আমি দেবীকে প্রবোধ দিয়ে রাখ্‌তে পারছি না! দেবীর দিন দিন চিত্তবিভ্রম বৃদ্ধি হ'চ্ছে!

ভরত। ছোট মা! গৃহদাহের সময়ে কোন্‌দিক রক্ষা ক'রি—স্থির করা যায় না! মা জানকী আজ দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে যে অনল জ্বেলে দিয়ে গেছেন—সেই অনলে অযোধ্যাপুরী ভস্মরাশিতে পরিণত হ'বে!

কৌশল্যা। বাবা! তোমরা কে কে এখানে আছ?

ভরত। বড় মা! মহারাজ রামচন্দ্র ব্যতীত সকলেই আছি!

কৌশল্যা। হা—হা! সকলেই আছে? অযোধ্যাপুরীর সকলেই আছে? স্ত্রী-পুত্র বালক-বৃদ্ধ সকলেই আছে? গাভী, বৎস, অশ্ব, হস্তী সকলেই আছে! আহা! কেবল নাই মাত্র সেই সকল জীবের আনন্দ-রূপিণী—সেই একটি প্রাণী—সেই একটি চক্ষুর জ্যোতিঃ—প্রাণের শক্তি—মা জানকী আমার নাই! দু'টি দিন মাত্র আমার কাছে এসে একটু বিশ্রাম কর্‌ছিল—তাও তোমার প্রাণে স'হৈল না? আবার বনবাস! চিরদিনের মত বনবাস!

লক্ষ্মণ। বড়মা! বড়মা! সেই নিষ্ঠুর কার্য্য কে সহস্তে ক'রে এসেছে—তা জানেন? এই অযোধ্যাপুরীতে একজন ছদ্মবেশী চণ্ডাল

আছে—সেই এই কার্য্য স্বহস্তে ক'রে এসেছে। মা! সে যেমন তোমাদের তিনজনকে মা ব'লে ডাকে—তেমনি মুক্তকণ্ঠে তোমার সেই মা-জানকীকে মা ব'লে ডাক্‌ত! আহা! লোকে জানত, কত ভক্তি! মা! সে চণ্ডাল কে জানেন কি?

কৌশল্যা। কে বাবা তুমি? আমার চক্ষের জলে সব সময় দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে—ভাল ক'রে দেখ'তে পাইনা বাবা! এই বার বৎসর আমার নিকটে একবারও স্থির হ'য়ে দাঁড়াওনা কেন?

লক্ষ্মণ। মা মা! আমি মহাপাপী! আমার পাপের দীর্ঘ নিশ্বাসের আগুনে তুমি পুড়ে যাবে ব'লে—মা! তোমার সম্মুখে দাঁড়াইনা। মা! এ চণ্ডালকে আর নিকটে স্থান দিও না!

কৌশল্যা। বাবা! আমার কি আর আগুনে পুড়্‌বার ভয় আছে? মহারাজের মৃত্যুর দিন আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলাম! চৌদ্দবৎসর সেই আগুনের কুণ্ডে ছিলাম। পরে তোমরা ফিরে এসে দু'দিনের জন্য হাত ধ'রে তুলেছিলে! আবার সেই আগুনের কুণ্ডে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ!

লক্ষ্মণ। মা! এইবারের আগুনের কুণ্ড আমি স্বহস্তে জ্বেলেছি! সেইজন্য আমি তোমার নিকটে যাই না।

কৌশল্যা। বাবা! আজ তোকে সম্মুখে পেয়েছি! বলত' বাবা! মা-জানকী আমার তপোবন দেখ্‌তে যাবার আনন্দে হাস্‌তে হাস্‌তে যেয়ে যখন সেই সর্ব্বনাশের কথা শুন্‌লে,—তখন কি ব'লে কেঁদেছিল?

সুমিত্রা। বৎস! আগুন আর জ্বেলে দিও না! আমি আর এ পাগলিনীর ভার সম্বরণ কর্‌তে পারি না। তোমরা সকলেই যোগ্য পুত্র। তোমরা তোমাদের মাতৃ সেবা কর। আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

ভরত। বড় মা! চল, মহারাজ রামচন্দ্রের নিকটে যাই! তাঁকে

গিয়ে বলি যে, হয় আর্য্যা সীতাদেবীকে অযোধ্যায় আনয়ন করা হ'ক্—নয় আমাদের সকলকে সেই তপোবনে গিয়ে বাস কর্‌বার অনুমতি দেওয়া হ'ক্! আমরা বারবৎসর অপেক্ষা ক'রেছি—আর আমাদের ক্ষমতা নাই।

কৌশল্যা। ভরত! তুমি বুদ্ধিমান পুত্র! উত্তম কথা ব'লেছ। চল—একথা জিজ্ঞাসা করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যার রাজসভা

রামচন্দ্র বশিষ্ঠ এবং সুমন্ত্রের প্রবেশ।

রাম। গুরুদেব! অযোধ্যারাজ্যে এক অভিনব অশান্তির উদয় হ'য়েছে। সংবাদ শুনেছেন কি?

বশিষ্ঠ। বৎস অশান্তির সংবাদ ত' আমি জানিই। তোমা কর্ত্তৃক দুর্ব্বৃত্ত দশানন সবংশে নিহত হ'লে আমরা মনে ক'রেছিলাম যে রাক্ষসবংস সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়েছে। লবণ নামে রাবণের যে একজন ভাগিনেয় আছে—তা' কেউ জান্‌ত না। সেই লবণরাক্ষস মাতুলবংশ ধ্বংসের প্রতিহিংসা সাধনের জন্য কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট ক'রেছিল। সে এখন শিবদত্ত শূলপ্রভাবে অতি দুর্জ্জয় হ'য়েছে। অমিততেজা মহাবীর মান্ধাতাকে বধ ক'রে সমুদয় বীরসমাজের নিকটে অজেয় ব'লে গণ্য হ'য়েছে। সে এখন প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে অযোধ্যারাজ্যে অত্যাচার কর্‌ছে?

রাম। লবণরাক্ষস কে? কার পুত্র? তা'র বাসস্থান কোথায়?

বশিষ্ঠ। মধুনামক একজন রাক্ষস তপোবনে দুর্জ্জয় হ'য়ে একটি রাজ্য স্থাপন করে। সেই রাজ্যের রাজধানী মধুপুর বা মথুরা। সেই মধুরাক্ষস বাহুবলে রাবণের মাতৃস্বস্কন্যা কুম্ভীনসীকে হরণ ক'রেছিল। সেই রাক্ষসী কুম্ভীনসীর গর্ভে মধুরাক্ষসের এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্র এই লবণ রাক্ষস।

রাম। (সুমন্ত্রের প্রতি) সুমন্ত্র! লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নকে একবার আমার আহ্বান জানাও।

সুমন্ত্র। (নতমস্তকে) যে আজ্ঞে!

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। বৎস রামচন্দ্র! দুর্দ্দান্ত লবণকে দমন কর্‌বার জন্য কা'কে যুদ্ধে প্রেরণ কর্‌বে মনস্থ ক'রেছ?

রাম। দেব! ইন্দ্রজিৎ-জয়ী লক্ষ্মণ বর্ত্তমান যুগে মহাবীর। সর্ব্বাগ্রে তাকেই এ যুদ্ধে বরণ কর্‌ব মনস্থ ক'রেছি!

বশিষ্ঠ। বৎস রামচন্দ্র! আজকাল কি তুমি লক্ষ্মণের আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ কর নাই? তার দুর্ব্বল শীর্ণ আকৃতি দেখ্‌লে আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। দ্বাদশ বৎসর তার মুখ-মলিনতা সমভাবে আবৃত র'য়েছে। আমার মনে আশঙ্কা হয় যে, সে এ যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌তে পার্‌বে না।

রাম। গুরুদেব! রাবণ লক্ষ্মণকে যে শক্তিশেল আঘাত ক'রেছিল! সে আঘাত তার বক্ষে চারি প্রহরকাল মাত্র স্থায়ী ছিল। কিন্তু আমি তার বক্ষে স্বহস্তে যে শক্তিশেলের আঘাত ক'রেছি—সে আঘাত দ্বাদশ বৎসর সে হৃদয়ে ধারণ ক'রে আছে। আমি তার রাবণ হ'তেও ঘোরতর শত্রু!

বশিষ্ঠ। কুমার ভরতও চতুর্দ্দশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে শক্তিহীন হ'য়েছে।

রাম। আমিও শক্তিহারা হ'য়ে শক্তিহীন হ'য়েছি। এইবার বোধ হয় আমা হ'তেই সূর্য্যকুল গৌরব অযোধ্যারাজ্য লয়প্রাপ্ত হ'বে!

সুমন্ত্রের সহিত ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের প্রবেশ।
রামচন্দ্র ও বশিষ্ঠকে প্রণাম।

রাম। এস! আমার অমাবস্যার আকাশের তিনটি ক্ষীণ নক্ষত্র! ভাই! আজ আমি বড় বিপন্ন! অযোধ্যায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত!

লক্ষ্মণ। আবার বিপদ! আবার অশান্তি! সে কি! মহারাজ আপনার রাজ্যে যত বিপদ—যা কিছু অশান্তি—সবই ত' আমি স্বহস্তে ভাগীরথী-তীরে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি।

রাম। ভাই। তুমি হৃদয়ে আঘাত পেয়েছ, সত্য কিন্তু সে আঘাতে যে তুমি আমার প্রতি ভক্তিহীন হ'বে এ কথা বিশ্বাস হয় না।

লক্ষ্মণ। আমার হৃদয়ে ভ্রাতৃভক্তির অভাব দেখ্‌তে পেয়েছ—দাদা?

রাম। ভাই! তোমার হৃদয়ে যেদিন ভ্রাতৃভক্তির অভাব হবে, সেদিন এই বসুন্ধরা সর্ব্বব্যাপী মরুভূমিতে পরিণত হ'বে! তোমার হৃদয়ে আমার জন্য সতত একটা দেবভক্তি থাকৃত! ভাই! সেই দেবভক্তি এখনও আছে কি?

লক্ষ্মণ। দাদা! সত্য কথা বলি শোন—সে দেবভক্তি আমার বাল্যে ছিল না—প্রথম যৌবনে সঞ্চার হ'য়েছিল—ক্রমশঃ বৃদ্ধি হ'য়েছিল! পৃথিবীতে আমার তিন মাতা। এই তিন মাতা ব্যতীত মানুষের যেমন অন্য ছয় মাতা থাকেন—আমার তাও আছেন! এই সমুদয় মাতার মাতৃত্বময়ী এক স্বর্গের দেবী পৃথিবীতে এসেছিলেন! দাদা

তুমি আমার সেই সর্ব্বমাতৃত্বময়ী দেবীর স্বামী হ'য়েছিলে ব'লে, তোমাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি কর্‌তাম। এখন সে দেবীও নাই—আর দেবভক্তিও নাই!

রাম। ভাই! আমি সীতার স্বামী ব'লে কি আমার গৌরব?

লক্ষ্মণ। (করযোড়ে) মহারাজ! আপনার রামনামে অনন্ত গৌরব। কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত গৌরব কত অধিক—তা' পৃথিবীর লোকে সকলেই জানে।

রাম। ভাই! তোমার কথায় অবিনয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

লক্ষ্মণ। মহারাজ! আমি আপনার নিকটে যে কোন একটি গুরুতর অপরাধে স্বেচ্ছায় অপরাধী হ'বার চেষ্টা কর্‌ছি।

রাম। কেন—ভাই!

লক্ষ্মণ। অপরাধী হ'লে রাজদণ্ড প্রাপ্ত হ'ব—সম্ভবতঃ চিরনির্ব্বাসন দণ্ডের আজ্ঞা হ'বে। তা'হলে এ জীবনের শেষভাগ পরমানন্দে কাটাতে পার্‌ব।

রাম। ভাই! সত্যই আমি বিপন্ন। অযোধ্যারাজ্যের অশান্তি জ'ন্মেছে—শৈববলপ্রাপ্ত দুর্জ্জয় লবণরাক্ষস অযোধ্যাবাসিগণকে পীড়ন কর্‌ছে—এমন সময়ে তোমার উদাসীন হওয়া উচিত্ নয়।

লক্ষ্মণ। মহারাজ! আমার বিশ্বাস—হৃদয়ে উত্তেজনার সঞ্চারণা না হ'লে বাহুতে বলসঞ্চার হয় না। দুষ্ট রাবণ যদি সীতাদেবীকে হরণ না কর্‌ত'—তা'হলে আমি লঙ্কাযুদ্ধে বীর ব'লেই গণ্য হতাম না! কিন্তু এখন ত' সে উত্তেজনার কোন কারণ নাই! অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ দুর্জ্জয় লবণরাক্ষসের অত্যাচারে পীড়িত হ'চ্ছে—এ সংবাদে ত' আমি উত্তেজিত হ'ব না—বরং তৃপ্তি পাব। সত্য কথা বল্‌ছি

দাদা—অযোধ্যায় প্রজাগণ মহাপাপী। তারা সীতাদেবীর কুৎসাকীর্ত্তন ক'রেছে! সে পাপের ফল তাদের ভোগ কর্‌তেই হ'বে।

ভরত। অগ্রজদেব! আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করুন! লক্ষ্মণ শক্তিশেলাহত হৃদয়ে মা-জানকীর নির্ব্বাসনে শোকাঘাত প্রাপ্ত হ'য়ে অতিশয় কাতর হ'য়েছে—অতিশয় কাতরতার পরিণামে আত্মহারা হ'য়েছে! বিশেষতঃ ভাই লক্ষ্মণ আমার লঙ্কাযুদ্ধে বীরত্বের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছে! এজীবনে আর তা'কে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে নিযুক্ত কর্‌বার আবশ্যক নাই! বর্ত্তমান যুদ্ধযাত্রায় আমাকে অনুমতি দান করুন।

শত্রুঘ্ন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ! আপনাদের সকলেই এক একটি প্রধান কার্য্য সাধন ক'রে জগতে বিখ্যাত হ'য়েছেন! স্বয়ং মহারাজ, মহাবীর লক্ষ্মণ লঙ্কাসমরে রক্ষঃকুল ধ্বংস ক'রেছেন! মহাত্মা ভরত সম্পূর্ণ রাজসুখ বিলাসভোগ ত্যাগ ক'রে, বনবাসী অযোধ্যাপতির পাদুকা পূজা ক'রেছেন—কেবল আমি হতভাগ্য পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অপরিচিত র'ইলাম! মহারাজ! এই অধম অনুজকে বর্ত্তমান যুদ্ধযাত্রার অনুমতি করুন।

রাম। স্নেহের শত্রুঘ্ন! তোমার প্রার্থনা অপরিহার্য্য! কিন্তু দুর্জ্জয় লবণরাক্ষস দৈববলপ্রাপ্ত—তাত' জান ভাই!

শত্রুঘ্ন। আমিও আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ ক'রে, লবণরাক্ষস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর দৈববল প্রাপ্ত হ'ব! কে সে দেবতা—লবণরাক্ষসের ইষ্টদেব? যিনি আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অপেক্ষা শক্তিমান্‌?

বশিষ্ঠ। বৎস রামচন্দ্র! কুমার শত্রুঘ্নের যখন ইচ্ছা যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে যাত্রা করে—তখন সে নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে প্রত্যাগমন কর্‌বে আমিও কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—কুমার যুদ্ধে জয়ী হ'বে।

রাম। গুরুদেব! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। স্নেহের অনুজ! এই আমার দেবদত্ত কোদণ্ড—আর এই অক্ষয়তূণ গ্রহণ কর! এই অস্ত্রবলে তুমি শত্রুজয়ী হ'বে।

শত্রুঘ্ন। দেব! আর বিলম্বের আবশ্যক নাই—আমায় যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিন।

রাম। যাও বৎস! বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদে লবণ বধ ক'রে—যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ ক'রে—গৌরবোন্নত বক্ষে ফিরে এস!

[সকলকে প্রণামানন্তর শত্রুঘ্ন, ভরত ও সুমন্ত্রের প্রস্থান।

রাম। হায় অযোধ্যারাজ্য! তোমাকে পালন করতে কিছু পূর্ব্বে আমার জীবনের সঞ্জীবনী শক্তিরূপিণী—সীতাকে নির্ব্বাসিতা ক'রেছি! আর—আজ এই আমার পরম স্নেহভাজন অনুজ ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে ত্রিলোকজয়ী লবণ রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে বিদায় দিলাম।

লক্ষ্মণ। (আত্মগত) হা বিধাতঃ! যিনি দেশের রাজা—তিনি একা আসেন না কেন? তিনি পিতামাতার পুত্র হন কেন? তিনি স্ত্রীর স্বামী হন কেন? পুত্রের পিতা হন কেন? হায়—হায়! পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম এসব অসার বিষয় রাজার জন্য নয়—রাজার সারধর্ম্ম প্রজাবাৎসল্য!

উদ্‌ভ্রান্তভাবে গুহকের প্রবেশ।

গুহক। মিতে! কেমন আছ? সুখে আছ ত'? তোমার ধর্ম্মরাজ্যের—পুণ্যরাজ্যের পাপ দূর ক'রে—পুণ্যবান্ প্রজাদের সুখী ক'রে রাজ্যে শান্তি পেয়েছ ত'?

রাম। মিতে! এস এস! আমায় অনুযোগ করতে এসেছ? আমায় তিরস্কার করতে এসেছ?

গুহক। নিষ্ঠুর! তোমার তিরস্কার পুরস্কারের ভেদজ্ঞান কি আছে?

রাম। মিতে! একটু স্থির হয়ে চিন্তা কর বুঝ্‌তে পার্‌বে!

গুহক। মিথ্যা কথা! হাজার হাজার বৎসর ব'সে চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে উইটিপি চাপা প'ড়ে গেল—তবু তোমার কার্য্যকরণ বুঝ্‌তে পার্‌লে না! আর আমি মূর্খ চণ্ডাল একটু চিন্তা কর্‌লেই তোমার কার্য্যকরণ বুঝ্‌তে পার্‌ব? মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা!

রাম। মিতে! আমি সীতা-নির্ব্বাসন ক'রেছি ব'লে আমার ভালবাসা ভুলে গেলে?

গুহক। হায়—হায়! যদি তোমার ভালবাসা ভুল্‌তে পার্‌তাম—ঘর-সংসার, স্ত্রীপুত্র, রাজ্যদেশ ছেড়ে পথে-পথে কেঁদে বেড়াব' কেন?

লক্ষ্মণ। (গুহকের হস্তধারণপূর্ব্বক) দাদা! দাদা! আমার সেই জন্মদুঃখিনী মা জানকীর দুঃখে একবিন্দু অশ্রু কি কারও চোখে আছে?

মৃতপুত্র স্কন্ধে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। হায়—হায়! বুক ফেটে গেল! বল বল রাজা! বল—কেন আমার এই একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যু হ'ল? (বক্ষে করাঘাত) হায়! হায়! বুক ফেটে গেল! বল—বল রাজা!

লক্ষ্মণ। (ক্রুদ্ধভাবে) কে তুমি ব্রাহ্মণ? অযোধ্যারাজ-সভায় পাপের তত্ত্ব জানতে এসেছ? অযোধ্যা নিষ্পাপ রাজ্য! অযোধ্যার সমস্ত পাপ আমি স্বহস্তে ভাগীরথী-তীরে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি! আর এখন আমাদের এই অযোধ্যারাজ্যে পাপের চিহ্নমাত্র নাই।

ব্রাহ্মণ। সৌমিত্রিকেশরী! আপনি ত্রিজগতের শ্রেষ্ঠ মহাবীর! আমি আপনার অপরিচিত! অপরিচিত ব্যক্তিদের সহসা দোষী মনে করা আপনার ন্যায় ব্যক্তির উচিত নয়। আমি দরিদ্র সত্য—কিন্তু পাপী নই।

মহারাজ! আমি প্রত্যক্ষ জানি—বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর কোন রাজ্যে অকালমৃত্যু নাই! তবে কেন রামরাজ্যে অকালমৃত্যু হ'ল।

লক্ষ্মণ। ব্রাহ্মণ! আপনি অযোধ্যাবাসী প্রজা—অথচ বল্‌ছেন, আপনি পাপী ন'ন! অযোধ্যাবাসিগণ পাপী নয়—একথা স্বয়ং ধর্ম্মরাজ সাক্ষ্য দিলেও আমি বিশ্বাস ক'রিনা। যে অযোধ্যাবাসী মা-জানকীকে অসতী ব'লেছে—তাদের অকালমৃত্যু হবেনাত' কাদের অকালমৃত্যু হ'বে!

রাম। লক্ষ্মণ! আত্মহারা হয়ো না! পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণের হৃদয়ে আঘাত ক'র না! ব্রাহ্মণ! আপনার পুত্রের বয়স কত?

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! এখনও চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই! অথচ সমুদয় কাব্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ ক'রেছিল!

রাম। ব্রাহ্মণ! আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। আমি আপনাকে সত্য-বাক্যদান করছি, আপনার পুত্র নিশ্চয়ই পুনর্জীবিত হ'বে।

ব্রাহ্মণ। তথাস্তু! (হস্তোত্তোলন করিয়া) ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ দীর্ঘমায়ুবাপ্সসি।

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। রঘুনাথ! বর্ত্তমান ত্রেতাযুগে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার নাই! কিন্তু তোমার রাজ্যাধিকার মধ্যে দণ্ডকারণ্যে শম্বুকনামক একজন বর্ণাশ্রমাচার-ভ্রষ্ট শূদ্র স্বর্গবাস প্রাপ্তির আশায় ঘোরতর উৎকট তপস্যা করছে—সেইজন্য অযোধ্যায় এত' অনর্থপাত হ'চ্ছে অতএব অবিলম্বে তার মস্তকচ্ছেদন কর, তা হ'লে অযোধ্যারাজ্য আবার শান্তিপূর্ণ হ'বে।

রাম। গুরুদেব! আপনাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য! এই আমি যাত্রা করছি! আমি বিদায় গ্রহণকালে একটি কথা ব'লে যাচ্ছি। শুনুন গুরুদেব! শোন লক্ষ্মণ! আমি অযোধ্যায় ফিরে এসেই অশ্বমেধ-যজ্ঞে

ব্রতী হ'ব। গুরুদেব! আপনারা অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ করুন! লক্ষ্মণ! তোমাকেই অশ্বরক্ষায় যাত্রা করতে হ'বে। সমুদয় আয়োজন যেন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকে। আমি প্রত্যাবর্ত্তনের পরদণ্ডেই যজ্ঞে ব্রতী হ'ব!

লক্ষ্মণ। (সাগ্রহে) দাদা! দাদা! সস্ত্রীক ব্রতী না হ'লে ত, অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হ'বে না! দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ ক'রবেন—না সীতাদেবীকে তপোবন হ'তে গৃহে আনয়ন করবেন?

রাম। ভাই! ঐ উভয় পন্থাই দুর্গম। সীতার স্বামী কখনই দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করতে পারে না। সহস্রবার সাধনা করলেও সীতা কখনই অযোধ্যায়পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রবেন না! আমি অন্যতর পন্থা আবিষ্কার ক'রেছি!; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিতা হিরণ্ময়ী সীতামূর্ত্তির দক্ষিণে উপবেশন ক'রে যজ্ঞ সম্পূর্ণ ক'রব! আমি এখন আসি! শ্রীহরি! শ্রীহরি!

[বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। বৎস লক্ষ্মণ! তোমাকেই মহারাজ অশ্বরক্ষা কার্য্যের ভারার্পণ ক'রেছেন। অশ্বশালায় গিয়ে একটি সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন অশ্ব নির্ব্বাচন কর। বৎস! সন্তুষ্টমনে কার্য্যভার গ্রহণ করছ, ত'?

লক্ষ্মণ। গুরুদেব! যজ্ঞাশ্ব রক্ষার ভার গ্রহণ করলাম। কেন না, লক্ষ্মীছাড়া শ্রীহীনা অযোধ্যা ছেড়ে যতদিন স্থানান্তরে ভ্রমণ ক'রতে পা'ব, ততদিন সুখে থাকব! স্বেচ্ছাচারী অশ্ব বাল্মীকির তপোবনাভিমুখেও গমন করতে পারে—চলুন গুরুদেব!,

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যানগর—রজকালয় সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণ

রঞ্জনরাজের প্রবেশ।

রঞ্জনরাজ। সেই আমি আর এই আমি! আকাশ-পাতাল প্রভেদ! আনন্দশর্ম্মার প্রসাদে আমার ভ্রম ঘুচে গিয়ে সত্যজ্ঞান জ'ন্মেছে। আমি অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে শিখেছি। আর ত' এখন আমার অর্থের অভাব নাই। মা-বাপের কষ্ট দূর হ'য়েছে। যে স্ত্রী আমার দুর্দ্দশা দেখে আমার সঙ্গত্যাগ ক'রে বাপের বাড়ী পালিয়ে যেতো—ও হো! সেই স্ত্রীর এখন কত স্বামীভক্তি!

আনন্দের প্রবেশ।

আনন্দ। রঞ্জনরাজ!

রঞ্জনরাজ। বাবাঠাকুর! আমাকে লোচনদাস ব'লে ডাক্‌বেন!

আনন্দ। আচ্ছা, বাপু! তোমার ঐ রঞ্জনরাজ নামটার অর্থ কি?

রঞ্জনরাজ। ওটি আমার স্বরচিত সৌখীন নাম! রঞ্জনরাজ—অর্থাৎ ভাল ধোপা!

আনন্দ। লোচন! আশা করি আমার শিক্ষায় তোমার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হ'য়েছে! এখন বল দেখি এই সংসারের সার বস্তু কি?

রঞ্জনরাজ। আমার বোধ হয় ধর্ম্মই সংসারের সার বস্তু।

আনন্দ। ধর্ম্ম ত' সার হ'তে সার বস্তু। ইহা সংসার ব'লে নয় ত্রিসংসারের সারবস্তু। তাই বলি—মানুষের গৃহাশ্রমের সারবস্তু এই দেখ আমার হাতে! (একটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শন।) এই যে গোলাকার

রৌপ্যচক্র—এটি গৃহস্থের পক্ষে সুদর্শন চক্র! এই চক্র হাতে থাক্‌লে সংসারক্ষেত্রের সমুদয় যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। কেমন লোচনদাস? সত্য কিনা?

রঞ্জনরাজ। হাঁ বাবাঠাকুর! সত্য কথা। পূর্ব্বে মা-বাপ কেউ দেখ্‌তে পার্‌ত না। অর্থ উপায় কর্‌ছি মা-বাপ এখন আমায় বলেন "লোচন আমাদের নয়নতারা। আর আমার সেই স্ত্রী তিনি এখন বলেন প্রাণনাথ—প্রাণেশ্বর! আমি তোমার চরণের দাসী!" সকলই ঐ মহা অর্থের মাহাত্ম্য!

আনন্দ। অনেকেই বলে অর্থই অনর্থের মূল—একথার অর্থ কি?

রঞ্জনরাজ। একথার অর্থ এই যে, অর্থ উপার্জ্জন করা বড় কষ্ট! ন'ড়েচ'ড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়—পরিশ্রম কর্‌তে হয়! সেইজন্য অলস, বৃদ্ধ, আফিংখোরেরা বলে অর্থই অনর্থের মূল। আমি ব'লি—অর্থই সংসারের সকল কর্ম্মের মূল! এই দেখুন না এই যে আমাদের রাজা রামচন্দ্র চৌদ্দবৎসর বনবাস ক'রে এলেন—তারও মূল ঐ অর্থ! রাবণ রাজা যে, সীতাহরণ ক'রেছিলেন—তারও মূল এই অর্থ! কেন না, মহারাজ রামচন্দ্র যদি অর্থভাণ্ডারের অধিকারী হ'য়ে অযোধ্যার সিংহাসনে ব'সে থাক্‌তেন—তা'হলে কি সীতাহরণ কর্‌তে রাবণরাজার সাহস হ'ত—না, আজ আবার সেই সীতাদেবী বনবাসিনী হ'তেন? সম্প্রতি শুন্‌লাম—মহারাজ রামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর্‌বেন! আজ যদি মহারাজ অর্থহীন অবস্থায় বনবাসে থাক্‌তেন—তাহ'লে কি অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর্‌তে পার্‌তেন? তবেই দেখুন—অর্থ ধর্ম্মকর্ম্ম সর্ব্বমূলাধার!

আনন্দ। তাহ'লে এখন বল দেখ—তোমার পিতামাতার পুত্র কে?

রঞ্জনরাজ। এই অর্থ।

আনন্দ। তোমার স্ত্রীর স্বামী কে?

রঞ্জনরাজ। এই অর্থ।

আনন্দ। ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল।

রঞ্জনরাজ। বল্‌ছি শুনুন—লোচনদাস বিযুক্ত অর্থ—সমান পিতা-মাতার ত্যাজ্যপুত্র—স্ত্রীর হতচ্ছাড়া পোড়ারমুখো। আর লোচনদাস যুক্ত অর্থ—সমান, পিতামাতার নয়নতারা—স্ত্রীর প্রাণনাথ, হৃদয়েশ্বর!

আনন্দ। তবে লোচন! এই অর্থ পূর্ব্বে উপার্জ্জন কর্‌তে চেষ্টা কর নাই কেন?

রঞ্জনরাজ। বাবাঠাকুর! সত্য বল্‌তে দোষ কি? চেষ্টার ত্রুটি করিনি! তবে বাবার দুর্দ্দশা দেখে স্বজাতীয় ব্যবসায় কর্‌তে যেতাম না।

আনন্দ। এখন বোধ হয় ঘাড়ে ভূত-চাপা-রূপ কবিতা ছেড়ে গেছে—লোচন?

রঞ্জনরাজ। বাবা! আপনার দত্ত রামনাম মন্ত্রে—আমার সকল ভূত ছেড়ে গেছে! আমি নিরোগ হ'য়েছি। বাবাঠাকুর! আজ আমার একটি সন্দেহভঞ্জন করুন! দয়া ক'রে বলুন—আপনি কে?

আনন্দ। আমি উত্তরকোশলবাসী একজন ব্রাহ্মণ! আমার গুরু একজন ভৈরব সন্ন্যাসী। গুরুদেব মহারাজ রামচন্দ্রকে বড় ভালবাসেন—তিনি অযোধ্যা ছেড়ে যেতে চান না। সেইজন্য আমি অযোধ্যায় আছি।

রঞ্জনরাজ। আপনার আশ্চর্য্য শক্তি দেখে আপনাকে মানুষ ব'লে বোধ হয় না—যেন কোন ছদ্মবেশী দেবতা! আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যে আর যেন কখনও আমাকে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'তে না হয়!

আনন্দ। (লোচনের মস্তকে হস্ত দিয়া) বৎস! আশীর্ব্বাদ করি—

দিন দিন তোমার জ্ঞানবৃদ্ধি হ'ক্! আমার একটি উপদেশ পালন ক'র—তা'হলেই কখনই ভ্রমে পতিত হ'বে না।

রঞ্জনরাজ। কি উপদেশ প্রভু?

আনন্দ। বৎস! তুমি ভগবতী মহাদেবকে বিশ্বাস কর? তাঁরা পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী ব'লে—তাঁদের প্রতি তোমার ভক্তি-সঞ্চার হয়?

রঞ্জনরাজ। হাঁ গুরুদেব! বিশ্বাস করি—ভক্তিও করি! তবে তাঁদের সাধনা-পূজা জানি না!

আনন্দ। আমার উপদেশ এই যে—তোমার পিতামাতা যেই হ'ন—তাঁদের দু'জনকে তুমি মনে মনে প্রত্যক্ষ দেবতা মহাদেব-ভগবতী জ্ঞানে ভক্তি করবে—তাদের সেবা ক'রে তুষ্টিসাধন করবে তা'হলেই তুমি সকল পাপ হ'তে মুক্তিলাভ করবে! এই উপদেশ আমার চিরজীবন পালন ক'র—আমি এখন আসি।

রঞ্জনরাজ। আমিও যাই—ভগবতী-মহাদেবের চরণ-দর্শন ক'রিগে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বাল্মীকির তপোবন—কুটীর-প্রাঙ্গণ

সীতাদেবী ও বাল্মিকীর প্রবেশ।

সীতা। বাবা! আমার অদৃষ্টের রহস্য দেখে বিশ্বাস করতে আমার সাহস হয়না যে, আমি পুত্রসুখে সুখী হ'ব! মাতাপিতার স্নেহের আস্বাদ বাল্যকালে দিনকতক পেয়েছিলাম আর এজীবনে পাই নাই! দ্বিতীয় পিতামাতা শ্বশুর-শ্বশ্রূ দেবদেবীর স্নেহ অধিকদিন ভোগ করতে পাই নাই। স্বামীর ভালবাসা—নারীজীবনের প্রধান সম্বল তা'ও অধিকদিন

পাই নাই! দেবরগণের ভক্তি বিশেষতঃ লক্ষণের মতন মহাপুরুষের ভক্তি-ভালবাসা দীর্ঘকাল ভোগ কর্‌তে পাই নাই। বাবা! আমার মনে সন্দেহ জ'ন্মেছে যে, এমন দুর্ল্লভ পুত্ররত্ন-যুগলের অসীম মাতৃভক্তি আমার অদৃষ্টে অধিকদিন ভোগ হ'বে না। বাবা! সেইজন্য আমার ইচ্ছা যে, আমি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ ক'রি। বাবা! তোমার অনুমতির অপেক্ষায় আছি।

বাল্মীকি। মা। সধবা নারীর সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার নাই। তুমি নারীকুল-শিরোমণি! তুমি যে নারীর প্রধান ধর্ম্ম জান না—একথা ত' আমার বিশ্বাস হয়না। ছলনা ক'র না মা! তুমি যে এখনও সেই অযোধ্যার রাজরাজেশ্বরী! জীবনের শত কর্ত্তব্য যে মা তোমার সম্মুখে! হ'য়ত এই দণ্ডেই অযোধ্যার অনুতপ্ত প্রজাগণের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় বাধ্য হ'য়ে তোমাকে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ল'য়ে যেতে পারেন। মা! তোমার কুশীলব! তা'রা ত' এই সংসারে অন্য কা'কেও জানে না। তারা জানে মাত্র মা আর দাদা!

সীতা। বাবা। কুশীলবের মুখ মনে হ'লে আমার সমুদয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কর্ম্মজ্ঞান দূর হ'য়ে যায়। এসংসারে আমার সমুদয় সম্বন্ধের ছিন্ন-সূত্র একত্রিত ক'রে বিধাতার একটীমাত্র মূল দুশ্ছেদ্য সূত্র নির্ম্মাণ ক'রে সেই সূত্রে আমাকে কুশীলবের স্নেহে আবদ্ধ ক'রেছেন। কিন্তু একটি চিন্তায় হৃদয় বড় আকুল হয়, কুশীলব বড় হ'য়ে যখন তা'দের পিতৃকুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌বে—তখন আমি কি ব'লে তাদের প্রবোধ দিব?

বাল্মীকি। মা! সে ভার আমার প্রতি অর্পণ ক'রে তুমি নিশ্চিন্ত হও! আমি কুশীলবকে গানের ছন্দে রামায়ণ মহাকাব্য শিক্ষা দিয়েছি! রামায়ণে-রামচরিত্র কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে যখন তাদের হৃদয়ে

রামভক্তির উদয় হ'বে সেই সময়ে আমি তাদের পিতৃকুলের পরিচয় দিয়ে বলব, ভাই কুশীলব! ঐ রামচন্দ্রই তোমাদের পিতা। মা! কুশীলবের মুখে রামায়ণ-গান শুন্‌লে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হয়। আজ তোমাকে গান শুনাবার জন্য তা'রা প্রস্তুত হ'য়ে আস্‌বে।

হাস্যমুখে রতনের প্রবেশ।

রতন। মা! মা! আমি যেতে পার্‌লাম না ফিরে এলাম। ভাগীরথী-তীরে গিয়ে নৌকায় উঠ্‌বার সময় কুশীলবের মুখ দেখে আর তোমাকে মনে প'ড়ে প্রাণ কেমন অস্থির হ'তে লাগল'! মা! আমি আজ যাব না।

সীতা। (সস্নেহে রতনের মুখ ধরিয়া) বাবা! ফিরে এসেছ তোমার মত ছেলেকে না দেখ্‌লে তোমার মায়ের মন যে অস্থির হ'বে! মায়ের প্রাণ সকলেরই সমান। রতন! তোমার মা রাগ কর্‌বেন না ত?

রতন। মাকে বল্‌ব মা! তুমি ঘরে আছ—সকলেই তোমার কাছে আছে! কিন্তু রাণী-মা রাজপুরী ছেড়ে কি অবস্থায় আছেন, ভেবে দেখ দেখি, বনবাসে তাঁর কত কষ্ট! তাই বনবাসিনী মাকে একা রেখে আস্‌তে মন সরে না! (ক্রন্দন।)

সীতা। রতন! কেঁদ না। তুমি কাঁদ্‌লে আমিও কাঁদ্‌বো বাবা।

রতন। না মা। তুমি কেঁদ' না-আমি আর কাঁদ্‌ব না। (অশ্রুমার্জ্জন)।

বাল্মীকি। রতন। একবার কুশীলবকে ডেকে নিয়ে এস।

রতন। যাই, দাদা।

[প্রস্থান।

সীতা। বাবা। তোমার সমুদয় রামায়ণ-কাব্য কি কুশীলব শিখেছে?

বাল্মীকি। না, মা। আমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক রামায়ণের শেষ

ভাগ পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করি নাই। তারা লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত শিক্ষা ক'রেছে।

সীতা। কেন বাবা! শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা দাও নাই?

বাল্মীকি। মা! আমার রামায়ণ কাব্যের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের অমানুষিক অলৌকিক লীলা লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত সর্ব্বজন-রঞ্জন। কুশীলব সেই পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ক'রে শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। শেষ কাণ্ডের রামলীলা বর্ণনায় বালকের কোমল প্রাণে আঘাত লাগ্‌বে! সেইজন্য সে অংশ তাদের অজ্ঞাত রেখেছি। রামায়ণের নায়ক-নায়িকা রামসীতা যে তাদের পিতামাতা, এত কুশীলব জানে না। তারা জানে তা'দের মা-সীতা অন্য আর এক সামান্য সীতা।

সীতা। বাবা! আমাকেও কুশীলব আজকাল সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করে, যে, মা! রামায়ণের সীতা, আর তুমি মা সীতা! আর ত' আমরা সীতা নাম কোথায়ও কোন পুরাণে—কোন ইতিহাসে—কোন কাব্যে দেখ্‌তে পাই না? তবে কি মা সেই সীতা তুমি? আমি অনেক কৌশলে দু'জনকে বুঝাই যে বাবা! তোদের রামায়ণের সীতা যে রাজরাণী—আমি যে বনবাসিনী!

বাল্মীকি। আর অধিক দিন নয় মা! ঐ শোন তাদের সম্মিলিত সঙ্গীত স্বর শোনা যাচ্ছে!

ঋষিবালকগণের সহিত গীত গাহিতে গাহিতে কুশীলবের প্রবেশ।
অদূরে রতনের প্রবেশ এবং সানন্দে নৃত্য।

কুশীলব। গীত।

নব দুর্ব্বাদল ঢল ঢল ঢল শ্যামল বরণ।
(আ মরি রে) মরি, কত কোটিকাম, জিনিয়ে সুঠাম, রামরূপ বিমোহন॥

হেরে মুখ ইন্দু, (ও তার তুলনা মিলেনা রে) (যেন মাখা কত করুণারে)
হেরে মুখ ইন্দু, ভক্তপ্রেম সিন্ধু, উছলি উথলি ধায়।
(আ মরি রে) মরি লাবণ্য মাধুরী, রূপের লহরী হেরে বিমোহিত প্রাণ মন ॥
জয় জয় রাম বলগো বদনে (জয়রাম রঘুবর)(বল রাম জয় রামনামে জয়)
(বল জয় জয় রাম গুণনিধি) (বল রামজয় রামনামে জয়) বল শয়নে স্বপনে।
রাম গুণধাম বল শয়নে স্বপনে। রাম, অগতির গতি
বিতর সুমতি মম মতি তব চরণে ॥
শমন দমন ভীষণ রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ॥
(সে যে সুধাময় নাম) (রোগ-শোক-তাপ হর সুধাময় নাম)
(অজয় অমর হয় মর নর সুধাময় নাম নাম মোক্ষ ধাম ॥
যার নামে জলে শিলাভাসে সিন্ধুর বন্ধন।
(নামেব কি মহিমা) (পাষাণ মানবী নামের কি মহিমা)
যে নাম অবিরাম পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন ॥

বাল্মীকি। মা জনকনন্দিনি! শুন্‌লে মা! কত সুধার সমাবেশ! সুধার মাহাত্ম্যে আমার এই তপোবন শান্ত শীতল স্নিগ্ধ বিমল চিরপবিত্র। (কুশীলবের প্রতি) কুশীলব!

কুশী-লব। দাদা!

বাল্মীকি। ভাই! তোমাদের সঙ্গীত বিদ্যা, সাহিত্য এবং অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা শেষ হ'য়েছে। এখন আর কি শিক্ষা কর্‌তে ইচ্ছা কর?

কুশী। দাদা! আমাদের অস্ত্র শিক্ষা কি সম্পূর্ণ হ'য়েছে?

বাল্মীকি। হাঁ ভাই! আমি যোগবলে অস্ত্র শিক্ষা যতদূর জ্ঞান লাভ ক'রেছিলাম—তার সমুদয় অংশ তোমাদের দু'জনকে দান ক'রেছি।

লব। (বাল্মীকির হস্তধারণ) দাদা! সত্যই শক্তিমান্ হ'য়েছি কিনা—একবার পরীক্ষা ক'রে দেখনা?

কুশী। কি উপায়ে পরীক্ষা হ'বে—ভাই!

বাল্মীকি। কেন? এস—আমার সঙ্গে তোমরা দু'ভাই স্বতন্ত্রভাবে অসিযুদ্ধ কর! অসিযুদ্ধে বাহুবলের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। কুশী! তূণ হ'তে অসি বার কর'!

কুশীর সহিত বাল্মীকির অসিযুদ্ধ।

বাল্মীকি। (ক্ষান্ত হইয়া) এস লব!

লবের সহিত বাল্মীকির অসিযুদ্ধ

বাল্মীকি। (ক্ষান্ত হইয়া) কুশীলব! তোমাদের শরীরে দৈবশক্তির আবির্ভাব হ'য়েছে! আজ হ'তে তোমাদের সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ল—আজ হ'তে আমার একটি উপদেশ স্মরণ রেখো! তোমরা দৈববলে বলী হ'য়েছ—কিন্তু কখনই যেন বলদর্পে দর্পিত হ'য়ো না—অহঙ্কারকে মনে স্থান দিও না!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা-রাজসভা

বশিষ্ঠ ও ভরতের প্রবেশ।

ভরত। গুরুদেব! কোথায়ও ত' স্থির হ'তে পারছি না। যেখানে যাই—দুশ্চিন্তা-পিশাচী যেন আমাকে পশ্চাদ্দিক্ হ'তে আক্রমণ করতে আসে। আপনাদের পদাশ্রয়ে স্থির হ'তে এসেছি। অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র ফিরে আস্ছেন না! রাজসভা শূন্যময়! স্নেহের অনুজ শত্রুঘ্ন দুর্জ্জয় রাক্ষস-সমরে যাত্রা ক'রেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তার বিপদ আশঙ্কা ক'রে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্ছে। গুরুদেব! এ নিত্য যন্ত্রণা অপেক্ষা কি মৃত্যুযন্ত্রণা ভাল নয়?

বশিষ্ঠ। ভরত! তুমি মহাপুরুষ! তুমি যদি দুশ্চিন্তায় অভিভূত হও—তবে পুরবাসীগণ কার মুখ চেয়ে সুস্থির হ'বে!

ভরত। গুরুদেব। এতদিন বুঝ্তে পারি নাই যে, স্নেহের অনুজ শত্রুঘ্ন আমার কে? তার বিরহে প্রাণ আমার যে কতদূর অস্থির হ'য়েছে, তা কথায় ব্যক্ত করতে পারছি না। স্নেহের অনুজকে ত্রিভুবন-বিজয়ী দুর্জ্জয় লবণ রাক্ষসের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে পাঠিয়ে কত দুর্ভাবনার মধ্যে আছি—একবার ভেবে দেখুন দেখি!

বশিষ্ঠ। বৎস! কুমার শত্রুঘ্নের জন্য কোন চিন্তা ক'রনা! তিনি যখন শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ ক'রে যাত্রা ক'রেছেন, তখন নিশ্চয় জেনো—শত্রুঘ্ন সর্ব্বজয়ী অমর।

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। মধ্যম যুবরাজ! মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ক'রেছেন। প্রথম তোরণে সেই মৃতপুত্র ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান আছেন।

বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র! পুষ্পকরথের সারথ্য ক'রেছিল কে—তুমি?

সুমন্ত্র। হাঁ দেব!

বশিষ্ঠ। মহারাজ কোন পাপানুষ্ঠানের সন্ধান পেয়েছিলেন কি?

সুমন্ত্র। হাঁ দেব! দণ্ডকারণ্যে শম্বুক নামক একজন শূদ্র প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর অধোমুখে ঊর্দ্ধপদে ঘোরতর তপশ্চরণ কর্‌ছিল। শ্রীরামচন্দ্র তীক্ষ্ণ খড়্গে স্বহস্তে তার মস্তকচ্ছেদন কর্‌লেন। সেই শূদ্র তখন দেবদেহ ধারণ ক'রে স্বর্গে গমন কর্‌লেন। যাত্রাকালে মহারাজ তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, তুমি কেন এই অনধিকার চর্চ্চা ক'রে আমার রাজ্যমধ্যে পাপসঞ্চার ক'রেছ? সে উত্তর কর্‌লে যে, আমি আপনার হস্তে শূদ্রদেহ ত্যাগ কর্‌ব ব'লে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম! আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছে। আপনি অযোধ্যায় গিয়ে দেখুন—সেই ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র জীবিত হ'য়েছে! এই কথা ব'লে সে অন্তর্হিত হ'ল।

বশিষ্ঠ। মহারাজের প্রত্যাগমনে এত বিলম্ব হ'ল কেন?

সুমন্ত্র। প্রত্যাগমনকালে মহারাজ পঞ্চবটী বনে সীতাদেবীর স্মৃতি-দর্শন ক'রে শোকে অভিভূত হ'য়ে পড়েন! সেই কারণবশতঃ এত বিলম্ব হ'ল।

রক্তাক্ত খড়্গ এবং ছিন্নমুণ্ড হস্তে রামচন্দ্রের প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ
বস্ত্রাবৃত মৃতপুত্র ক্রোড়ে ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

রাম। ব্রাহ্মণ! তোমার মৃতপুত্রের রূপান্তর লক্ষিত হ'চ্ছে কিনা?

ব্রাহ্মণ। (মৃতপুত্রদেহ ভূমিতে রক্ষা করিয়া) মহারাজ! এর

পাষাণ শীতল দেহে যেন তাপ অনুভব হ'চ্ছে। দেখুন মহারাজ! আপনি পরীক্ষা ক'রে দেখুন!

ধীরে ধীরে মৃত ব্রাহ্মণ-বালকের গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দণ্ডায়মান।

ব্রাহ্মণবালক। (ব্রাহ্মণের প্রতি) বাবা—বাবা! কে আমার ঘুম ভাঙ্গালে বাবা? আমি কোথায় বাবা? (রামচন্দ্রকে দেখাইয়া) ও কে বাবা?

ব্রাহ্মণ। বাবা—বাবাজীবন আমার! আমার বুকে এস একবার! (ক্রোড়ে লইয়া) বাবা! উনি তোমার জীবনদাতা—মহারাজ রামচন্দ্র।

[পুত্রকে কোলে করিয়া ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

ভরত। (রামচন্দ্রকে প্রণাম) অগ্রজদেব! স্নেহের অনুজ শত্রুঘ্ন এখনও ত' যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরে নাই!

রাম। ভাই শত্রুঘ্নের জন্য কোন চিন্তা ক'র না! সে এতক্ষণ নিশ্চয়ই লবণ সংহার ক'রে শত্রুরক্তে অত্যাচার পীড়িত পৃথিবীকে সুশীতল ক'রেছে। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, শত্রুঘ্ন ভাই আমার বিজয় গর্ব্বোৎফুল্ল বক্ষে মধুপুর হ'তে অযোধ্যা যাত্রা ক'রেছে।

লবণ রাক্ষসের মুকুট ও তরবারি হস্তে শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। অগ্রজদেব! আপনার আজ্ঞাপালনে কৃতকার্য্য হ'য়েছি। সম্মুখ ন্যায়যুদ্ধে দুর্জ্জয় লবণ রাক্ষসকে বধ ক'রেছি। (রামচন্দ্রকে প্রণাম।)

রাম। (শত্রুঘ্নের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক স্পর্শ করিয়া) বৎস! বীরভ্রাতা আমার! (আলিঙ্গন)।

ভরত। (শত্রুঘ্নের অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ) ভাই! যুদ্ধে আহত হও নাই ত'?

শত্রুঘ্ন। না দাদা! আমি অক্ষত দেহে এসেছি!

রাম। (বশিষ্ঠের প্রতি) গুরুদেব! এইবার বলুন! আর আমার

এ জীবনের কি কার্য্য অবশিষ্ট আছে? এখন আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর্‌তে পারি কিনা?

বশিষ্ঠ। অশ্বমেধ যখনই ইচ্ছা করা যায়। বৎস! আমি তোমার ইচ্ছামত অশ্বমেধের আয়োজন ক'রেছি। এখন বল, তুমি কতদিনে যজ্ঞে ব্রতী হ'তে ইচ্ছা কর।

রাম। যজ্ঞে ব্রতী হ'তে আমার কোন প্রকার বাধা নাই ত'?

বশিষ্ঠ। সামান্য বাধা—সহজেই অতিক্রম করা যায়।

রাম। কি বাধা গুরুদেব!

বশিষ্ঠ। অশ্বমেধে সস্ত্রীক ব্রতী হ'তে হয়। তোমাকে অবিলম্বে দারপরিগ্রহ কর্‌তে হ'বে।

রাম। দার-পরিগ্রহ? বিবাহ?

বশিষ্ঠ। হাঁ বৎস! ক্ষত্রিয় রাজাদের একাধিক বিবাহে অধিকার আছে।

রাম। গুরুদেব! আমার পিতা স্বর্গীয় মহারাজ দশরথ বহু বিবাহ ক'রেছিলেন সত্য—কিন্তু আমি যে সীতার স্বামী। সীতার স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় না।

বশিষ্ঠ। সস্ত্রীক ব্রতী না হ'লে ত' অশ্বমেধ সম্পূর্ণ হ'বে না!

রাম। অন্য উপায় অবলম্বন করুন। সীতার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের অনুমতি দিন।

বশিষ্ঠ। কিসের দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মিত হ'বে? মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি?

রাম। মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তি? না গুরুদেব! মৃত্তিকা সীতা-মূর্ত্তির উপকরণ হ'তে পারে না—মৃত্তিকা ক্ষণভঙ্গুর।

বশিষ্ঠ। পাষাণ-মূর্ত্তি হ'তে পারে।

রাম! না গুরুদেব! সুবর্ণসীতা নির্ম্মাণ কর্‌তে হ'বে।

বশিষ্ঠ। তাই হ'বে বৎস! আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে স্বাতী নক্ষত্রের যোগ আছে। সেই শুভদিনে যজ্ঞানুষ্ঠান শ্রেয়ঃ।

লক্ষ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক গুহকের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দাদা! তুমি নাকি স্বহস্তে শূদ্র-তপস্বীর মস্তকচ্ছেদন ক'রেছ?

রাম। হাঁ ভাই! যে দক্ষিণ হস্তে সীতাকে নির্ব্বাসন ক'রেছিলাম।

লক্ষ্মণ। (গুহকের প্রতি) দাদা গুহক! তোমার চণ্ডাল-রাজ্যে আমায় একটু স্থান দেবে?

রাম। লক্ষ্মণ! এই অযোধ্যারাজ্যই এখন চণ্ডাল-রাজ্য। গুহকের সেই রাজ্য এখন স্বর্গলোক! সে রাজ্যে করুণা আছে—পতি পত্নীর দাম্পত্য প্রেম আছে! ভ্রাতৃস্নেহ আছে! গুহকের রাজ্য চণ্ডালের রাজ্য নয়!

গুহক। মিতে! আমি এতদিন পরে তোমার সীতা নির্ব্বাসনের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি স্বয়ং স্বচক্ষে বাল্মীকির তপোবন দর্শন ক'রে এসেছি। সেখানে যে দৃশ্য দর্শন ক'রেছি তা' বল্‌বার নয়! শুধু দেখ্‌বার—শুধু অনুভব কর্‌বার!

রাম। মিতে! ভাল আছ ত'?

গুহক। খুব ভাল আছি!

রাম। মিতে! তুমি কেন? একজন দীনহীন ভিক্ষুকও আমার চেয়ে ভাল আছে। লক্ষ্মণ! আমি অশ্বমেধ অনুষ্ঠান কর্‌বার সংকল্প ক'রেছি। দিগ্বিজয়ে গমন কর্‌তে হ'বে। সত্বর সসৈন্যে প্রস্তুত হও।

লক্ষ্মণ। দাদা! আমার ইচ্ছা আর এ জীবনে অস্ত্র-স্পর্শ কর্‌ব না।

রাম। লক্ষ্মণ! আমার জীবনের শেষ আদেশ পালন কর! এই অশ্বমেধ আমার জীবনের শেষ কার্য্য। আজই দিগ্বিজয়ে যাত্রা কর।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা! আজই যাত্রা কর্‌ব!

সুমিত্রার স্কন্ধে ভর দিয়া কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। রামচন্দ্র! রাজ্যের পাপ দূর ক'রে মৃত ব্রাহ্মণ-পুত্রের জীবন দান ক'রেছ ত'?

রাম। হাঁ মা!

কৌশল্যা। শত্রুঘ্ন লবণ রাক্ষসকে বধ ক'রে ফিরে এসেছে?

রাম। হাঁ মা!

কৌশল্যা। তা' হ'লে বাবা! অযোধ্যাপুরী পূর্ব্বে যেমন ছিল—তেম্নি হ'য়েছে?

রাম। কত পূর্ব্বে মা! দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে?

কৌশল্যা। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের অযোধ্যা আর ফিরে আস্‌বে না—সে তত্ত্ব আমি জানি! আমি জানি তুমি ন্যায়বান রাজা।

রাম। মা! ন্যায়বান রাজা হওয়া কি ভাল নয়?

কৌশল্যা। ভাল! অতি ভাল! হে ন্যায়বান রাজা! যদি রাজ্যের শান্তি চাও, তবে এখনি আমাকে সেই ভাগীরথী তীরে বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসিত ক'রে এস!

রাম। ছোট মা। ঊর্ম্মিলা মায়ের নিকটে থাক্‌বেন।

কৌশল্যা। ঊর্ম্মিলা! আবার ঊর্ম্মিলার নাম কর্‌ছ কেন? রামচন্দ্র! তোমার মাতৃসেবায় অপরাধিনী ব'লে ঊর্ম্মিলাকেও কি নির্ব্বাসিতা করতে চাও?

সুমিত্রা। দেবি! অন্তঃপুরে চল! ঊর্ম্মিলা বোধ হয় এতক্ষণ আপনার জন্য চিন্তা কর্‌ছে।

কৌশল্যা। ঊর্ম্মিলা চিন্তা কর্‌ছে? চল—যাই!

[সুমিত্রার হস্তধারণপূর্ব্বক কৌশল্যার প্রস্থান।

রাম। লক্ষ্মণ! যজ্ঞের অশ্ব সঙ্গে আজই দিগ্বিজয়ে যাত্রা কর। শত্রুঘ্ন! যাও—বিশ্রাম ক'রে যুদ্ধ-শ্রান্তি দূর করগে! গুরুদেব! সভাভঙ্গের অনুমতি দিন।

[সভাভঙ্গ] [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বাল্মীকির তপোবন

বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা সীতা এবং তৎপশ্চাৎ বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। মরি—মরি! রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি, মা তোমার স্বভাব যোগিনীমূর্ত্তি তোমার স্বভাব নয়।

সীতা। বাবা! আমি ত' কোনদিন যোগিনীবেশে থাকি না। তবে কুশীলবের কৌতূহল উত্তেজনার ভয়ে মূল্যবান বসনভূষণ পরিধান ক'রি না। আজ যখন শুন্‌লাম—অযোধ্যানাথ অশ্বমেধ অনুষ্ঠান ক'রেছেন। সস্ত্রীক যজ্ঞে ব্রতী হ'বার জন্য দ্বিতীয়-দারপরিগ্রহ না ক'রে স্বুবর্ণ-সীতা নির্ম্মাণ ক'রেছেন—তখনই আমি আমাকে সৌভাগ্যবতী মনে ক'রে রাজরাণী সেজেছি!

বাল্মীকি। মা! কুশীলবকে বসনভূষণে সাজিয়ে দাও নাই কেন? আজ যে তাদের জন্মতিথি-পূজা।

সীতা। বাবা! তাদের দেহের উপযোগী কোন পরিচ্ছদ ত' নাই! আমারই উদ্‌বৃত্ত বসনভূষণে দিয়েছি। পট্টবসনোত্তরীয়ের সঙ্গে স্বর্ণরত্নালঙ্কার—মণিময় কণ্ঠহার বড় স্বন্দর মানান হ'য়েছে!

বাল্মীকি। মা! এতদিনে আমার হৃদয়ের পূর্ব্বশান্তি আবার ফিরে এলো। আর যেন মা! তোমার নয়নে অশ্রুধারা আমাকে না দেখ্‌তে হয়।

সীতা। বাবা! আমি অযোধ্যার রাজসুখভোগ হ'তে বঞ্চিতা হ'য়েছি ব'লে অশ্রুপাত করতাম? না বাবা! আমার মনে সে দুঃখ স্থান পেত' না!

[বাল্মীকি ও সীতার প্রস্থান।

কুশীলবের প্রবেশ।

লব। দাদা! কথাটি গোপন করা ভাল হয়নি! আমার বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্‌ করছে! দাদাকে ব'লে আসি।

কুশী। না ভাই! শুন্‌লে দাদা ভয় পাবেন। অত বড় প্রকাণ্ড ঘোড়া ধ'রেছি—শুন্‌লে মা হয়ত' কেঁদে আকুল হ'বে এখন।

লব। দাদা! ঘোড়াটার কপালে একটা পত্র কি লিখে বেঁধে দিয়েছে প'ড়ে দেখ! কি আস্পর্দ্ধার কথা!

"এই অশ্ব যে ধরিবে বীরত্বের তরে।
বংশসহ সে মরিবে সম্মুখ-সমরে॥"

কুশী। চল ভাই! আমরা তপোবনের পূর্ব্বসীমায় ভাগীরথী তীরে গিয়ে অপেক্ষা ক'রি—কাকেও তপোবনের সীমাস্পর্শ করতে দেব না। যোগবললব্ধ ধনুর্ব্বিদ্যার প্রভাব একবার তাদের সকলকে উত্তমরূপে দেখিয়ে দেব'।

লব। তা যদি দেখাতে ইচ্ছা থাকে, তবে আমার পরামর্শ শোন—আমরা স্থানত্যাগ করব না! যেখানে আছি—সেইখানেই থাকব'—বিপক্ষকে দেখা দেওয়া হ'বে না! মন্ত্রঃপূত শরজালে তপোবনের চারিদিক্ বেষ্টন কর।

কুশী। বেশ কথা ভাই! এস তবে—দু'ভাইয়ে গিয়ে শরজাল বর্ষণ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অন্যদিক দিয়া চিন্তিতভাবে সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। (স্বগত) সহস্র চেষ্টাতেও দৈবঘটার প্রতিরোধ করা যায় না! একসহস্র অশ্বরক্ষকের প্রত্যেককে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়ে সাবধান করা হ'য়েছিল যে, কোন তপোবনে যেন যজ্ঞাশ্ব প্রবেশ ন করে। এতদিন পরে সে সাবধানতা রক্ষা করতে পারলাম না! মহাবীর লক্ষ্মণ শুনলে আমাকেই অনুযোগ করবেন।

[প্রস্থান

দ্রুতপদে দুইজন অশ্বরক্ষকের প্রবেশ।

১ম অশ্বরক্ষক। সিধুয়ারে! এইবার পায়ের দাগ দেখতে পেয়েছি। ভাল ক'রে দেখ ত' ভাই! ক্ষুরের সুমুখটা কোন্‌দিকে!

২য় অশ্বরক্ষক। (ভূমিতলে নিরীক্ষণপূর্ব্বক) মধুয়া! এইবার মাথা গুলিয়ে গেল যে! এখানটায় অনেক পায়ের দাগ দেখছি। বোধ হয়' কোন চ্যাংড়া ছোড়ারা ঘোড়াটাকে ধ'রে বনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে—কি বল দাদা!

১ম অশ্বরক্ষক। দুর্ শালা!

২য় অশ্বরক্ষক। আমি বল্‌লাম দাদা—আর তুই বল্‌লি শালা! হাঁরে তুই এত ছোটলোক!

১ম অশ্বরক্ষক। তুই নেহাত পাড়াগেঁয়ে ভূত! শালা বল্‌লে কি গালাগালি হয়রে বোকা? আজকালকার সহরের সভ্যতাই যে ঐরকম। শালা আর বাবা—এ দু'টো কথার মাত্রা। হাঁ বাবা! সহরে ত' থাকনা—সহরের ধাঁজও জান না। চল্, এখন ভাল ক'রে তপোবন খুঁজে দেখিগে'!

[উভয়ের প্রস্থান।

কুশীলবের পুনঃপ্রবেশ।

লব। দাদা! এক করতে আর হ'ল যে! অশ্বটিকে ত' আর গোপনে রাখা যায় না। শরজালে তপোবনের সীমা-বেষ্টনের পূর্ব্বেই যে জন কয়েক লোক তপোবনে প্রবেশ ক'রেছিল তা'ত জানতে পারি নাই। অদূরে দেখ্‌লাম তারা অশ্ব অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে। হয়ত' দাদা, কি মায়ের সঙ্গে তা'দের দেখা হ'তে পারে!

কুশী। বিশেষ অন্যায় কার্য্য এমন কি ক'রেছি! তবে দাদাকে জানিয়ে অনুমতি লওয়া উচিত ছিল। যাক্—সেজন্য চিন্তা কি ভাই!—আমি দাদার মুখে অশ্বমেধের বিশেষ বিবরণ শুনেছি! ঐ দিগ্বিজয়ী অশ্বকে আবদ্ধ ক'রে অশ্বমেধ-কর্ত্তার সঙ্গে যুদ্ধ করা বীরত্বের লক্ষণ। আমরা বয়সে বালক হ'লেও কি আমাদের মনে বীরত্ব-গৌরবের লালসা নাই?

লব। বিশেষতঃ আমাদের গুরুদেব মহর্ষি বাল্মীকির যোগবলের ঐশ্বর্য্য জগতে বিস্তার করা আমাদের কর্ত্তব্য নয় কি?

কুশী। তা'হলে চল ভাই! সকল কথা দাদাকে খুলে বলিগে! কোন বিষয় গোপন করলে মনে কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ হয়!

লব। শুনে যদি দাদা অসন্তুষ্ট হ'ন?

কুশী। পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা করব!

লব। সে ব্রহ্ম-অস্ত্র ত' আমাদের সম্বল আছেই! সেই অস্ত্রবলে ত' আমরা সর্ব্বদাই তাঁকে পরাজিত ক'রে থাকি!

[উভয়ের প্রস্থান।

অন্যদিক দিয়া বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। (স্বগতঃ) স্নেহের পুতুল দু'টি আমার, কুশীলব! আমাকে না ব'লে অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্রের দিগ্বিজয়ী যজ্ঞাশ্ব বন্ধন ক'রেছে! হায় হায়! স্বভাবের গতি কে রোধ করতে পারে! আমারই ভ্রম!

আমি অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে ভস্মাচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌তে চেষ্টা ক'রেছিলাম! কুশীলবের ক্ষত্রিয়শক্তি আমার ব্রহ্মতেজে উদ্দীপ্ত হ'য়ে মহাশক্তির প্রসাদে দৈববল প্রাপ্ত হ'য়েছে! কা'র সাধ্য সে শক্তির গতিরোধ করে! আজ যদি যজ্ঞাশ্বকে উদ্ধার কর্‌তে এসে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তা'হলে স্বয়ং মহাবীর লক্ষ্মণও পরাজিত হ'বেন। স্বয়ং নারায়ণাবতার শ্রীরামচন্দ্রও যদি যুদ্ধার্থী হ'য়ে উপস্থিত হন, তা'হলে তিনিও পরাজিত হ'বেন! আমার রচিত রামায়ণ মহাকাব্যে আমি এ ঘটনার অবতারণা করি নাই। কেন না এ অস্বাভাবিকী ঘটনা শ্রীরামচরিত্রের একটা কলঙ্কমাত্র। এই যে অনন্তদেব স্বয়ং উপস্থিত!

লক্ষ্মণের প্রবেশ এবং বাল্মীকিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

বাল্মীকি। জয়োস্তু!

লক্ষ্মণ। মহর্ষি বাল্মীকির দেবমূর্ত্তি সর্ব্বজন পরিচিত। সুতরাং পরিচয় জিজ্ঞাসা ধৃষ্টতামাত্র! ঋষিরাজ! আমি শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ দাস লক্ষ্মণ! একটি পরিচয় জান্‌তে ইচ্ছা করি। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন দুর্গোৎসবের বিজয়াদশমীর দিনে যে তপোবনে আমি স্বহস্তে দেবী-প্রতিমা বিসর্জ্জন ক'রেছিলাম—এই কি সেই তপোবন?

বাল্মীকি। হাঁ বৎস! ভাগিরথী-তীরে এই তপোবন আমার প্রতিষ্ঠিত! নির্ব্বাসিতা সীতাদেবী এই আশ্রমে বাস কর্‌ছেন।

লক্ষ্মণ। (বক্ষে করাঘাত) ঋষিরাজ! এই নারীহন্তা ঘাতক লক্ষ্মণকে একবার বলুন—সেই মা আমার কি এখনও জীবিতা আছেন?

বাল্মীকি। হাঁ বৎস। তিনি জীবিতা আছেন! সীতাদেবীকে দর্শন কর্‌তে ইচ্ছা কর কি?

লক্ষ্মণ। না, না, প্রভু!—সে পবিত্রতাময়ী দেবী-মূর্ত্তিকে আর

আমার পাপ-বিষয় দুষ্ট দৃষ্টিতে অপবিত্র করব না। দেব! নির্ব্বাসনকালে মা যে আমার আসন্ন-প্রসবা ছিলেন।

বাল্মীকি। বৎস! আমাদের সেই মায়ের ক্রোড়ে এখন দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক যমজ দেবকুমার যুগল বিরাজ করছে! বীরবর! ভ্রাতুষ্পুত্র যুগলকে দর্শন করতে ইচ্ছা কর কি?

লক্ষ্মণ। না, না—ঋষিরাজ! আমার পাপদুষ্ট দৃষ্টিপাতে তা'দের পুণ্যপালিত দেব-অঙ্গের কল্যাণ-শ্রী নষ্ট হ'বে। দেব! তা'দের শিক্ষা দীক্ষা বোধ হয় আপনার প্রসাদে এতদিন সুসম্পন্ন হ'য়েছে!

বাল্মীকি। হাঁ বৎস! তা'দের সর্ব্বতোমুখী স্বর্গীয় প্রতিভার বলে তারা এখন সর্ব্বশাস্ত্রে সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত! বীরবর! বীরত্বে তা'রা রামলক্ষ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ক'রেছে!

লক্ষ্মণ। ভগবান্! বোধ হয় সেই যুগলবীরকুমার আমাদের দিগ্বিজয়ী যজ্ঞাশ্ব আবদ্ধ ক'রেছে!

বাল্মীকি। হাঁ বৎস! আমার অনুমতি গ্রহণ না ক'রে তা'রা গুপ্তভাবে অশ্ব আবদ্ধ ক'রেছে।

লক্ষ্মণ। ঋষিরাজ! আমাদের যজ্ঞাশ্বের বন্ধনমুক্তির কি উপায় হ'বে?

বাল্মীকি। কোন চিন্তা ক'র না! বাল্যচপলতার বশে তারা অশ্ববন্ধন ক'রেছে—যুদ্ধ করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। বৎস! তুমি নিশ্চিন্তে অযোধ্যায় যাত্রা কর। এখনি সেই বন্ধনমুক্ত অশ্ব তোমার পশ্চাদনুবর্ত্তী হ'বে। আমি কুশীলবের নিকটে চল্লাম।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) হা! সূর্য্যবংশের গৌরব কুশীলব! হা রাম-জানকীর হৃদয়-ভাণ্ডারের কৌস্তুভমণি! কোথায় অযোধ্যার রাজৈশ্বর্য্যপূর্ণ সুবর্ণ অট্টালিকা—আর কোথায় তোমরা তপোবন মধ্যস্থ

পর্ণকুটীরবাসী ফল-মূলাহারী ঋষি-কুমার! হা নিয়তি! কি দুর্ব্বোধ্য কৌশল তোমার!

[প্রস্থান।

পূজার নির্ম্মাল্য হস্তে সীতার প্রবেশ।

সীতা। (স্বগতঃ) পাগল দুটি কোথায় গেল! কোথায়ও দেখ্‌তে পেলাম না। হা বিধাতঃ! এই রত্ন আর কতদিন আমি অঞ্চলে বেঁধে রাখ্‌বো! ঐ ঋষিবালকেরা আস্‌ছে! দেখা যাক্‌—এরা কোন সংবাদ জানে কিনা?

ঋষিকুমারগণের প্রবেশ।

হর্ষ। (সীতার প্রতি) মা! পূজার নির্ম্মাল্য হাতে ক'রে কি কুশীলবকে খুঁজে বেড়াচ্ছ?

সীতা। হাঁ বাবা! তারা দু'টি কোথায় ব'ল্‌তে পার?

আমোদ। মা! আমি জানি তারা কোথায়! দাদা মহাশয়ের সঙ্গে অশ্বত্থবনের দিকে গেছে! কাদের এক অশ্বমেধের ঘোড়া তপোবনে এসেছিল! কুশীলব সেই ঘোড়াটাকে ধ'রে বেঁধে রেখেছিল! যাদের ঘোড়া তারা দাদামহাশয়ের কাছে এসেছে! দাদামহাশয় কুশীলবকে সঙ্গে ক'রে সেই ঘোড়া ছেড়ে দিতে সেই অশ্বত্থ বনের দিকে যাচ্ছেন—এখনি তারা ফিরে আস্‌বে।

কুশীলব এবং বাল্মীকির প্রবেশ।

সীতা। এস কুশীবল! পূজার নির্ম্মাল্য গ্রহণ কর।

কুশীলবের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য দান।

কুশীলব। (সীতাকে প্রণাম)।

সীতা। মা সর্ব্বমঙ্গলা! দুঃখিনীর ধনকে রাজ-রাজেশ্বর করুন।

বাছা। তোমরা পিতৃপিতামহের উপযুক্ত বংশধর হও! কুলের মুখোজ্জ্বল কর।

বাল্মীকি। মা জানকি! একটি নূতন সংবাদ শোন মা! মহারাজ রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান ক'রেছেন। আমাকে সশিষ্য নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। আগামী পূর্ণিমায় যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবে। তার তিন দিন পূর্ব্বে আমি সশিষ্য যাত্রা করব।

সীতা। কোথায় যজ্ঞস্থান নির্ব্বাচিত হ'য়েছে, পিতা?

বাল্মীকি। নৈমিষারণ্যে।

সীতা। সশিষ্য অর্থে আপনার কুশীলব ত'?

বাল্মীকি। হাঁ মা! কুশীলবের মত অমন সর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত শিষ্য আমার আর কে আছে!

লব। মা! আমরা গুরুদেব রচিত রামায়ণকাব্য সঙ্গীতে অভ্যাস ক'রেছি। সেই কাব্যের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্ত্তনে মন আনন্দে ভেসে যায়। সেই রামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পা'ব! আহা! কি ভাগ্য আমাদের!

কুশী। মা! তোমার মুখ দেখে বোধ হ'চ্ছে যে আমাদের যজ্ঞ দর্শনে যাওয়ার কথা শুনে তুমি সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌ছ না! মা! দাদার সঙ্গে যা'ব তাতে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ কি মা? রাজদর্শনে পুণ্য হ'বে যে মা!

সীতা। দুশ্চিন্তার অন্য কোন কারণ নাই বৎস! (বাল্মীকির প্রতি) বাবা! কুশীলব আপনার স্বহস্ত-রক্ষিত বস্তু! আপনার বস্তু আপনি ইচ্ছামত ব্যবহার করবেন—আমার কোন আপত্তি নাই!

বাল্মীকি। চল মা! কুটীরে যাই। তোমাকে ব্রহ্মস্তোত্র ব্যাখ্যা ক'রে শুনাব। যাও কুশীলব! এখন ইচ্ছামত খেলা কর্‌গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নৈমিষারণ্য—গোমতী তীর—শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞস্থল।

ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

ভরত। ভাই শত্রুঘ্ন! গোমতীতীরে দেখে এলাম, মহারাজের আদেশমত যজ্ঞভূমি নির্ম্মিত হ'য়েছে! যজ্ঞভূমির চতুর্দ্দিকে শান্তি কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে। এখন আহূত প্রজাগণকে কি কর্ম্মে নিযুক্ত ক'রেছ?

শত্রুঘ্ন। প্রজাবর্গকে আদেশ ক'রেছি যে, তোমরা কার্য্যশৃঙ্খলার পর্য্যবেক্ষণ কর। রাজার যজ্ঞকার্য্য প্রত্যেকের নিজকার্য্য মনে ক'রে সম্মানিত হও।

ভরত। মহারাজের প্রধান বন্ধু লঙ্কাপতি বিভীষণ, কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব সবান্ধবে, সপরিবারে, সসৈন্যে আগমন ক'রেছেন কি?

শত্রুঘ্ন। হাঁ দাদা! তাঁরা সকলেই এসে দক্ষিণ শিবির পল্লীতে বিশ্রাম করছেন। নিমন্ত্রিত সমুদয় রাজাগণই সবান্ধবে এসেছেন!

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। দাদা! দানের জন্য সুবর্ণ রৌপ্যমুদ্রা কত পরিমাণে সংগৃহীত হ'য়েছে?

ভরত। পঞ্চাশত সহস্রকোটি সুবর্ণমুদ্রা—আর লক্ষ সহস্রকোটি রৌপামুদ্রা সংগৃহীত হ'য়েছে। (বশিষ্ঠের প্রতি) গুরুদেব! হোতা ঋত্বিকগণ স্ব স্ব কার্য্য আরম্ভ ক'রেছেন ত'?

বশিষ্ঠ। হাঁ বৎস! অশ্বমেধের সমুদয় কর্ম্ম প্রায় শেষ হ'য়েছে, এখন দিগ্বিজয়ী অশ্ব প্রত্যাগমন ক'রলেই আহুতিকার্য্য শেষ হ'বে।

ভরত। শত্রুঘ্ন! মহারাজের কোন আদেশ লঙ্ঘন হয় নাই ত'?

শত্রুঘ্ন। দাদা! মহারাজ রামচন্দ্রের সমুদয় আদেশ প্রতি অক্ষরে প্রতিপালিত হ'য়েছে।

বশিষ্ঠ। বৎস ভরত! সীতাদেবীর সুবর্ণপ্রতিমা কেমন হ'য়েছে?

ভরত। শুনলাম অতি সুন্দর হ'য়েছে।

বশিষ্ঠ। শুনলাম কেন? তুমি স্বচক্ষে দর্শন কর নাই?

ভরত। না গুরুদেব!

বশিষ্ঠ। কেন?

ভরত। সে সুবর্ণমূর্ত্তিকে শ্রীরামচন্দ্রের বামে দেখ্‌লে ত' প্রণাম ক'রতে হ'বে? যে মস্তক ভক্তিভরে—স্বয়ং মা জানকীর চরণে নত হ'ত—সে মস্তক কি সেই ভক্তিভরে সেই সুবর্ণপিণ্ডের সম্মুখে নত হ'বে? সেই সুধামাখা সস্নেহ আশীর্ব্বাদ কি ঐ সুবর্ণ পিণ্ডের নিকটে পাব?

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। (বশিষ্ঠের প্রতি) দেব! দিগ্বিজয়ী যজ্ঞাশ্ব প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছে। যজ্ঞের পূর্ণাহুতির জন্য মহারাজ আপনাকে আহ্বান জানিয়েছেন।

বশিষ্ঠ। আচ্ছা—যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

ভরত। সুমন্ত্র! জয়ন্ত মধুপুর হ'তে নৈমিষারণ্যে এসেছেন। তিনি কোথায়?

সুমন্ত্র। সেনাপতি জয়ন্ত মহারাজের আদেশে বীরবর লক্ষ্মণের অনুসন্ধানে গমন ক'রেছেন।

ভরত। লক্ষ্মণ কোথায়? দিগ্বিজয়ী অশ্বের সঙ্গে ফিরে আসেনি?

সুমন্ত্র। প্রত্যাগমন ক'রেছেন, কিন্তু সুবর্ণ সীতা দর্শনভয়ে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেন নাই।

অদূরে লক্ষ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের এবং তৎপশ্চাৎ জয়ন্তের প্রবেশ।

রাম। (লক্ষ্মণের প্রতি) ভাই! কেন তুমি যজ্ঞস্থলে প্রবেশ না ক'রে বনান্ত সীমায় ব'সেছিলে ?

লক্ষ্মণ। বিশ্রাম ক'রছিলাম।

রাম। দিগ্বিজয়ে কোন যুদ্ধে অস্ত্রাহত হও নাই ত' ভাই ?

লক্ষ্মণ। দিগ্বিজয়ের কোন যুদ্ধে—কোন বীরের কোন অস্ত্রে আমি আহত হই নাই। তবে এই নৈমিষারণ্যে এসে আহত হ'য়েছি।

ভরত। নৈমিষারণ্যে আহত হ'য়েছ, ? কা'র হস্তে—কোন অস্ত্রে ?

লক্ষ্মণ। মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে। সুবর্ণ সীতারূপ ব্রহ্ম অস্ত্রে! (ভরতের হস্তধারণপূর্ব্বক) দাদা! যজ্ঞস্থলে আমার আবশ্যক কি ?

ভরত। ভাই! তুমি যে মহারাজ রামচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত। তুমি না থাক্‌লে যজ্ঞ পূর্ণ হ'বে কেন ?

লক্ষ্মণ। দাদা! যিনি রামচন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গ, তাঁর অনুপস্থিতিতে যখন যজ্ঞপূর্ণ হ'চ্ছে, তখন দক্ষিণহস্ত আমি, আমা ভিন্ন যজ্ঞপূর্ণ হ'বে না কেন ?

ভরত। ভাই! মা জানকীর পরিবর্ত্তে ত' মা জানকীর সুব প্রতিমা নির্ম্মিত হ'য়েছে।

লক্ষ্মণ। তা' হলে আমার পরিবর্ত্তে একটা পাষাণময় লক্ষ্মণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হোক্ না! হায়! হায়! কি ভ্রম আমার! আমার পাষাণমূর্ত্তি কি ? আমি ত' স্বয়ং পাষাণ! দাদা! দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বেসীতা-নির্ব্বাসনের দিনে আমার মৃত্যু হ'য়েছে! এই যাকে দেখ্‌ছ, এ একটা সজীব পাষাণখণ্ড।

রাম। ভাই। আমার অস্থির হৃদয়কে আর উন্মত্ত ক'র না। একবার স্থির হও। ভরত! অযোধ্যায় পৌরজন সকলেই এসেছেন ত' ?

ভরত। এসেছেন। সকলেই স্বচ্ছন্দে বাস কর্‌ছেন।

রাম। লক্ষ্মণ! জয়ন্ত! তোমরা রাজন্যবর্গের অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ কর।

[লক্ষ্মণ এবং জয়ন্তের প্রস্থান।

শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। অগ্রজ দেব! একটি আশ্চর্য্য বিষয় শ্রবণ করুন—মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যদের মধ্যে দু'টি অতি সুন্দর বালক এসেছে। কি অমানুষিক সৌন্দর্য্য তা'দের! তা'দের সুধা মধুর রামলীলার মাহাত্ম্যপূর্ণ রামায়ণ কাব্যের কবিতাগুলি! সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তান-লয় বিশুদ্ধ স্বরে এমন গান কর্‌ছে যে, উপস্থিত সমুদয় রাজন্যবর্গ মন্ত্রমুগ্ধ মূর্ত্তির মত অবাক হ'য়ে শ্রবণ কর্‌ছেন।
মহারাজ! অনুমতি করুন, বালকদু'টিকে রাজসভায় নিয়ে আসি।

রাম। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য? তা'হলে অতি যত্নে নিয়ে এস! যাও!

শত্রুঘ্ন। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

জয়ন্তের পুনঃ প্রবেশ।

জয়ন্ত। মহারাজ! বীরবর লক্ষ্মণের বোধ হয় চিত্তাবভ্রমের সূত্র-পাত হ'য়েছে। বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বল্‌তে লাগলেন "ভো! নীল নভোমণ্ডলবাসী বিশালবিশ্বব্যাপী বিরাটপুরুষ শ্যামসুন্দর! আমাকে মিশিয়ে নাও! এ জ্বালাময়ী পৃথিবীতে আমি স্থির হ'তে পার্‌ছিনা!" আমায় বল্‌লেন, জয়ন্ত! আমি যাই! নির্জ্জন স্থানে।

ভরত। হায়! হায়! মহারাজ! যে প্রজারঞ্জন মহাযজ্ঞে রাজরাণী

সীতাদেবীকে উৎসর্গ করতে হ'য়েছে, সেই যজ্ঞে বোধ হয় প্রাণসম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে উৎসর্গ ক'রে দক্ষিণান্ত ক'রতে হ'বে!

রাম। ভরত! প্রজার মধ্যে শত শত লক্ষ্মণের মত ভ্রাতা আছে। দশরথের মত পিতা আছেন। কৌশল্যার মত মাতা আছেন। সীতার মত নারী আছেন। ভাই! প্রজাই আমার পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যা আত্মীয়স্বজন। রাজধর্ম্ম বড় কঠোর ধর্ম্ম!

'শত্রুঘ্নের সঙ্গে কুশীলবের প্রবেশ।

কুশীলব। জয় মহারাজ রামচন্দ্রের জয়! (প্রণাম)।

রাম। (স্বগতঃ) আ মরি মরি! এ কি মূর্ত্তি! এ দেবকুমার যুগল কে? (প্রকাশ্যে) বালক! তোমরা দু'টি কে? কার পুত্র? কোথায় বাস?

কুশী। মহারাজ! আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য।

রাম। বালক! তোমাদের নাম কি?

কুশী। আমার নাম কুশী।

লব। আমার নাম লব।

রাম। কুশী-লব! তোমাদের পিতার নাম কি?

কুশী। এ বিষয়ে গুরুদেব আমাকে কোন শিক্ষা দেন নাই!

রাম। বালক! তোমরা দু'টি কি যমজ ভ্রাতা?

লব। হাঁ!

ভরত। বালক! তোমরা যে রামায়ণকাব্য গান ক'রে থাক, সেই কাব্যের নায়ক কে জান?

কুশী। অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্র।

ভরত। তোমরা যাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান—ইনি সেই রামচন্দ্র!

কুশী। (রামের প্রতি করযোড়ে) মহারাজ! আমাদের রাজ-সম্মান প্রদর্শনের ত্রুটি ক্ষমা করুন!

ভরত। (কুশীলবের হস্তধারণপূর্ব্বক) কুশীলব! রামায়ণ সঙ্গীতের কোন অংশ বর্জ্জন ক'র না! শ্রীরামচন্দ্রের সীতানির্ব্বাসন অধ্যায় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করবে!

লব। মহাশয়! রামায়ণ কাব্য ত' আমরা সম্পূর্ণ শিক্ষা করিনি! উত্তরকাণ্ড এখনও গুরুদেব শিক্ষা দেননি! আমরা ষষ্ঠ লঙ্কাকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা ক'রেছি। সীতানির্ব্বাসন কি মহাশয়? কে ক'রেছিলেন? (রামের প্রতি) মহারাজ! আপনি স্বয়ং সীতানির্ব্বাসন ক'রেছিলেন? কেন? কোন অপরাধে!

রাম। (সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া) হে ধর্ম্ম! আজ কি তুমি যুগল বালকবেশে আমায় ধর্ম্ম পরীক্ষা ক'রতে এসেছ? হা প্রাণময়ী জানকি! আজ তোমার পক্ষ সমর্থন ক'রতে, বিচারকবেশী বালকদ্বয়কে প্রেরণ করেছে কে? হা সতি! তুমি?

শত্রুঘ্ন। বালক! অন্য প্রসঙ্গের কোন আবশ্যক নাই। তোমরা সঙ্গীত আরম্ভ কর। (রামের পূর্ব্ববৎ উপবেশন।)

কুশীলব। যে আজ্ঞা।

গীত।

সুধা সিন্ধু সম রাম লীলা সিন্ধু রামায়ণ।
বিরিঞ্চিকথিত বাল্মিকি রচিত উদ্ধারিতে জীবগণ॥

দশরথ ঔরসে চারিমূর্ত্তি ধরে, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা উদরে,
চারি ভ্রাতারূপে অযোধ্যা নগরে, জনমিলেন নারায়ণ॥

নমঃ রাজীব লোচন রাম রঘুবর।
সহ জনকনন্দিনী হ'ল শুভ পরিণয়, আনন্দ উদয়, ভাসিল কোশল নগর।
জয় রাম রাম রাম॥

যোগ্য পুত্রে রাজ্য দিতে পিতার সাধ মনে, বাজিল বিষম শেল কৈকেয়ীর প্রাণে,
পড়িছেন সত্যফাঁদে পুত্রতরে কেঁদে রাজার জীবন অন্তর ॥

জয় রাম রাম রাম ॥

সহ পত্নী সীতা সতী অনুজ লক্ষ্মণ, চৌদ্দ বৎসর তরে হ'ল রাম বনগমন,
শেষে পঞ্চবটীবনে, দুষ্ট দশাননে, হরে সীতারত্ন সুন্দর সুন্দর।

জয় রাম রাম রাম ॥

সেতুবন্ধন তৎপর, হ'ল সুর-অরি-ধ্বংস, হত রক্ষবংশ, ভীষণ লঙ্কার সমর,

জয় রাম রাম রাম ॥

উদ্ধারিয়ে জানকীরে পরীক্ষা অনলে' সীতার মহিমা দেখে, স্তম্ভিত সকলে
শেষে অযোধ্যা এসে, প্রজাগণ শেষে, রটিল কলঙ্ক দুস্তর।

জয় রাম রাম রাম ॥

অপার দয়ার নিধি রাম গুণধাম, প্রবোধিতে প্রজাগণে পত্নিপ্রতি বাম ॥
তাই সীতা নির্ব্বাসিতা, সতী অনাশ্রিতা, পশিল কানন প্রান্তর,

জয় রাম রাম রাম ॥

বন যাত্রাকালে সতী, কালবশে গর্ভবতী, কি বিষম কাল চক্র গতি হায় রে,
সে গর্ভে সন্তান যে জন, না জানি দুর্ভাগ্য কেমন, তাদেরও কি কাননে বসতি

হায় হায় রে ॥

সেই রামায়ণ শেষে কি আছে বিশেষে, না শিখান গুরু সত্বর,
শিখিতে গুরুর সদনে, অশ্রুধারে তাঁর নয়নে গোপনে,
শুনি মাত্র তাঁর স্বগত বচনে, রাম সত্য পরায়ণ ॥

রাম। (বিহ্বলভাবে জানু পাতিয়া উপবেশনপূর্ব্বক) বৎস কুশীলব ! তোমরা একবার আমায় আলিঙ্গন ক'রে আমার দগ্ধ প্রাণ শীতল কর। (কুশীলবকে হৃদয়ে ধারণ)।

লক্ষ্মণ। (কুশীলবের নিকটে আসিয়া নতমুখে) বল বালক ! বল বল, তোমার মায়ের নামটি কি ! সীতা ? নয় ?

লব। হাঁ মহাশয় ! আমাদের মায়ের নাম সীতা।

দ্রুতপদে বাল্মীকির আগমন।

বাল্মীকি। কুশীলব! কুশীলব! তোমাদের মায়ের নাম সীতা, পিতার নাম রাম। ঐ অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র তোমাদের পিতা! (রামের হস্তধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে স্থাপন)।

কুশীলব। (উভয়ে রামচন্দ্রকে প্রণাম) বাবা! বাবা! (রোদন)।

ভরত। মা জানকী! এই তোমার নির্ব্বাসনের প্রতিশোধ!

বেগে সুমিত্রার হস্তধারণপূর্ব্বক কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। (বিহ্বলভাবে) রাম! রাম! পুত্র আমার! তোমার দৃষ্টিতে (কুশীলবের চিবুক ধরিয়া) এই মুখ দু'খানি দেখেও চিনতে পারনি? চেয়ে দেখ দেখি নির্ব্বোধ! সেই অভাগিনীর মত এই চোখ দু'টি কিনা—সেই ঠোঁট দু'খানি কিনা? (কুশীকে ক্রোড়ে গ্রহণ)।

সুমিত্রা। (লবকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক) দিদি! সেই সেদিনের কথা, তুমি যেন রামকে কোলে ক'রেছ, আর আমি ভরতকে কোলে ক'রেছি!

কৌশল্যা। (বাল্মীকির প্রতি) ঋষিরাজ! তুমি বল—আমার সীতা সতী কিনা? অযোধ্যার লক্ষ প্রজার লক্ষ নিন্দায় আমি কর্ণপাত করিনা!

বাল্মীকি। কৌশল্যা দেবী! মা জানকী বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী। মা লক্ষ্মী কি অসতী হ'তে পারেন? প্রচেতার দশম পুত্র আমি বাল্মীকি—বল্‌ছি, সীতা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীসদৃশা সতী ত্রেতাযুগের "পুণ্যশ্লোকা বৈদেহি।"

[প্রস্থান।

কৌশল্যা। সুমিত্রা! কুশীলবকে অন্তঃপুরে ল'য়ে যাই—উর্ম্মিলাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আসি। হায়! হায়! এই কি সূর্য্যকুল রাজকুমারের রাজবেশ! এস কুশীলব! আজ তোমাদের দু'ভাইকে রাজবেশে সাজিয়ে নিয়ে আসিগে।

বাল্মীকি। মহারাজ রামচন্দ্র! সীতাদেবী যজ্ঞভূমির সীমান্তে পুষ্পক-রথে উপস্থিতা হ'য়েছেন। তিনি তোমার অনুমতির অপেক্ষা ক'রছেন।

রাম। মহর্ষি! জানকীকে আমি প্রকাশ্যভাবে নির্ব্বাসিতা ক'রেছিলাম—আজ আবার তাঁকে আমি প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ ক'র্‌ব! তিনি রাজসভায় আসুন।

বাল্মীকি। উত্তম! তোমার আজ্ঞা তার শিরোধার্য্য!

রাম। (স্বগতঃ) হৃদয়! চঞ্চল হয়ো না! আজ আমার জীবনের প্রধান পরীক্ষার দিন!

কুশী। (কৌশল্যার প্রতি) ঠাকুর মা! মা কৈ? তিনিত এখনও রাজসভায় আসেন নাই! তবে কি তিনি আসবেন না?

কৌশল্যা। রাম! কৈ? আমার কুললক্ষ্মী কি এখনও আসেন নি।

রাম। ঐ যে এসেছেন।

সীতা। (রামকে প্রণাম করিয়া) আর্য্যপুত্র! একবার আমার সাক্ষাতে আপনার কুশীলবকে কোলে করুন! আজ আমার দ্বাদশ বৎসরের আশা পূর্ণ হোক্—আমার নয়ন সার্থক হোক!

রাম। এস কুশীলব! আমার কোলে এস!

কুশীলব। (সীতাকে প্রণামপূর্ব্বক রামের ক্রোড়ে উপবেশন)।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! কা'কে ক্রোড়ে গ্রহণ ক'রেছেন? যাঁকে সর্ব্ব জন সমক্ষে অসতী ব'লে চিরনির্ব্বাসিতা করেছিলেন—তিনি কেন আবার আজ রাজসভায় আগমন করেছেন? সেই নির্ব্বাসিতা অসতীর পুত্রকে কি জন্য ক্রোড়ে গ্রহণ ক'রেছেন? এই কি আপনার রাজধর্ম্ম? এই কি আপনার সত্যব্রত? তবে কি আপনি আজ পুত্রমুখ দর্শন ক'রে অসতী পত্নীকে ক্ষমা ক'রেছেন! এ অপরাধ প্রজাদের হ'লে ক্ষমা করতেন কি?

কুশীলব। (রামের ক্রোড় হইতে উঠিয়া সীতার নিকট গমন।)

কৌশল্যা। (ক্রোধে) লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! (রোদন।)

লক্ষ্মণ। (সক্রোধে দক্ষিণহস্তে অসি নিষ্কাষিত করিয়া এবং বামহস্তে দুর্ম্মুখের কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক) নরাধম! আমার সম্মুখে সীতাদেবীকে অপমানিতা করছিস? কা'র বলে এতদূর সাহস বৃদ্ধি হ'য়েছে তোর। ঘৃণিত পশু! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব এসেও আজ তোকে রক্ষা ক'রতে পারবে না। পামর! আগে তোর ঐ দুষ্টরসনা ছেদন কর্‌ব! পরে তোকে শূলে বিদ্ধ করব!

দুর্ম্মুখ। (সভয়ে) মহারাজ রক্ষা করুন।

রাম। লক্ষ্মণ! ভাই। ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম।

লক্ষ্মণ। মহারাজ এই কি রাজ বিধান? এই নরাধম চণ্ডালকে আমি ক্ষমা ক'রব! যে আমার সম্মুখে মা জানকীকে অপমানিত করেছে, তাকে আমি ক্ষমা করব? অসম্ভব? তবে এই ক'রতে পারি আমার পুণ্যময়ী মাকে এ পাপদৃশ্য দেখাব' না সভার বাহিরে গিয়ে এ পাপিষ্ঠের বধকার্য্য শেষ কর্‌ব (দুর্ম্মুখের কণ্ঠধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ) চল্—

রাম। লক্ষ্মণ! ক্ষমা কর ভাই।

লক্ষ্মণ। আমায় ক্ষমা কর দাদা! আমি আজ এই পাপীষ্ঠকে কিছুতেই ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ব না! দাদা! আজ আমি কিছুতেই তোমার আজ্ঞাপালন কর্‌তে পার্‌ব না! দাদা। তুমি আজ লক্ষ্মণকে বর্জ্জন কর—আজ লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্রোহী-রাজদ্রোহী! (দুর্ম্মুখকে আকর্ষণ)।

সীতা। স্নেহের দেবর! বৎস লক্ষ্মণ! আজ দ্বাদশ বৎসর পরে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর! ওকে ক্ষমা কর!

লক্ষ্মণ। ওঃ! মা! এই জন্যই তুমি দেবী! ! তুমি তোমার কুৎসাকারী শত্রুকেও ক্ষমা ক'রেছ?

সীতা। হাঁ বৎস! আমি ক্ষমা ক'রেছি!

লক্ষ্মণ। (দুর্ম্মুখকে ধাক্কা দিয়া) যা' পাপীষ্ঠ! এখনও তোর পাপ পূর্ণ হয় নাই।

দুর্ম্মুখ। (পলায়ন করিতে করিতে) ওঃ! এমন দেবীরও কলঙ্ক রটে।

রাম। সীতে! জানকি! তুমি আমার সহধর্ম্মিণী! আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর। আমাকে উভয় সঙ্কট হ'তে রক্ষা কর।

সীতা। আর্য্যপুত্র! আমি আপনার শ্রীচরণের দাসী। আমাকে কি আজ্ঞা পালন কর্‌তে হবে—আদেশ করুন।

রাম। সেই লঙ্কাপুরীতে দেবগণ সমক্ষে প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে প্রবেশ ক'রে যে নিজের পবিত্রতা প্রদর্শন ক'রেছিলে—আজ এই আমার যজ্ঞস্থলে রাজসভায় সেইরূপ আমার প্রজাগণ সমক্ষে আবার তোমার সতীত্ব প্রদশন কর।

লক্ষ্মণ। ওহো! আবার অগ্নিপরীক্ষা! দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পরে আবার অগ্নি পরীক্ষা? দাদা! লঙ্কাপুরে সে অগ্নিকুণ্ড আমি জ্বেলেছিলাম, আজ কে জ্বালবে?

রাম। ভাইরে! আমি জ্বাল্‌ব! আজ দ্বাদশবৎসর যে অগ্নিকুণ্ডে প্রতিক্ষণ দগ্ধ হচ্ছি—সেই অগ্নিকুণ্ডে একটি স্ফুলিঙ্গ হ'লেই আজকার এ অগ্নিকুণ্ড ধূধূ জ্ব'লে উঠ্‌বে।

সীতা। স্বামিন্‌! দেব! আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমাকে সতী—পবিত্রা ব'লে মনে স্থান দিয়াছেন, তখন আর আমার মনে কোন নির্ব্বেদ নাই। কিন্তু প্রজাগণের বিশ্বাসের জন্য আমি পুনর্ব্বার অনল কুণ্ডে প্রবেশ কর্‌তে ইচ্ছা করি না। আমি অযোধ্যার রাজ-সিংহাসন চাই না। যে অযোধ্যার প্রজাগণ আমাকে এক দণ্ডের জন্যও

অসতী ব'লে মনে ক'রেছে—আমি সে অযোধ্যার রাজসিংহাসন আর স্পর্শ করব না। সীতানাথ! আপনার অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ আমাকে অসতী ব'লেছে—তাদের এই পাপের ফলে আমি আজ এই অযোধ্যার সম্বন্ধ ত্যাগ করব। হে অযোধ্যানাথ! আপনার রাজত্বের পরে এই অযোধ্যা ঘোর অরণ্যে পরিণত হ'বে।

রাম। সতি! অজ্ঞান অযোধ্যাবাসীকে ক্ষমা কর।

সীতা। স্বামিন! আমার একটি কথার উত্তর দিন! আমি সভাস্থ সকলকেই জিজ্ঞাসা করছি—বলুন কোন অসতী নারী কি কোন দেবীর সঙ্গলাভ করতে পারে?

রাম। না—কখনই না?

সীতা। ধরিত্রীদেবী কে?

রাম। ধরিত্রীদেবী ব্রহ্মার কন্যা—তিনি মহাদেবী।

সীতা। আর্য্যপুত্র! আমার নারীজীবনের উপহার গ্রহণ করুন! (কুশীলবের হস্তদ্বয় ধারণপূর্ব্বক রামের হস্তে দান।)

রাম। সতি! জানকী! সীতে! তুমি কোথায় যাও!

সীতা। আর্য্যপুত্র! আমি কোথাও যাব না! চিরকাল—অনন্তকাল আপনার চরণতলে নির্জ্জনে বাস করব! হে সীতানাথ! আপনার ধর্ম্ম-পত্নীর সতীত্বের পরীক্ষা দর্শন করুন! হে মাতঃ বসুন্ধরে! আমি যদি চিরজীবন শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণগতপ্রাণা হ'তে পেরে থাকি, প্রকৃতপক্ষে যদি আমি সতীনামে পরিচিতা হ'তে পেরে থাকি, তবে মা! আমায় তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও! মা! মা! ধর মা! তোমার চিরদুঃখিনী কন্যাকে কোলে কর।

ধরিত্রীদেবীর আবির্ভাব এবং সীতাকে যুগল বাহু
দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে প্রস্থান।

রাম। (ধনুকে শর যোজনা করিয়া) কি? পৃথিবী আমার সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাবে? পৃথিবী! তুমি কি জান না যে, ত্রিলোকজয়ী রাবণ যে সীতাকে হরণ ক'রে সবংশে ধ্বংস হ'য়েছে—সেই সীতাকে হরণ ক'রে তুমি নিস্তার পাবে! আমি আজ সীতাকে স্বয়ং অন্বেষণ করব। পৃথিবী! তোমাকে লক্ষ খণ্ডে খণ্ড ক'রে—অনন্ত কোটি খণ্ডে চূর্ণ ক'রে আমার সীতাকে অন্বেষণ করব। পৃথিবী! আজ বিশ্বজগৎ হ'তে তোমার সত্ত্বা লোপ ক'রব। (আকর্ণ সন্ধান)।

বাল্মীকি। মহারাজ রামচন্দ্র! এক দণ্ডের জন্য আত্মবিস্মৃতি ত্যাগ কর!—তুমি বৈকুণ্ঠপতি ভক্তবৎসল স্বয়ং নারায়ণ—দেবী স্বয়ং মা লক্ষ্মী!

যবনিকা-পতন